মাসিক

আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যিলহাজ্জ মাসের ১ম দশকের নেক আমলের চেয়ে প্রিয়তর কোন আমল আল্লাহ্র কাছে নেই। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে রাসূল! আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও নয়? রাসূল (ছাঃ) বললেন, জিহাদও নয়। তবে ঐ ব্যক্তি, যে নিজের জান ও মাল নিয়ে বেরিয়েছে, আর ফিরে আসেনি' *(বুখারী হা/৯৬৯, মিশকাত হা/১৪৬০)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
২০তম বর্ষ ১১তম সংখ্যা
আগষ্ট ২০১৭

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২০তম বর্ষ	১১তম সংখ্যা
যিলক্বদ-যিলহজ্জ	১৪৩৮ হিঃ
শ্রাবণ-ভাদ্র	১৪২৪ বাং
আগষ্ট	২০১৭ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১।
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ১৬০/-)	৩০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০/-	১৪৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১১৫০/-	১৮০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৪৫০/-	২১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮০০/-	২৪৫০/-

সূচীপত্র

◈ **সম্পাদকীয়** ০২

◈ **দরসে কুরআন :**

♦ মূল্যবোধের অবক্ষয় ও আমাদের করণীয় ০৪
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

◈ **প্রবন্ধ :**

♦ আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর পাঁচ দফা মূলনীতি : একটি বিশ্লেষণ *(৫ম কিস্তি)* ১২
-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

♦ আদর্শ পরিবার গঠনে করণীয় *(৬ষ্ঠ কিস্তি)* ১৬
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

♦ শোকর *(২য় কিস্তি)* *-অনুবাদ : আব্দুল মালেক* ২১

♦ সেলফোন এবং অপব্যবহার ২৬
-প্রফেসর ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত

♦ কুরবানীর মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ২৮

♦ এক নযরে হজ্জ *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৩১

◈ **দিশারী :**

♦ ইছলামী জামাআত-বনাম আহলেহাদীছ আন্দোলন ৩৩
-মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী

◈ **কবিতা :** ৩৭

♦ রহীম ও রহমান ♦ আপন ভেবে
♦ ভেজালে সয়লাব ♦ কুরবানীর আয়োজন

◈ **সোনামণিদের পাতা** ৩৮

◈ **স্বদেশ-বিদেশ** ৩৯

◈ **মুসলিম জাহান** ৪১

◈ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪১

◈ **সংগঠন সংবাদ** ৪২

◈ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

Contents

পিওর ও পপুলার

মানুষের সৃষ্টিকাল থেকেই পিওর ও পপুলারের দ্বন্দ্ব চলছে। জান্নাতে ইবলীস আদম ও হাওয়াকে নিষিদ্ধ বৃক্ষের প্রতি প্রলুব্ধ করেছিল সেখানে তাদের চিরস্থায়ী হওয়ার লোভ দেখিয়ে। সেদিন ইবলীসের পপুলার প্রস্তাবের কাছে পিওরের অনুসারী আদম ভুলক্রমে পরাজিত হন। ফলে তাদেরকে জান্নাত থেকে বেরিয়ে আসতে হয় *(ত্বোয়াহা ২০/১২০-২৩)*। এভাবে সেদিন পিওরের প্রতি প্রথম হিংসা করেছিল ইবলীস। অতঃপর দুনিয়াতে আদমপুত্র হাবীলের পিওর ঈমানের প্রতি প্রথম হিংসা করেছিল পপুলার বড় ভাই ক্বাবীল। হাবীল তার মেষপালের সেরাটি আল্লাহ্র জন্য কুরবানী দিয়েছিল। অন্যদিকে ক্বাবীল তার কৃষিপণ্যের নিকৃষ্টটি আল্লাহ্র জন্য ছাদাক্বা দিয়েছিল। আল্লাহ উভয়ের অন্তরের খবর রাখতেন। তাই তিনি পিওরটি কবুল করলেন। অতঃপর আকাশ থেকে আগুন এসে সেটিকে উঠিয়ে নিয়ে গেল। কিন্তু ক্বাবীলের ছাদাক্বা দুনিয়াতেই পড়ে রইল *(ইবনু কাছীর)*। এতে হিংসায় জ্বলে উঠল ক্বাবীল। অথচ এতে হাবীলের কোন হাত ছিল না এবং তার কোন দোষ ছিল না। তবুও ক্বাবীলের নিকট হাবীল হত্যাযোগ্য আসামী হয়ে গেল ও তার হাতে হাবীল নিহত হ'ল *(মায়েদাহ ২৭-৩০)*।

নবী-রাসূলগণ সর্বদা পিওরের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু পপুলারপন্থী লোকেরা সর্বদা তাদেরকে বাধা দিয়েছে এমনকি তাদের হত্যা করেছে। আজও তারা বাধা দিচ্ছে, ভবিষ্যতেও দিবে। এটাই স্বাভাবিক। তাহ'লে কি পপুলারদের চাপে পিওররা হারিয়ে যাবে? কখনোই না। পপুলাররা যতই দম্ভ করুক, তারা ভিতর থেকে দুর্বল ও ভীরু। তারা তাদের মত লোকদের বাহবা পাবে ও গাল ভরে হাসবে। পিওরের বিরুদ্ধে জান ভরে গালি দিবে, অপবাদ দিবে ও মিথ্যাচার করে সান্ত্বনা খোঁজার চেষ্টা করবে। কিন্তু এত করেও তারা অন্তরে সুখ পাবে না। কারণ তারা ভালভাবেই জানে যে, তারা সত্যের বিরোধী। শত মিথ্যা দিয়েও তারা পিওরের আলোকে নিভাতে পারছে না। কিন্তু মুখ ফুটে সত্যকে স্বীকার করবে না বা হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করবে না। এই ভীরুতা ও কপটতাই তাদের কুরে কুরে খাবে। মূসার চাচাতো ভাই কপটনেতা সামেরীর মত তারা অস্পৃশ্য হয়ে থাকবে। এই অসুখী জীবনই এদের দুনিয়াবী শাস্তি। অতঃপর কবরের শাস্তি তো থাকবেই।

প্রত্যেক নবী-রাসূলের যুগে পপুলারের ধরন ও প্রকৃতি ছিল ভিন্ন। তবে মৌলিক ভ্রান্তিগুলি ছিল প্রায় একইরূপ। যেমন নূহ (আঃ)-এর যুগ থেকেই চালু হয়েছে মূর্তিপূজা। যা আজও আছে। পৌত্তলিকরা সরাসরি এটা করে। ইহূদী-নাছারারা প্রতীক পূজা করে এবং মুসলমানরা ছবি-প্রতিকৃতি ও কবরপূজা করে। ধারণা-বিশ্বাস প্রায় সবার একই। ছবি-মূর্তি ও কবরের মধ্যে তারা প্রাণের কল্পনা করেন ও তাকে শ্রদ্ধা জানান। তার সম্মানে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করেন। বেদীতে, মিনারে, কফিনে ও কবরে ফুল দেন। অথচ যাকে দিচ্ছেন তিনি কিছুই জানতে পারছেন না। এটা যে অযৌক্তিক ও স্রেফ লোক দেখানো এবং সময় ও অর্থের অপচয়, তা তারা স্বীকার করেন। কিন্তু কখনো প্রথার দোহাই দিয়ে, কখনো অসার যুক্তির দোহাই দিয়ে তারা এগুলি করে থাকেন। জীবন্ত মানুষকে মারতে তাদের দিল কাঁপে না। কিন্তু নিষ্প্রাণ ছবি-মূর্তির জন্য তারা হু হু করে কাঁদেন ও শত শত টাকা ব্যয় করেন। শয়তান এভাবেই তার মিশন চালিয়ে যাচ্ছে যুগ যুগ ধরে। আর এটাই হ'ল পপুলার। এর বিপরীত হ'ল তাওহীদ বা আল্লাহ্র একত্ববাদ, যা পিওর। যিনি অদৃশ্য ও সকল ক্ষমতার উৎস। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক।

সমাজ পরিচালনার জন্য নেতৃত্বের যোগ্যতা, মেধা ও সততা আল্লাহ্র দান। এই অমূল্য নে'মত যিনি পেয়েছেন, তিনি বড়ই সৌভাগ্যবান। অন্যদের উচিৎ তাকে বেছে নিয়ে তার হাতেই নেতৃত্ব সোপর্দ করা এবং যোগ্য ব্যক্তিদের পরামর্শের মাধ্যমে সমাজ পরিচালনা করা। এই বাছাইয়ের মানদণ্ড হবে আল্লাহভীরুতা এবং বাহন হবে আল্লাহ্র কিতাব ও নবীর সুন্নাহ। এখানে নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া নিষিদ্ধ। আল্লাহভীরু ও দূরদর্শী ব্যক্তিরাই এটি নির্বাচন করবেন নিঃস্বার্থভাবে পরস্পরের পরামর্শের মাধ্যমে। এখানে নেতা ও পরামর্শদাতা উভয়ে হবেন আল্লাহ্র ভয়ে ভীত এবং স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। এই নেতা হবেন 'আমীর'। যিনি আল্লাহ্র হুকুম অনুযায়ী হুকুম দিবেন। যিনি হবেন আল্লাহ্র নিকট কৈফিয়ত দানের ভয়ে সদা কম্পমান। কর্মীরা থাকবেন ইমারতের প্রতি আনুগত্যশীল ও শ্রদ্ধাশীল। থাকবেন পরকালে ছওয়াব পাওয়ার আশায় দৃঢ় আস্থাশীল। নেতা ও কর্মীদের এই নিঃস্বার্থ ভালোবাসার অটুট বন্ধনে সমাজ হয়ে উঠবে শান্তির আবাসস্থল। সেখানে প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য হবে অতন্দ্র প্রহরী। কেউ কারু প্রতি খেয়ানতের আশংকা করবে না। কেউ কাউকে অন্যায় সন্দেহ করবে না। এটাই হ'ল পিওর সমাজের বাস্তব চিত্র।

এর বিপরীত হ'ল দল ও প্রার্থীভিত্তিক বর্তমান নির্বাচন প্রথা, যা পপুলার। যার অবশ্যম্ভাবী ফল হ'ল হিংসা ও প্রতিহিংসার রাজনীতি। দলবদ্ধভাবে দু'হাতে লুটপাট যার স্বাভাবিক পরিণতি। গুম-খুন-অপহরণ, মিথ্যা মামলা এবং নিরপরাধ নাগরিকদের হয়রানি ও নির্যাতন যার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সমাজের প্রতিটি সেক্টর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই হিংসাত্মক রাজনীতির বিষবাষ্পে জর্জরিত। ব্যালট বা বুলেট যেভাবেই হৌক ক্ষমতা দখল করতেই হবে, এটাই হ'ল এ রাজনীতির লক্ষ্য। জনকল্যাণ স্রেফ ফাঁকা বুলি। দুর্নীতি হ'ল এর অঘোষিত নীতি। 'সততাকে ধুয়ে-মুছে ছাফ করে' এ রাজনীতিতে ঢুকতে হয়। এখানে গুণীর কদর নেই। সম্মানীর সম্মান নেই। বড়-ছোট ভেদাভেদ নেই। নারী-পুরুষে স্তরভেদ নেই। কারুর জান-মাল ও ইযযতের গ্যারান্টি নেই। কেবলই চাই একটা ভোট। অথচ কে না জানে যে, অধিকাংশ মানুষই হুজুগে। এরপরেও এখন তো ভোটার ছাড়াই ভোটের বাক্স ভরে যায়। লাজ-লজ্জা ও দায়িত্বের অনুভূতি সবই এখন হারিয়ে গেছে ক্ষমতার মোহে। পিওরের অনুসারীরা কি পারবে এই বিষাক্ত পপুলারের সাথে আপোষ করতে?

অর্থ-সম্পদ আল্লাহ্র দান। ধনী-গরীব তাঁরই সৃষ্টি। তা না হ'লে সমাজের স্থিতিশীলতা ও শান্তি বিঘ্নিত হয়ে পড়ত। মানুষ বিপদে পড়বে এটাই স্বাভাবিক। তাই পরস্পরকে নিঃস্বার্থভাবে নৈতিক ও আর্থিক সহযোগিতা করা মানবতার দাবী। ডান হাতে দান করলে বাম হাত জানবে না এটাই হ'ল সর্বোচ্চ মানবতা। এরাই ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র ছায়াতলে আশ্রয় পাবে *(বুঃ মুঃ)*। স্রেফ আল্লাহকে খুশী করার জন্য বান্দাকে ছাদাক্বা করলে সেটি তার কবরের উত্তাপকে নিভিয়ে দেবে *(ছহীহাহ হা/৩৪৮৪)*। এরপরেও ছাদাক্বা বা হাদিয়া না দিয়ে প্রয়োজনে কাউকে ঋণ দিলে সেটা হবে লাভ ও সূদমুক্ত। এক টাকা ঋণ দিয়ে দু'টাকার ব্যবসা করা যাবে না। এটাই হ'ল 'উত্তম ঋণ'। যা সমাজে আর্থিক লেনদেনের পিওর নীতি। এর বিপরীত হ'ল ঝুঁকিহীন সূদ ও কিস্তিতে বেশী নেওয়ার পপুলার নীতি। যা মুসলিম-অমুসলিম সবাই এখন করে যাচ্ছেন নির্বিবাদে নিঃশংকচিত্তে। এভাবে সূদ-ঘুষের মাধ্যমে লাখ লাখ টাকার সম্পদ জমিয়ে হাযার টাকা দান করায় কি লাভ হবে? বছর বছর হজ্জ ও ওমরা করে কি ফায়েদা হবে? হারাম খাদ্যে পুষ্ট দেহ কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না *(ছহীহাহ হা/২৬০৯)*। তাহ'লে সেটি মৃত্যুর পরে কোথায় প্রবেশ করবে? হারামের সুউচ্চ প্রসাদ ছেড়ে কবরের অন্ধ

Contents

সম্পাদকীয়

গহ্বরে প্রবেশ করার পর যখন এই সম্পদ ক্বিয়ামতের দিন বিষাক্ত সাপ হয়ে গলা পেঁচিয়ে ধরে বারবার ছোবল মারবে আর বলবে, আমি তোমার মাল আমি তোমার সঞ্চিত ধন, তখন অবস্থাটা কেমন হবে? *(বুখারী হা/১৪০৩)*। এগুলি আপনি বিশ্বাস করেন না। বেশ নিজের আরামের ঘরে শুয়ে যখন ডায়রিয়ায় বারবার টয়লেটে যান, তখন ঐ জীবন্ত আযাবের প্রতিবিধান কোথায়? সব ঔষধ পাশে রেখে যখন আপনার প্রাণহীন দেহটা পড়ে থাকবে বিছানায়, তখন আপনার সাহায্যকারী কে হবে? অতএব দুনিয়ার আযাবকে যখন স্বীকার করেন, তখন কবরের আযাবকে অস্বীকার করেন কেন?

আপনি দারুণ ধার্মিক। লেবাসে-পোষাকে, টুপীতে-আবাতে আপনি আপাদমস্তক শায়েখ, মুফতী বা জ্বালাময়ী বক্তা। আপনি ছালাত আদায়ের শুরুতে জায়নামাযের দো'আ পড়ছেন। অতঃপর নিয়ত পাঠ করছেন। অতঃপর নাভির নীচে হাত বাঁধছেন। আপনি মুক্তাদী হ'লে কিছুই না পড়ে চুপচাপ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকছেন। অতঃপর টপাটপ রুকূ-সিজদা দিয়ে ৩/৪ মিনিটেই চার রাক'আত ছালাত শেষ করে দলবদ্ধভাবে মুনাজাত করে উঠে চলে গেলেন। এটা হ'ল পপুলার ছালাত। পিওর ছালাতের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা ছালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ *(বুখারী হা/৬৩১)*। সেখানে প্রচলিত ছালাতের কোন স্থান নেই। আপনি হয়ত সেটা জানেন। কিন্তু মানেন না। দোহাই দেন মাযহাবের। অথচ মাযহাবের ইমামের দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য হ'ল 'ছহীহ হাদীছই আমার মাযহাব' *(রাদ্দুল মুহতার ১/৬৭ পৃ.)*। ওদিকে আবার রাসূল (ছাঃ)-এর নামে মীলাদ-ক্বিয়াম ও জশনে জুলূস করে ভক্তির প্রদর্শনী করেন। একইভাবে ছিয়াম-ক্বিয়াম, ছাদাক্বাতুল ফিৎর, যাকাত-ওশর, হজ্জ-ওমরাহ-জানাযা, বিবাহ-তালাক সবক্ষেত্রে মাযহাবের প্রাচীর খাড়া করে মানুষকে ছহীহ হাদীছ থেকে ফিরিয়ে রেখেছেন। অন্যদিকে কথিত ইসলামী রাজনীতির দোহাই পেড়ে 'এটাও ঠিক ওটাও ঠিক' বলে ভোটারদের খুশী করেন। আবার মিথ্যা ফাযায়েলের লোভ দেখিয়ে সরল-সিধা মুমিনদের বিশুদ্ধ মাসায়েল ও স্বচ্ছ দ্বীন থেকে সরিয়ে নিচ্ছেন। কেউ মা'রেফতের ধোঁকা দিয়ে মানুষকে তাদের কাশফ ও কারামতের গোলাম বানাচ্ছেন। কেউ দ্বীনের নামে বোমাবাজি করে সারা বিশ্বে ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। অথচ এসবের সাথে পিওর ইসলামের কোনই সম্পর্ক নেই।

হ্যাঁ ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী ছালাত আদায়ের জন্য তৈরী জামে মসজিদ এ বছরের রামাযানের প্রথম জুম'আতেই ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া হ'ল (জীবন নগর, চুয়াডাঙ্গা)। জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের লোকেরা এসে বিচার করলেন, তোমরা যার যার ঘরে ছালাত আদায় কর। মসজিদে আসতে হ'লে সবাই যা করে, তোমাদের তাই করতে হবে'। আহলেহাদীছের নামে রেজিষ্ট্রি করা জামে মসজিদ হঠাৎ করে একদিন কবরপূজারীরা এসে দিনে-দুপুরে দখল করে নিল ও তাদের লাল নিশান উড়িয়ে দিল। মুছল্লীদের পিটিয়ে রক্তাক্ত করল ও তাদের বাড়ী-ঘর ভেঙ্গে দিল। প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিরা নীরব। বরং উল্টা ধমক, কেন তোমরা সবার মত চলো না? (মাদারগঞ্জ, জামালপুর)। এ যে মূসার কওম বনু ইস্রাঈলদের উপর ফেরাঊনী যুলুমের নমুনা *(ইউনুস ৮৭; নবীদের কাহিনী ২/৫২)*। জী এটা হ'ল যুগে যুগে পপুলারদের ক্ষমতার দম্ভ। কিন্তু এটাই কি শেষকথা? না। চিরকাল সত্যেরই জয় হয়ে থাকে। মিথ্যার গরম জিলাপী কিছুক্ষণ পরেই নরম হয়ে টক হয়ে যায় ও পরিত্যক্ত হয়। চিরকাল কিছু ঝগড়াটে মানুষ সাধারণ মানুষকে দ্বীন থেকে বিচ্যুত করেছে। আল্লাহ নিজ মেহেরবানীতে ঈমানদারগণকে হক-এর পথে পরিচালিত করেছেন *(বাক্বারাহ ২১৩)*। মুসলিম উম্মাহ্র হকপন্থী সেই দলটিই হ'ল যারা প্রকৃত অর্থে 'আহলুল হাদীছ' *(তিরমিযী হা/২১৯২)*।

এবারে দেখুন বিপরীত চিত্র। একই পরিবারের ছেলে-ভাতিজারা ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী ১২ তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায় করবে। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন অনূদিত তিরমিযী শরীফ থেকে তারা প্রমাণ উপস্থাপন করল। সমাজের মুরব্বী-মাতব্বররা বৈঠকে বসলেন। তারা বাপ-দাদার দোহাই দিলেন। ছেলেরা বলল, বাপ-দাদারা ভুল করেছেন বলে কি আমরাও ভুল করব? তারা না জেনে করেছেন। কিন্তু এখন আমরা ছহীহ হাদীছ জেনেও কিভাবে তা এড়িয়ে যাব? মুফতীরা মাযহাবের দোহাই দিলেন। কিন্তু ছেলেরা হাদীছের বিরুদ্ধে মুফতীদের পাত্তা দিল না। অবশেষে মুরব্বীরা হার মানলেন। সিদ্ধান্ত হ'ল এখন থেকে আমাদের ঈদগাহে ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী ১২ তাকবীরে ঈদের ছালাত হবে এবং পরদিনই সেটা কার্যকর হ'ল (মীরপুর, কুষ্টিয়া)। কিছু সংখ্যক যুবকের সাহসিকতা ও ঈমানী দৃঢ়তার কাছে যুগ যুগ ধরে চলে আসা মাযহাবী প্রাচীর ভেঙ্গে খানখান হয়ে গেল। এটাই হ'ল সত্যের বিজয়। যার আলো একবার জ্বলে উঠলে মিথ্যার অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায়। কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হ'ল অভ্রান্ত সত্যের উৎস। এর সামনে মিথ্যার গাঢ় অন্ধকার কতক্ষণ টিকবে? কেবল প্রয়োজন সত্যসেবীদের ঐক্যবদ্ধ সংগঠন। আল্লাহ তাদেরকেই ভালবাসেন, যারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায়' *(ছফ ৪)*। আর জামা'আতবদ্ধ জীবনের উপর আল্লাহ্র হাত থাকে' *(তিরমিযী হা/২১৬৬)*।

হাদীছপন্থীদের জামা'আতকে ধ্বংস করার জন্য যুগে যুগে বাতিলপন্থীরা অপচেষ্টা চালিয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার অহংকারে বুঁদ হয়ে পপুলাররা পিওর ইসলামকে মিটিয়ে দিতে চেয়েছে। প্রশাসন যেহেতু সর্বদা পপুলারদের পক্ষে থাকে, সেহেতু পিওর ইসলামের অনুসারীদের সর্বদা আল্লাহ্র উপর ভরসা করে জানবাজি রেখে ঐক্যবদ্ধ ও দৃঢ়চিত্ত থাকতে হয়। কোন অবস্থাতেই পপুলার হওয়ার শয়তানী ফাঁদে পা দিয়ে বিভক্ত হওয়া যাবে না। আল্লাহ্র গায়েবী মদদে পিওর ইসলাম বিজয়ী হবেই। পপুলার এ জাহেলী সমাজ পরিবর্তিত হবেই। দূরদর্শী নেতৃত্ব, আনুগত্যশীল কর্মী বাহিনী এবং সংস্কারধর্মী দাওয়াত ও পরিচর্যার মাধ্যমে সমাজকে সত্যমুখী করতে হবে। এভাবে সমাজ পরিবর্তন হ'লে সবই পরিবর্তন হবে। দেশে আল্লাহ্র রহমত নেমে আসবে ইনশাআল্লাহ।

মনে রাখা আবশ্যক যে, নবী-রাসূলগণকে আল্লাহ তরবারি দিয়ে পাঠাননি। বরং তাঁরা সত্য নিয়ে এসেছিলেন। সেই মহাসত্যের নিরন্তর দাওয়াত ও পরিচর্যার মাধ্যমে তাঁরা প্রকৃত মুমিন তৈরী করেছেন। মানুষ তাদের মধ্যে নিঃস্বার্থ মানবতা দেখতে পেয়েছে ও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। অতঃপর বাধা এলে এইসব মুমিনরাই তা প্রতিহত করেছেন। কেউ শহীদ হয়েছেন, গাযী হয়েছেন। কেউ নির্যাতিত হয়েছেন ও হিজরত করেছেন। এটাকে তারা আল্লাহ্র পরীক্ষা হিসাবে বরণ করেছেন। কিন্তু প্রচলিত পপুলার নীতির সঙ্গে তারা আপোষ করেননি। এর ফলেই সমাজে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। নবীদের অনেকের জীবদ্দশায় যেটা সম্ভব হয়নি, মৃত্যুর পরে তাঁদের রেখে যাওয়া শান্তিময় আদর্শ বিশ্বব্যাপী গৃহীত হয়েছে। অতএব পিওরের অনুসারীরা রাষ্ট্র ক্ষমতায় যান বা না যান, পপুলাররা সর্বদা তাদের প্রতি দুর্বল ও নমনীয় থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। এমনকি আল্লাহ চাইলে পপুলারদের হাত দিয়েই ইসলামের কল্যাণ করিয়ে নিতে পারেন। যেমনটি রাসূল (ছাঃ) বলেছেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ফাসেক-ফাজেরদের মাধ্যমে এই দ্বীনকে সাহায্য করবেন' *(বুখারী হা/৩০৬২)*। অতএব আমাদের দায়িত্ব নিজেরা সাধ্যমত পিওর হওয়া ও পিওরকে সাহায্য করা এবং সমাজকে উক্ত লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ করা। কেননা সংগঠনই শক্তি। তাতে সর্বত্র দ্রুত পরিবর্তন আসবে এবং আল্লাহ্র গায়েবী মদদ নেমে আসবে। এভাবে পিওর ও পিওরের অনুসারীরা দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বদা বিজয়ী থাকবে ইনশাআল্লাহ। *(স.স.)*।

Contents

মূল্যবোধের অবক্ষয় ও আমাদের করণীয়

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

দেহ ও আত্মার সমন্বিত চাহিদার নিয়ন্ত্রিত স্ফুরণকে মূল্যবোধ (Value) বলা হয়। মানুষ ও জীব জগতের কল্যাণ সাধনের মধ্যেই তা প্রতিফলিত হয়। এই কল্যাণ সাধনের মাত্রার উপর মূল্যবোধের মাত্রা নির্ভর করে। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য' *(ছহীহাহ হা/৪৫)*। যে কাজে জীব জগতের কল্যাণ নেই, তা মূল্যবোধের বিরোধী এবং তা অগ্রাহ্য। মানুষের মূল্যবোধের সুষ্ঠু বিকাশ ও সমাজের যথার্থ অগ্রগতির জন্যই ধর্মের সৃষ্টি। যা ধারণ করে মানুষ বেঁচে থাকে। সেকারণ পৃথিবীতে আদমকে প্রেরণের সাথে সাথে আল্লাহ তাঁর হেদায়াত প্রেরণ করেন *(বাক্বারাহ ২/৩৮)*। যেটাই হ'ল প্রকৃত ধর্ম। যা নিখুঁৎ। কিন্তু পরে মানুষ হঠকারিতা করে এ থেকে দূরে সরে যায় *(বাক্বারাহ ২/২১৩)* এবং নিজেরা ধর্মের নাম দিয়ে বহু রীতি-নীতি তৈরী করে। যেখানে থাকে স্বেচ্ছাচারিতার নানা সুযোগ। সেকারণ মন্দপ্রবণ মানসিকতা সেটিকে লুফে নিতে আগ্রহী হয়। কিন্তু আল্লাহপ্রেরিত ধর্মে স্বেচ্ছাচারিতার কোন সুযোগ থাকে না। ফলে মানুষ সেটাকে প্রশংসা করলেও তাকে গ্রহণে অনাগ্রহী হয়। বরং আতংকিত হয় একারণে যে, এখানে অন্যায়ের কোন সুযোগ পাওয়া যায় না। অথচ যে সমাজে মূল্যবোধ যত বেশী নিরাপদ হবে, সে সমাজে তত বেশী শান্তি ও সুখ নিশ্চিত হবে। এমন অবস্থা হবে যে, কেউ কারু প্রতি অন্যায় হস্তক্ষেপ করবে না। কেউ কারু জান-মাল ও ইযযতের কোন ক্ষতি করবে না। বরং প্রত্যেকে হবে প্রত্যেকের জন্য রক্ষাকবচ। কারু অসাক্ষাতেও কেউ কারু অমঙ্গল চিন্তা করবে না। বরং তার কল্যাণের জন্য দো'আ করবে। যা ফেরেশতাগণ লিখে নিবেন ও ক্বিয়ামতের দিন তাকে উত্তম পুরস্কার দিবেন।[১]

অতএব যে মতবাদ মানুষের জৈববৃত্তিকে জীবন থেকে ছেঁটে ফেলতে চায় এবং কেবল আত্মিক উন্নতিকে অগ্রাধিকার দেয়, সেটি যেমন অগ্রাহ্য; তেমনি যে মতবাদ কেবল জৈববৃত্তিকেই অগ্রাধিকার দেয় এবং আত্মিক উন্নতিকে অস্বীকার করে, সে মতবাদ তেমনি অগ্রাহ্য। উভয়ের পূর্ণতার মধ্যেই প্রকৃত সুখ ও শান্তি নিহিত। ইসলাম সে পথেই মানুষকে আহ্বান করে। বস্তুবাদী ও জঙ্গীবাদীরা ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে তাদের ভ্রান্ত মতবাদের প্রসার ঘটাতে চায়। অন্যদিকে অধ্যাত্মবাদীরা জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতে চায়। অথচ প্রতিটিই ব্যর্থ। মানুষের হৃদয়ে টিকে থাকে কেবল সেটাই, যেটা মানুষের আত্মিক ও জৈবিক উভয় চাহিদার সমন্বয় ঘটায় এবং যেটি আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে প্রেরিত। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ রূপে যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত মানুষকে শান্তির পথ দেখাবে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সে পথেই মানুষকে আহ্বান জানায় ও সেপথেই কর্মীদের পরিচালনা করে।

জৈবিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের অতি মূল্যায়নের জন্যই আজকের সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় ঘটেছে। অথচ মানবতার শুরু হয় অন্যের প্রয়োজন মিটানোর প্রতি মনোনিবেশ করার পর থেকেই। মানব জীবন থেকে মূল্যবোধ বিযুক্ত হ'লে মনুষ্য নামের উপযোগী কোন বৈশিষ্ট্যই আর বাকী থাকে না।

মানুষের মূল্যবোধকে অক্ষুণ্ন ও উন্নত করার জন্য এযাবৎ মনুষ্যকল্পিত যত পথ-পন্থা বের হয়েছে এবং কথিত ধর্মসমূহে যেসব নীতি ও বিধান প্রণীত হয়েছে, সে সবের ঊর্ধ্বে আল্লাহ প্রেরিত বিধানই সর্বোত্তম ও চূড়ান্ত। মানুষের জন্য ইসলামই হ'ল আল্লাহ্র মনোনীত একমাত্র ধর্ম *(আলে ইমরান ৩/১৯)*। এর বাইরে অন্যত্র কোন বিধান তালাশ করলে তা আল্লাহ্র নিকট কবুল হবে না এবং চূড়ান্ত বিচারে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*।

কিভাবে মাটিতে চলতে হবে, সাগরে ডুব দিতে হবে, আকাশে উড়তে হবে, মহাশূন্যে পাড়ি দিতে হবে, তা আবিষ্কার করতে মানুষ সক্ষম। কিন্তু কিভাবে সে সুখী হবে, কিভাবে তার মূল্যবোধ কার্যকর হবে, তার পথ-পন্থা আবিষ্কারে সে অক্ষম। এ কারণেই মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ মানুষের হাতেই প্রতিনিয়ত পর্যুদস্ত হয়। বর্তমান সভ্যতার অদ্ভূত গোঁজামিল এই যে, বিশ্বশান্তির নামে বিশ্বধ্বংসের খাতে বিশ্বের অধিকাংশ মেধা ব্যয় হচ্ছে। রাষ্ট্রনেতারা মারণাস্ত্র তৈরীতে যতখানি আগ্রহী, জীবনের মূল্য নির্ধারণে ও মানুষের মূল্যবোধের উন্নয়নে ততখানি আগ্রহী নন।

ধনী রাষ্ট্রগুলি যদি 'মানুষ হত্যা খাতে'র বরাদ্দ বাতিল করে 'মানুষ রক্ষা' খাতে সেগুলি ব্যয় করত, তাহ'লে এই সবুজ পৃথিবীটা শান্তি ও সুখের আবাসস্থলে পরিণত হ'ত। বস্তুতঃ যে চিন্তার মধ্যে মানবতার কল্যাণ নেই, সে চিন্তা মূল্যহীন। যে মেধা মানুষের মূল্যবোধ রক্ষায় অবদান রাখে না, সে মেধা ফলবলহীন। সাথে সাথে জ্ঞানের প্রজ্ঞাহীন ব্যবহার ও নৈতিক মূল্যবোধহীন প্রয়োগ বিশ্ব সভ্যতায় মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। বর্তমানে আমরা সেই ধ্বংসের কিনারে দাঁড়িয়ে আছি। কেননা বিশ্বের সেরা মারণাস্ত্র সমূহের সবচেয়ে বড় ডিপোগুলির বোতাম বর্তমানে এমন কিছু নেতার মুঠোর মধ্যে এসে গেছে, যাদের নৈতিক মূল্যবোধ বলতে গেলে শূন্যের কোঠায়। তারা খেলাচ্ছলেও যদি ঐ বোতাম টিপে দেন, তাহ'লে যেকোন সময় মহাশূন্যে ঝুলন্ত আনুমানিক ৬৬০০ বিলিয়ন টন ওযনের পৃথিবী নামক এই গ্রহটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হ'তে পারে।

মূল্যবোধ একটা অদৃশ্য অনুভূতির নাম। যা দেখা যায় না, কিন্তু বুঝা যায়। যা পরিমাপ করা যায় তার কর্মে ও আচরণে। বিশ্বাসের জগতে পরিবর্তন এলেই কেবল মূল্যবোধে পরিবর্তন আসে। যেখানে বিজ্ঞানীদের কোন হাত নেই। কারণ তারা বস্তু নিয়ে কাজ করেন এবং সম্পূর্ণ অনুমান ও অনুমিতির মাধ্যমে অন্ধকারে পথ হাতড়িয়ে থাকেন।

১. মুসলিম হা/২৭৩৩; মিশকাত হা/২২২৮ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়।

অন্যদিকে দার্শনিকরা আরও বেশী কল্পনাচারী। সেখানে কোন সত্য নেই, কেবলই ধারণা ছাড়া। মানুষের দেহ-মন উভয়ের যিনি স্রষ্টা। কেবল তিনিই ভাল জানেন মানুষের মানবীয় মূল্যবোধ কিসে অক্ষুণ্ন থাকবে ও কিসে তা ক্রমোন্নতি লাভ করবে।

জাহেলী আরবের প্রচলিত মূল্যবোধ সকল যুগের নষ্ট মূল্যবোধ সমূহের প্রতিনিধিত্ব করে। যা অগ্নিকুণ্ডের কিনারে পৌঁছে গিয়েছিল *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*। যা পরিবর্তনের জন্য ছাহাবী বেষ্টিত ভরা মজলিসে জিব্রীলকে মনুষ্যবেশে পাঠিয়ে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আল্লাহ যে শিক্ষা দান করেছিলেন, সেটাকেই আমরা পতিত মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবনের ভিত্তি রূপে গ্রহণ করতে পারি। যে মূল্যবোধকে ধারণ করে পরবর্তীতে মুসলমানরা বিশ্ব নেতৃত্বের আসন অলংকৃত করেছিল। সেগুলি ছিল মোট ছয়টি : আল্লাহ্র উপরে বিশ্বাস, ফেরেশতাগণের উপর বিশ্বাস, আল্লাহ্র কিতাব সমূহের উপর বিশ্বাস, তাঁর রাসূলগণের উপর বিশ্বাস, বিচার দিবসের উপর বিশ্বাস এবং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস *(মুসলিম হা/৮)*। যেগুলিকে এক কথায় 'ঈমান' বলা হয়। যাদের মধ্যে এই ঈমান বা বিশ্বাস যত স্বচ্ছ ও দৃঢ়, তাদের কর্ম ও আচরণ তত সুন্দর ও স্থিত। তাদের নৈতিক মূল্যবোধ থাকে তত উন্নত। যা প্রমাণিত হয়েছে পরবর্তীতে মুসলমানদের জীবনে বিভিন্ন কর্মে ও আচরণে।

উল্লেখ্য যে, ছয়টি বিশ্বাসই আমাদের জন্য অদৃশ্য। আর অদৃশ্যে বিশ্বাসকেই ঈমান বলা হয়। দৃশ্যমান বস্তুর উপর বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই। কেননা সেটি সামনে দেখা যায়। দাদা-দাদী ও নানা-নানীকে দেখিনি। তাই বিশ্বাস করতে হয়। তাদের অস্বীকার করলে বাপ-মার অস্তিত্ব থাকবে না। অমনিভাবে আল্লাহকে দেখিনা। তাঁর সৃষ্টিকে দেখি। তাই তাঁকে বিশ্বাস করতে হয়। নইলে আমাদের অস্তিত্ব মিথ্যা হয়ে যাবে। বুকের মধ্যে আত্মা আছে। অথচ দেখিনা। কিন্তু তাকে অস্বীকার করলে আমাদের জীবনই মিথ্যা হয়ে যাবে। এটাই হ'ল ঈমান। শয়নে-জাগরণে সর্বাবস্থায় আমি আল্লাহ্র সামনে আছি। এ বিশ্বাস সৃষ্টি হ'লেই মূল্যবোধ জাগ্রত হবে ও উন্নত হবে। নইলে সত্যিকার মূল্যবোধ বলে কিছুই থাকবে না। যা থাকবে, তা কেবল লোক দেখানো।

আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসকে বলা হয় 'ঈমান' এবং সে অনুযায়ী বাহ্যিক আচরণকে বলা হয় 'ইসলাম'। উভয়ের সমন্বিত প্রকাশকে বলা হয় 'ইহসান' বা 'মূল্যবোধ'। পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। একই সাথে কর্মজগতেও তারতম্য ঘটে। সেকারণ ঈমানের সংজ্ঞা হ'ল, اَلتَّصْدِيْقُ بِالْجَنَانِ وَالْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالْعَمَلُ بِالْأَرْكَانِ يَزِيْدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ، اَلْإِيْمَانُ هُوَ اَلْاَصْلُ وَالْعَمَلُ هُوَ الْفَرْعُ– 'হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম, যা আনুগত্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও গোনাহে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। বিশ্বাস হ'ল মূল এবং কর্ম হ'ল শাখা'। যা না থাকলে পূর্ণ মুমিন বা ইনসানে কামেল হওয়া যায় না। যে ব্যক্তি, পরিবার বা সমাজে ঈমানের অবস্থান যত উচ্চে, সে সমাজে মানবিক মূল্যবোধের অবস্থান তত উচ্চে।

খারেজীগণ বিশ্বাস, স্বীকৃতি ও কর্ম তিনটিকেই ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করেন। ফলে তাদের মতে কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী এবং তাদের রক্ত হালাল'। যুগে যুগে অধিকাংশ চরমপন্থী ভ্রান্ত মুসলমান এই মতের অনুসারী। পক্ষান্তরে মুরজিয়াগণ কেবল বিশ্বাস অথবা স্বীকৃতিকে ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করেন। যার কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। তাদের মতে আমল ঈমানের অংশ নয়। ফলে তাদের নিকট কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন। আবুবকর (রাঃ)-এর ঈমান ও অন্যদের ঈমান সমান'। আমলের ব্যাপারে উদাসীন সকল যুগের শৈথিল্যবাদী ভ্রান্ত মুসলমানরা এই মতের অনুসারী।

খারেজী ও মুরজিয়া দুই চরমপন্থী ও শৈথিল্যবাদী মতবাদের মধ্যবর্তী হ'ল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলেহাদীছের ঈমান। যাদের নিকট বিশ্বাস ও স্বীকৃতি হ'ল মূল এবং কর্ম হ'ল শাখা। অতএব কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি তাদের নিকট কাফের নয় কিংবা পূর্ণ মুমিন নয়, বরং ফাসেক। সে তওবা না করে মারা গেলেও চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়। বস্তুতঃ এটাই হ'ল কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুকূলে।

এই বিশ্বাসগত পার্থক্যের কারণেই খারেজীপন্থী লোকেরা তাদের দৃষ্টিতে কবীরা গোনাহগার মুসলমানকে 'কাফের' মনে করে এবং তাদের রক্ত হালাল গণ্য করে। বর্তমানে ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের উত্থানের মূল উৎস এখানেই। স্বার্থবাদী লোকেরা জান্নাতের স্বপ্ন দেখিয়ে এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকেই উস্কে দিচ্ছে। যা ইসলামের বিশুদ্ধ আক্বীদার পরিপন্থী। প্রায় সব দেশেই শৈথিল্যবাদী মুসলমানের সংখ্যা বেশী। চরমপন্থীরা এই সুযোগটা গ্রহণ করে এবং মানুষকে নিজেদের দলে ভিড়ায়। আমরা শৈথিল্যবাদী ও চরমপন্থী সকলকে ইসলামের চিরন্তন মধ্যপন্থী আক্বীদায় ফিরে আসার আহ্বান জানাই।

ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধির সবচেয়ে বড় দলীল হিসাবে আমরা নিম্নের আয়াতটিকে গ্রহণ করতে পারি। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ– الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ– أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ– 'মুমিন কেবল তারাই, যখন তাদের নিকট আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তর সমূহ ভয়ে কেঁপে ওঠে। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে'। 'যারা ছালাত কায়েম করে এবং তাদেরকে আমরা যে জীবিকা দান করেছি, তা থেকে খরচ করে'। 'এরাই হ'ল সত্যিকারের মুমিন। এদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে উচ্চ

Contents

মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রূযী' *(আনফাল ৮/২-৪)*।

অত্র আয়াতে হৃদয়ে বিশ্বাস ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বয়ে পূর্ণ ঈমানের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। প্রখ্যাত তাবেঈ হাসান বাছরী (২১-১১০ হি.)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, أَمُؤْمِنٌ أَنْتَ؟ 'আপনি কি মুমিন? তিনি বললেন, الْإِيْمَانُ إِيْمَانَانِ 'ঈমান দু'ভাগে বিভক্ত'। এক্ষণে যদি তুমি আমাকে ঈমানের ছয়টি স্তম্ভ সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর, তাহ'লে আমি বলব যে, فَأَنَا مُؤْمِنٌ 'আমি একজন মুমিন'। আর যদি তুমি আমাকে সূরা আনফাল ২-৪ আয়াতে বর্ণিত প্রকৃত মুমিন সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর, فَوَاللهِ مَا أَدْرِي أَنَا مِنْهُمْ أَمْ لاَ 'তাহ'লে আল্লাহ্র কসম! আমি জানি না, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত কি না' *(কাশশাফ; কুরতুবী)*। অতএব যে সমাজে ঈমানী পরিবেশ যত উন্নত, সে সমাজে মূল্যবোধ ও সমৃদ্ধি তত উন্নত। সুতরাং সংশ্লিষ্ট সকলের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হ'ল পরিবারে ও সমাজে ঈমানী পরিবেশ সমুন্নত রাখা এবং সর্বদা ঈমান বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট থাকা। নিম্নে ঈমান বৃদ্ধির প্রধান উপায় সমূহ বর্ণিত হ'ল।-

১. আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী সহ তাঁকে চেনা :

আল্লাহকে চেনার অর্থ আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান রাখা। আল্লাহকে চোখে দেখা যায় না। তাঁর নিদর্শন সমূহ দেখে তাঁকে চিনতে হয়। যেমন ধোঁয়া দেখে আগুনকে জানতে হয়। প্রত্যেক সৃষ্টিই তার সৃষ্টিকর্তার নিদর্শন। যে বিষয়ে চিন্তা করলে মানুষ তার সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে পারে। আল্লাহ বলেন, وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ– وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ؟ 'আর দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে নিদর্শন সমূহ' 'এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। অথচ তোমরা কি তা অনুধাবন করবে না?' *(যারিয়াত ৫১/২০-২১)*। তিনি আরও বলেন, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ– قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ– 'আর সে আমাদের সম্পর্কে নানাবিধ উপমা দেয়। অথচ সে নিজের সৃষ্টি বিষয়ে ভুলে যায়। সে বলে, কে হাড্ডিগুলিকে জীবিত করবে যখন তা পচে-গলে যাবে?' 'তুমি বলে দাও, ওগুলিকে তিনিই জীবিত করবেন, যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন। আর তিনি প্রত্যেক সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবহিত' *(ইয়াসীন ৩৬/৭৮-৭৯)*। তিনি উদাসীন বান্দাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ– وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ– 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে বহু নিদর্শন রয়েছে। তারা এসবের উপর দিয়ে অতিক্রম করে। অথচ সেগুলি হ'তে তারা উদাসীন থাকে'। 'তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে। অথচ সেই সাথে শিরক করে' *(ইউসুফ ১২/১০৫-১০৬)*। অতএব আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহ সম্পর্কে বান্দা যত বেশী গবেষণা করবে এবং এ বিষয়ে ছহীহ হাদীছ সমূহে যা বর্ণিত হয়েছে, তার উপর যত বেশী নির্ভরশীল হবে, তার আক্বীদা তত বেশী মযবূত হবে এবং সে তত বেশী আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভে সক্ষম হবে। সেই সাথে তার মূল্যবোধ সমুন্নত হবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعُونَ اسْمًا، مِائَةٌ إِلاَّ وَاحِدًا، لاَ يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَهُوَ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ 'নিশ্চয় আল্লাহ্র ৯৯টি নাম রয়েছে। একশ' থেকে একটি কম। যে ব্যক্তি সেগুলি গণনা করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তিনি বেজোড়। তিনি বেজোড় পসন্দ করেন'।[২] এর অর্থ হ'ল যে ব্যক্তি ঐ নামগুলো মুখস্ত করবে পূর্ণ ঈমান ও আনুগত্যের সাথে এবং আল্লাহ্র উপর অটুট নির্ভরতার সাথে। উছায়লী বলেন, لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْإِحْصَاءِ عَدَّهَا فَقَطْ لِأَنَّهُ قَدْ يَعُدُّهَا الْفَاجِرُ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ الْعَمَلُ بِهَا 'এর অর্থ কেবল গণনা করা নয়। কেননা অনেক সময় ফাসেক্ব-ফাজের লোকেরাও এগুলি গণনা করে থাকে। বরং এর অর্থ হ'ল ঐসব গুণাবলীর উপর আমল করা' *(ফাৎহুল বারী)*।

আব্দুর রহমান আস-সা'দী বলেন,

من حفظها وفهم معانيها، واعتقدها، وتعبد لله بما دخل الجنة. والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوته وثباته، ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان، والإيمان يرجع إليها...

'এর অর্থ যে ব্যক্তি এগুলি মুখস্ত করবে, এর মর্ম সমূহ উপলব্ধি করবে, সেমতে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সে অনুযায়ী আল্লাহ্র দাসত্ব করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর জান্নাতে প্রবেশ করবে না মুমিন ব্যতীত। অতএব জানা গেল যে, এগুলি হ'ল ঈমান হাছিলের ও তার শক্তি বৃদ্ধির এবং তার দৃঢ়তা লাভের শ্রেষ্ঠ উৎস ধারা। আল্লাহ্র সুন্দর নাম সমূহ হ'ল ঈমানের মূল। আর ঈমান সেদিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়। উক্ত মা'রেফাত তাওহীদের তিনটি প্রকারকে শামিল করে : তাওহীদে রুবূবিয়াত, তাওহীদে ইবাদত ও তাওহীদে আসমা ও ছিফাত (প্রতিপালনে একত্ব, উপাসনায় একত্ব এবং নাম ও গুণাবলীর একত্ব)। এ তিনটিই হ'ল তাওহীদের রূহ ও তার সুবাতাস। তার মূল ও উদ্দেশ্য। যখনই বান্দার মধ্যে আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর মা'রেফাত বৃদ্ধি পাবে, তখনই তার ঈমান বৃদ্ধি পাবে ও তার বিশ্বাস দৃঢ়তর হবে। অতএব মুমিনের উচিৎ হবে তার ক্ষমতা অনুযায়ী আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর মর্ম উপলব্ধি করা।

২. বুখারী হা/৬৪১০, ৭৩৯২; মুসলিম হা/২৬৭৭; মিশকাত হা/২২৮৭।

কেননা এই মা'রেফাত তাকে আল্লাহ্র গুণশূন্য হওয়ার ও অন্যের সাথে তুলনীয় হওয়ার মত ভ্রান্ত বিশ্বাসের রোগ থেকে নিরাপদ রাখবে। যে দুই রোগে বহু বিদ'আতী পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছে। যা রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক আনীত সত্যের বিরোধী। বরং প্রকৃত মা'রেফাত সেটাই, যা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রাপ্ত এবং যা বর্ণিত হয়েছে ছাহাবী ও তাবেঈগণ থেকে। আর এই উপকারী মা'রেফাত তার অধিকারী ব্যক্তির ঈমান বৃদ্ধিতে ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা আনয়নে এবং শত বাধায় প্রশান্তি লাভে সহায়ক হবে'।[৩] অতএব যে ব্যক্তি এই মা'রেফাত অনুযায়ী আল্লাহকে চিনবে, সে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ঈমানের অধিকারী হবে ও তাদের মধ্যে আল্লাহ্র আনুগত্যে ও দাসত্বে সর্বাধিক দৃঢ় হবে এবং তাঁর ভয়ে ও তাঁর বিষয়ে সতর্কতার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ হবে।

উদাহরণ স্বরূপ, বান্দা যখন তার জীবনের সকল ভাল-মন্দ এবং হায়াত-মউত, রিযিক, রোগ ও আরোগ্য সবকিছুর মালিক হিসাবে স্রেফ আল্লাহকে জানবে, তখন সে অন্তর থেকে আল্লাহ্র উপর পূর্ণ ভরসাকারী হবে এবং তার সকল কর্মে তার নিদর্শন স্পষ্ট হবে। সে কখনোই উল্লাসে ফেটে পড়বে না বা হতাশায় ভেঙ্গে পড়বে না। বরং ভিতরে-বাইরে আল্লাহ্র উপর পরিপূর্ণ ভরসাকারী হবে ও সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র প্রশংসাকারী হবে।

যখন বান্দা জানবে যে, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, সকল ক্ষমতার মালিক, গুণগ্রাহী, সহনশীল ও প্রশস্ত ক্ষমার অধিকারী, তিনি করুণাময় ও কৃপানিধান; তখন সে আর কারু মুখাপেক্ষী হবে না। কোন শক্তিমানের প্রতি দুর্বল হবে না। পাপ করেও আল্লাহ্র ক্ষমা থেকে নিরাশ হবে না। যেকোন বৈধ প্রার্থনায় সে আল্লাহ্র নিকট দৃঢ় আশাবাদী হবে। সে কেবল আল্লাহ্র কাছেই চাইবে ও তাঁকেই ভয় করবে। তার মস্তক সর্বদা উন্নত থাকবে। কারু নিকট সে মাথা নত করবে না।

বান্দা যখন জানবে যে, আল্লাহ সবচেয়ে সুন্দর। সে সুন্দরের কোন তুলনা নেই। তখন তাঁকে দেখার জন্য ও তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য সে পাগলপারা হয়ে উঠবে। পৃথিবীর কোন সৌন্দর্য তাকে আকৃষ্ট করতে পারবে না। কোন বিলাসিতা তাকে স্পর্শ করবে না। কোন সুখ-সম্ভোগ তাকে আল্লাহ্র মহব্বত থেকে ফিরাতে পারবে না।

এভাবে আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর দিকেই বান্দার দাসত্ব বা উবূদিয়াতের সবকিছু প্রত্যাবর্তিত হবে এবং এর মধ্যেই তার দাসত্বের পূর্ণরূপ বিকশিত হবে। বস্তুতঃ এটাই হ'ল আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর প্রকৃত অনুধাবন বা মা'রেফাত।

ভ্রান্ত ফিরক্বা সমূহের অনুসারীরা আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর কাল্পনিক অর্থ করেছেন ও বিকৃত ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের মতে আল্লাহ নিরাকার ও গুণহীন সত্তা। তারা 'আল্লাহ্র হাত' অর্থ করেন তাঁর কুদরত ও নে'মত, 'চেহারা' অর্থ করেন তাঁর সত্তা বা ছওয়াব ইত্যাদি। অথচ সঠিক আক্বীদা এই যে, আল্লাহ অবশ্যই আকার ও গুণযুক্ত সত্তা। তবে তা কারু সাথে তুলনীয় নয়। তিনি শোনেন ও দেখেন। কিন্তু সেটা কিভাবে, তা জানা যাবে না। কেননা তাঁর সত্তা ও গুণাবলী বান্দার সত্তা ও গুণাবলীর সাথে তুলনীয় নয়। ভিডিও ক্যামেরা মানুষের কথা ও ছবি ধারণ করে। তার নিজস্ব আকার ও চোখ-কান আছে। কিন্তু তা অন্যের সাথে তুলনীয় নয়। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে আল্লাহ্র হাত, আঙ্গুল, পায়ের নলা, চেহারা, চক্ষু, কথা বলা, আরশে অবস্থান, নিম্ন আকাশে অবতরণ, ক্বিয়ামতের দিন নিজ আকারে মুমিনদের দর্শন দান ইত্যাদি অনেক বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তার ধরন মানুষের অজানা। যেমন আল্লাহ বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 'তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন' *(শূরা ৪২/১১)*। আবার এসবের অর্থ আমরা জানিনা বলে তা বুঝার জন্য আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত করাও যাবে না। বরং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে বর্ণিত এসবের প্রকাশ্য অর্থের উপর বিশ্বাস করতে হবে। যেমনটি করেছেন ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীন কোনরূপ পরিবর্তন, শূন্যকরণ, প্রকৃতি নির্ধারণ, তুলনাকরণ বা আল্লাহ্র উপরে ন্যস্তকরণ (من غير تحريف وتعطيل وتكييف وتمثيل وتفويض) ছাড়াই।

ভ্রান্ত বিশ্বাসীরা আল্লাহকে স্বীকার করলেও তাঁর গুণাবলীর ভ্রান্ত ব্যাখ্যার কারণে তাঁর উপরে ভরসা করে নিশ্চিন্ত হয় না। ফলে তারা তাদের ধারণা মতে বিভিন্ন উপাস্যকে অসীলা হিসাবে গ্রহণ করে ও তাদের উপরেই ভরসা করে। তাদেরকে খুশী করার জন্য নযর-নেয়ায দেয় ও জীবনপাত করে। সেজন্যই তো দেখা যায়, মানুষ না খেয়ে মরে। অথচ কবরে নযর-নেয়াযের স্তূপ জমে। গরীবের ঘরে বাতি জ্বলে না। কিন্তু কবরের উপর বাতি জ্বলে। প্রচণ্ড গরমে হিট স্ট্রোকে মানুষ মরে। অথচ কবরের উপর ফ্যান ঘোরে ও সেখানে এসি চলে। এরাই হ'ল আধুনিক যুগের ধার্মিক মানুষ।

তারা তাদের পূজিত কবরের নাম দিয়েছে 'মাযার'। অর্থাৎ সাক্ষাতের স্থান। এই সাক্ষাৎ কার সঙ্গে? যদি তিনি কবরবাসী হন, তাহ'লে তিনি কি তাদের সাক্ষাৎ দিতে পারেন? তিনি কি সাক্ষাৎকারীদের কথা জানতে পারেন? বা তাদের কথা শুনতে পান? তিনি কি তাদের কোন ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখেন? অথচ আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى 'নিশ্চয়ই তুমি শুনাতে পারো না কোন মৃত ব্যক্তিকে' *(নমল ২৭/৮০)*। وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ 'আর তুমি শুনাতে পারো না কোন কবরবাসীকে' *(ফাত্বির ৩৫/২২)*।

অন্ধ ভক্তরা তাদের নাম দিয়েছে 'ছূফী'। তারা নিজেদেরকে বান্দা ও আল্লাহ্র মধ্যে মিলনের মাধ্যম মনে করেন। সেজন্য তারা বিভিন্ন তরীকা আবিষ্কার করেছেন। শরী'আতকে তারা

৩. আব্দুর রহমান বিন নাছের আস-সা'দী, আত-তাওযীহু ওয়াল বায়ান লে শাজারাতিল ঈমান ৭২ পৃ.।

নারিকেলের ছোবড়া মনে করেন। তরীকতকে নারিকেল এবং তার শাসকে হকীকত বলেন। আর এ বিষয়ে জানাকেই তারা মা'রেফাত বলেন। অথচ এ সবের জন্য আল্লাহ কোন প্রমাণ নাযিল করেননি।

তারা আল্লাহ্র যিক্রের নামে নানাবিধ শয়তানী ক্রিয়া-কাণ্ড করেন। কখনো তারা যিক্র করতে করতে বেহুঁশ হয়ে বাঁশের মাথায় উঠে মাটিতে লাফিয়ে পড়েন। কখনো মুখে ফেনা তুলে অজ্ঞান হয়ে হাত-পা ছোঁড়েন। আর ভাবেন তিনি 'ফানা ফিল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহ্র সত্তার মধ্যে বিলুপ্ত' হয়ে গেছেন। কেউ ভাবেন তিনি 'বাক্বা বিল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহ্র সত্তার মধ্যে স্থায়ী' হয়ে গেছেন। এ সময় পুরুষ মুরীদ ও নারী মুরীদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ থাকে না। পীরের আত্মার মধ্যে বিলীন হয়ে আল্লাহ্র পরমাত্মার মধ্যে বিলুপ্ত হওয়ার সাধনাকেই তারা সর্বোচ্চ ইবাদত বলে মনে করেন। আর এই বিলুপ্ত হ'তে পারাকেই তারা সর্বোচ্চ মা'রেফাত মনে করেন। অনেকে এটাকে রাসূল (ছাঃ)-এর মি'রাজের সঙ্গেও তুলনা করার ধৃষ্টতা দেখান। অনেক ছূফী নিজেকে সরাসরি আল্লাহ বলতেও কছূর করেননি। কেননা তাদের নিকটে 'যিকরের তাৎপর্য হ'ল, আল্লাহ্র সত্তার মধ্যে বিলীন হয়ে জ্যোতির্ময় হওয়া'। ফলে 'যিকরকারী স্বয়ং আল্লাহতে পরিণত হয়ে যায়'। তাদের ধারণা মতে, যিক্রকারীরা আল্লাহ্র আত্মার মধ্যে বা আল্লাহ তাদের আত্মার মধ্যে প্রবেশ করেন এবং উভয়ে এক আত্মায় পরিণত হন। একে তাদের পরিভাষায় 'হুলূল' ও 'ইত্তেহাদ' বলা হয়। যার মাধ্যমে বান্দার আত্মা ও আল্লাহ্র পরমাত্মা মিশে একাকার হয়ে যায়। এজন্য তারা তাদের কথিত অলীর মর্যাদা নবীর উপরে ধারণা করেন। আর এ কারণেই আবু ইয়াযীদ বিস্তামী ওরফে বায়েযীদ বুস্তামী (১৮৮-২৬১ হি./৮০৪-৮৭৫ খৃ.) বলেন, سُبْحَانِي مَا أَعْظَمَ شَأْنِى 'মহাপবিত্র আমি, কতই না বড় আমার মর্যাদা'। তাঁর দরজায় কেউ ধাক্কা দিলে তিনি বলতেন, لَيْسَ فِى الْبَيْتِ غَيْرُ اللهِ 'বাড়িতে কেউ নেই আল্লাহ ছাড়া'। আরেকজন ছূফী মনছূর হাল্লাজ (২৪৪-৩০৯ হি./৮৫৮-৯২২ খৃ.) বলতেন, أَنَا الْحَقُّ 'আমিই আল্লাহ'।[৪]

এইসব ভ্রান্ত আক্বীদার অনুসারীরা তাদের কথিত মাযারের সাথে বানিয়েছে মসজিদ। এর মাধ্যমে তারা নিজেদের ঈমান যাহির করে। অথচ সিজদা করে কবরে। সাহায্য চায় কবরে। মানত করে কবরে। প্রার্থনা করে কবরে। এমনকি মসজিদেও একপাশে 'আল্লাহ', অন্য পাশে 'মুহাম্মাদ' লেখে। কখনো আল্লাহ্র সাথে তাদের পূজিত পীরের নাম লেখে। যেমন খাজা বাবা, গরীব নেওয়ায, গওছুল আযম, বাবা ভাণ্ডারী প্রভৃতি। তাদের অনুসারীদের অনেকে এগুলি গাড়ীর মাথায় লেখে যাতে এক্সিডেন্ট না হয়। এগুলি লেখা শো-বক্স বাড়ীতে বা কর্মস্থলের দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখে যাতে বরকত হয়। যা বারবার জ্বলে ও নিভে। অনেকে হাতে হাল ধরা মুহাম্মাদের নৌকায় আল্লাহকে দাঁড় করিয়ে কাঠের ফ্রেম বানিয়ে বিক্রি করে এবং তা দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখে যাতে শয়তান প্রবেশ করতে না পারে। অথচ 'আল্লাহ' বা 'মুহাম্মাদ' কোন সাইনবোর্ড নন। বরং আল্লাহ হৃদয়ের বস্তু। যাঁকে বিশ্বাস করতে হয় একনিষ্ঠভাবে এবং তাঁর নিকট দো'আ করতে হয় বিনীতভাবে। তাঁর সাথে অন্য কাউকে ডাকা যায় না। লেখাটি মুছে গেলে বা ভেঙ্গে গেলে কি আল্লাহ মুছে যাবেন বা ভেঙ্গে যাবেন? একইভাবে 'মুহাম্মাদ' আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর বাণী বাহক। তিনি উম্মতের পথপ্রদর্শক। তাঁর আনুগত্য করতে হয়। অন্যদের ন্যায় তিনিও আল্লাহ্র রহমতের ভিখারী। সেকারণ ক্বিয়ামতের দিন 'মাক্বামে মাহমূদ' পাওয়ার জন্য তাঁর পক্ষে আল্লাহ্র নিকট প্রতি আযানের শেষে উম্মতকে দো'আ করার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়ে গেছেন।[৫] তিনি কখনোই আল্লাহ্র সমতুল্য নন। তিনি কারু জন্য পরকালীন মুক্তির অসীলা নন। ক্বিয়ামতের দিন তিনি এমনকি তাঁর প্রাণপ্রিয় কন্যা ফাতেমারও কোন উপকার করতে পারবেন না বলে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন।[৬] ফলে আল্লাহ্র সাথে অন্য কোনকিছুকে সমান গণ্য করা ও তাদের প্রতি সমানভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা পরিষ্কারভাবে 'শিরক'। যা ক্ষমার অযোগ্য পাপ।

মূর্তিপূজা, কবরপূজা, তারকাপূজা, পীরপূজা, স্থানপূজা, অগ্নিপূজা প্রভৃতি এইসব ভ্রান্ত আক্বীদা থেকে সৃষ্ট। এগুলি 'শিরক'। যার পাপ আল্লাহ কখনোই ক্ষমা করেন না *(নিসা ৪/৪৮, ১১৬)*। কারণ তারা আল্লাহ্র বড়ত্বের মহিমা থেকে ও তাঁর গুণাবলীর ঔজ্জ্বল্য থেকে বান্দার হৃদয়কে খালি করে দিয়েছেন এবং তদস্থলে তাদের কল্পিত অসীলা সমূহকে বড় করে দেখিয়েছেন। অথচ তাওহীদের সর্বোচ্চ স্থান ও আল্লাহ্র গুণাবলীর জ্যোতি সমূহ দ্বারা হৃদয়কে আলোকিত করা ব্যতীত কিভাবে সেটি ঈমান পদবাচ্য হ'তে পারে? ফলে মুশরিকদের সকল সৎকর্ম বরবাদ হবে' *(যুমার ৩৯/৬৫)*। সেগুলি সবই ক্বিয়ামতের দিন বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হবে *(ফুরক্বান ২৫/২৩)*। তাদের জন্য আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করেছেন' *(মায়েদাহ ৫/৭২)*। অতএব সকল প্রকার ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে ছাহাবায়ে কেরাম ও আহলেহাদীছের বিশুদ্ধ আক্বীদা ও বিশ্বাসকে সর্বান্তঃকরণে হৃদয়ে ধারণ করতে হবে। আর সেটাই হবে প্রকৃত মা'রেফাত বা আল্লাহকে চেনা। এর বাইরে গিয়ে প্রকৃত ঈমানদার হওয়ার কোন সুযোগ নেই। আর ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধিতেই মানবতার মূল্যবোধের হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করে। সেই সাথে নির্ভর করে সমাজের শান্তি ও স্থিতিশীলতার হ্রাস-বৃদ্ধি।

৪. আব্দুর রহমান দামেশক্বিইয়াহ, আন-নকশবন্দিইয়াহ (রিয়াদ, দার ত্বাইয়েবাহ, ৩য় সংস্করণ ১৪০৯ হি./১৯৮৮ খৃ.) ৭৫, ৭৭ পৃ.।

৫. বুখারী হা/৬১৪; মিশকাত হা/৬৫৯; রাবী জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ)।
৬. মুসলিম হা/২০৪; মিশকাত হা/৫৩৭৩।

শৈথিল্যবাদী মুরজিয়া ঈমানদারগণ মূল্যবোধের বিষয়ে কপট মুনাফিকদের ন্যায় উদাসীন। তারা ছালাত আদায় করে লোক দেখানো এবং উদাসীনভাবে *(মা'ঊন ১০৭/৫-৬)*। তারা ছাদাক্বা করলেও তা করে অনিচ্ছুকভাবে *(তওবা ৯/১০৩)*। তারা যা কিছু করে তার অধিকাংশ দুনিয়াবী স্বার্থ হাছিলের জন্য করে। ফলে মানবিক মূল্যবোধ তাদের কাছে হয় গৌণ ও স্বার্থদুষ্ট।

পক্ষান্তরে খারেজী ঈমানদারগণ মূল্যবোধের বিষয়ে চরমপন্থী হয়ে থাকে। তারা কবীরা গোনাহগারদের প্রতি হয় আগ্রাসী স্বভাবের। তারা এমনকি তাদের জান-মাল-ইযযত সবকিছুকে হালাল মনে করে। আর সেজন্যই রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে জাহান্নামের কুকুর বলেছেন।[৭]

এদের বিপরীতে আহলেহাদীছের ঈমান হয় সর্বদা মধ্যপন্থী। তারা শৈথিল্যবাদী বা চরমপন্থী নন। তারা সর্বাবস্থায় মানবিক মূল্যবোধকে অগ্রাধিকার দেন এবং মানুষের হেদায়াতের জন্য দো'আ করেন। তারা সর্বাবস্থায় সমাজ সংস্কারে অগ্রণী হন এবং সেজন্য সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালান।

২. দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা :

আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ 'বস্তুতঃ আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে' *(ফাত্বির ৩৫/২৮)*। কেননা তারাই আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। অতঃপর সেটিকে তারা নিজেদের প্রার্থনায় ও নিজেদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে ধারণ করেন। ফলে তারাই হন সর্বাধিক আল্লাহভীরু। যা তাদের হৃদয়ে ঈমানী শক্তির জাগরণ সৃষ্টি করে। নইলে যে জ্ঞান আল্লাহভীতি জাগ্রত করে না, সে জ্ঞান ধার করা। আমরা তার থেকে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাই। ইবনু রজব হাম্বলী (মৃ. ৭৯৫ হি.) বলেন, উপকারী ইল্ম দু'টি বস্তুর উপর ভিত্তিশীল। (১) আল্লাহকে চেনার উপর। তাঁর সুন্দর নাম ও গুণাবলী এবং অনন্য কার্যাবলীর মাধ্যমে। যা তার মধ্যে আল্লাহ্র বড়ত্ব, ভীতি, ভালবাসা ও আকাংখা সৃষ্টি করে। সেই সাথে সে তাঁর প্রতি ভরসা করে, তাঁর ফায়ছালায় সন্তুষ্ট থাকে এবং তাঁর পরীক্ষায় ধৈর্যধারণ করে। (২) আল্লাহ কোনটি ভালবাসেন ও কোনটি বাসেন না, সেই সকল বিশ্বাস এবং প্রকাশ্য ও গোপন কথা ও কর্ম সমূহ জানার উপর। যার ফলে সে ঐসকল কাজ দ্রুত করাকে অপরিহার্য মনে করে'।[৮]

এরাই হ'লেন প্রকৃত জ্ঞানী। যারা আল্লাহ্র সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণা করেন ও সেখান থেকে উপদেশ গ্রহণ করেন। তারাই আল্লাহ্র শক্তি ও ক্ষমতা উপলব্ধি করেন এবং তাঁর অবাধ্যতা হ'তে বিরত থাকেন। ফলে তারাই প্রকৃত আনুগত্যের মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে ভয় করে থাকেন। তারা সৃষ্টির গবেষণায় যত গভীরে ডুব দেন, তত বেশী আল্লাহ্র একত্ব ও মহত্ত জানতে পারেন। তখন তারা আল্লাহ্র দাসত্ব করেন এমনভাবে যেন তিনি আল্লাহকে সামনে দেখতে পান। একজন চিকিৎসক যখন রোগীর রক্ত নিয়ে গবেষণা করেন, আর দেখেন যে তার কণিকা সমূহ ইচ্ছামত ভেঙ্গে যাচ্ছে। আবার মিলে যাচ্ছে। তখন সে তার জ্ঞানের সর্বশেষ সীমায় গিয়ে বিস্ময়ে বলে ওঠে, সুবহানাল্লাহ! ঐ ব্যক্তি মুখ দিয়ে কেবল খাদ্য গ্রহণ করেছে। এক্ষণে সেই খাদ্য কিভাবে রক্ত উৎপাদন করল? কিভাবে বীর্য তৈরী করল? কিভাবে বুকে দুধ তৈরী করল? কিভাবে অস্থি-মজ্জা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ ও শক্তিশালী করল? বিজ্ঞানী যত বেশী এসবের জবাব খুঁজতে যাবেন, তত বেশী তিনি আল্লাহকে খুঁজে পাবেন ও তাঁর নৈকট্য উপলব্ধি করবেন। আল্লাহ বলেন, وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ– 'নিশ্চয়ই গবাদি পশুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। আমরা তোমাদেরকে তাদের থেকে বিশুদ্ধ দুধ পান করাই যা পানকারীদের জন্য অতীব উপাদেয়। যা নিঃসৃত হয় উক্ত পশুর উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হ'তে' *(নাহল ১৬/৬৬)*।

তিনি আরও বলেন, أَفَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ– وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ– وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ– وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ– 'তারা কি দেখে না উষ্ট্রের প্রতি, কিভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে?' 'এবং আকাশের প্রতি, কিভাবে তাকে উচ্চ করা হয়েছে?' 'এবং পাহাড় সমূহের প্রতি, কিভাবে তাকে স্থাপন করা হয়েছে?' 'এবং পৃথিবীর প্রতি, কিভাবে তাকে বিছানো হয়েছে?' *(গাশিয়াহ ৮৮/১৭-২০)*।

বস্তুতঃ 'ইলম' বলতে সেটাকে বুঝায়, যা হৃদয়ে আল্লাহভীতি আনয়ন করে এবং যার প্রভাব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রকাশ পায় *(মির'আত)*। সেই সাথে কর্মজগতে যার বাস্তবায়ন ঘটে। হাদীছে জিব্রীলে রাসূল (ছাঃ)-কে 'ইহসান' সম্পর্কে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেখানে বলা হয়, أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ 'তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করবে এমনভাবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি দেখতে না পাও, তাহ'লে ভেবে নিয়ো যে তিনি তোমাকে দেখছেন'।[৯]

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ 'যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষার জন্য কোন পথ তালাশ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের একটি পথ সহজ করে দিবেন'।[১০] এখানে 'ইল্ম' অর্থ 'দ্বীনী ইল্ম'। কেননা দুনিয়াবী ইল্ম নাস্তিক ও বস্তুবাদীরাও শিখে থাকেন। সেটি জান্নাতের পথ সহজ করে দেয় না। বরং জাহান্নামের রাস্তা

৭. ইবনু মাজাহ হা/১৭৩; ছহীহুল জামে' হা/৩৩৪৭।
৮. ইবনু রজব হাম্বলী, ফাযলু ইলমিস সালাফ 'আলাল খালাফ ৭ পৃ.।
৯. মুসলিম হা/৮; মিশকাত হা/২।
১০. মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪।

সহজ করে দেয়। তাছাড়া বিজ্ঞানের ভিত্তি হ'ল 'অনুমিতি'। আর কুরআন-সুন্নাহ্র ভিত্তি হ'ল 'আল্লাহ্র অহি'। তাই স্বাভাবিক জ্ঞানে কখনো কুরআন ও বিজ্ঞানে সংঘর্ষ মনে হ'লে সেখানে অবশ্যই কুরআন অগ্রাধিকার পাবে। কুরআনী সত্যের বিপরীতে অন্য কিছুই গ্রহণীয় হবে না। ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানের বহু আবিষ্কার কুরআনের নিকট হার মানতে বাধ্য হয়েছে। আর বিশুদ্ধ হাদীছ কখনো বিশুদ্ধ জ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

৩. আল্লাহ্র সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করা :

আল্লাহ বলেন, إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ- الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ- 'নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিবসের আগমন-নির্গমনে জ্ঞানীদের জন্য (আল্লাহ্র) নিদর্শন সমূহ নিহিত রয়েছে'। 'যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি বিষয়ে গবেষণা করে এবং বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি এগুলিকে অনর্থক সৃষ্টি করোনি। মহা পবিত্র তুমি। অতএব তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও!' *(আলে ইমরান ৩/১৯০-৯১)*।

প্রতিটি কর্মই তার কর্তার প্রমাণ বহন করে। অমনিভাবে প্রতিটি সৃষ্টিই তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রমাণ ও তাঁর নিদর্শন হিসাবে গণ্য হয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, অত্র আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতে দাঁড়িয়ে যান ও কাঁদতে থাকেন। ছালাত শেষে আয়াতটি পাঠ করে তিনি বলেন, আজ রাতে এ আয়াতটি আমার উপর নাযিল হয়েছে। অতএব وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا 'দুর্ভোগ ঐ ব্যক্তির জন্য যে এটি পাঠ করে অথচ এতে চিন্তা-গবেষণা করে না'।[১১]

এই চিন্তা-গবেষণা দুই ধরনের। এক- সৃষ্টির প্রাকৃতিক বিধান ও নিখুঁৎ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। কারণ আল্লাহ ব্যতীত কারু পক্ষেই বিশাল সৃষ্টিজগতের শৃংখলা বিধান ও সুন্দর ব্যবস্থাপনা সম্ভব নয়। যেকারণ কল্পনার অতীত দ্রুতগতিতে ঘূর্ণায়মান সূর্য-চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজির মধ্যে পরস্পরে সংঘর্ষ হয় না। কেউ কারু নির্ধারিত দূরত্ব ও কক্ষপথ অতিক্রম করে না। সেদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন, لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ- 'যদি আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ ব্যতীত বহু উপাস্য থাকত, তাহ'লে উভয়টিই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের মালিক আল্লাহ মহাপবিত্র' *(আম্বিয়া ২১/২২)*। সুতরাং নভোবিজ্ঞান ও ভূবিজ্ঞানে গবেষণা করা ঈমানদার ও মেধাবী ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য। যেমন আল্লাহ বলেন, قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لاَ يُؤْمِنُونَ- 'বলে দাও, তোমরা চোখ খুলে দেখ নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে আল্লাহ্র কত নিদর্শন রয়েছে। বস্তুতঃ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী ও ভয় প্রদর্শন কোন কাজে আসে না' *(ইউনুস ১০/১০১)*। সে যতই সৃষ্টির গভীরে ডুব দিবে, সে ততই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অনুভব করবে ও তাঁর প্রতি আনুগত্যশীল হবে। সাথে সাথে তার ঈমান বৃদ্ধি পাবে। সেই সঙ্গে এমনকি সমাজের একজন প্রতিবন্ধী দুর্বলতম ব্যক্তির মূল্যবোধ রক্ষায়ও সে আত্মনিয়োগ করবে।

৪. কুরআন অনুধাবন করা :

আল্লাহ বলেন, كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ- 'এটি এক বরকতমণ্ডিত কিতাব, যা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি। যাতে লোকেরা এর আয়াত সমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করে' *(ছোয়াদ ৩৮/২৯)*।

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) বলেন, 'আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করেছিলাম। দেখলাম, যখন আল্লাহ্র গুণগানের কোন আয়াত আসে, তখন তিনি 'সুবহানাল্লাহ' বলেন। আবার যখন প্রার্থনার আয়াত আসে, তখন তিনি প্রার্থনা করেন। যখন আল্লাহ থেকে পানাহ চাওয়ার আয়াত আসে, তখন তিনি আল্লাহ্র আশ্রয় চান'... *(মুসলিম হা/৭৭২)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (সাব্বিহিস্মা রব্বিকাল আ'লা) পড়তেন, তখন তিনি 'সুবহা-না রব্বিয়াল আ'লা' (মহাপবিত্র আমার প্রতিপালক, যিনি সর্বোচ্চ) বলতেন'।[১২] সূরা ক্বিয়ামাহ-এর শেষ আয়াত أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى-এর জওয়াবে 'সুবহা-নাকা ফা বালা' (মহাপবিত্র আপনি! অতঃপর হাঁ, আপনিই মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন) বলতেন'।[১৩] এতে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গভীর অনুধাবনের সাথে কুরআন তেলাওয়াত করতেন।

এভাবে মানুষ যত বেশী কুরআন অনুধাবন করবে, তত বেশী তার ঈমান বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি অনুধাবন ছাড়াই কুরআন পাঠ করে, সে এর স্বাদ আস্বাদন থেকে বঞ্চিত হয় এবং অফুরন্ত কল্যাণ থেকে মাহরূম হয়। আল্লাহ বলেন, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ 'নিশ্চয় এতে উপদেশ রয়েছে যার অনুধাবন করার মত অন্তর রয়েছে এবং যে কান পেতে মনোযোগ দিয়ে তা শ্রবণ

১১. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬২০; সনদ ছহীহ -আরনাঊত্ব।

১২. আহমাদ হা/২০৬৬; আবুদাঊদ হা/৮৮৩; মিশকাত হা/৮৫৯ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ-১২।

১৩. বায়হাক্বী হা/৩৫০৭; আবুদাঊদ হা/৮৮৪ 'ছালাতে দো'আ' অনুচ্ছেদ-১৫৪, হাদীছ ছহীহ।

করে' *(ক্বাফ ৫০/৩৭)*। মর্ম উপলব্ধি করে কুরআন পাঠ করলে তার দেহ-মনে ভীতির সঞ্চার হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ– 'আল্লাহ সর্বোত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব নাযিল করেছেন। যা পরস্পরে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পুনঃ পুনঃ পঠিত। এতে তাদের দেহচর্ম ভয়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে। অতঃপর তাদের দেহ-মন আল্লাহ্র স্মরণে বিনীত হয়। এটা হ'ল আল্লাহ্র পথপ্রদর্শন। এর মাধ্যমে তিনি যাকে চান পথপ্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে পথ দেখানোর কেউ নেই' *(যুমার ৩৯/২৩)*।

মুসলিম উম্মাহ্র জ্ঞানীগণ যাতে ইহূদী-নাছারা আলেমদের মত আল্লাহ থেকে উদাসীন ও শক্ত হৃদয়ের না হয়, সেদিকে সাবধান করে আল্লাহ বলেন, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ– 'মুমিনদের জন্য কি এখনও সে সময় আসেনি যে, আল্লাহ্র স্মরণে এবং যে সত্য (কুরআন) নাযিল হয়েছে, তার প্রতি তাদের হৃদয় সমূহ ভীত-সন্ত্রস্ত হবে? তারা যেন তাদের মত না হয়, যাদেরকে ইতিপূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল। তাদের উপর সেটি সুদীর্ঘ কাল অতিক্রান্ত হয়েছে। অতঃপর তাদের হৃদয় সমূহ কঠিন হয়ে গেছে। বস্তুতঃ তাদের বহু লোক ছিল পাপাচারী' *(হাদীদ ৫৭/১৬)*।

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قِرَاءَة ختمة بِغَيْر تدبر وتفهم وأنفع للقلب وأدعى الى حُصُول الايمان وذوق حلاوة الْقُرْآن 'কুরআনের একটি আয়াত চিন্তা-গবেষণা ও বুঝে-শুনে পাঠ করা, বিনা অনুধাবনে ও বিনা বুঝে কুরআন খতম করার চাইতে উত্তম। যা হৃদয়ের জন্য অধিক উপকারী এবং ঈমান হাছিলে ও কুরআনের স্বাদ আস্বাদনে সর্বাধিক কাম্য'।[১৪]

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– 'যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষা করল যার মাধ্যমে আল্লাহ্র চেহারা অন্বেষণ করা হয়, অথচ সে তা শিক্ষা করে দুনিয়াবী সম্পদ অর্জন করার জন্য, সে ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না'।[১৫]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো'আ করতেন, اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا– 'হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঐ ইলম থেকে যা কোন ফায়েদা দেয় না। ঐ অন্তর থেকে যা তোমার ভয়ে ভীত হয় না। ঐ আত্মা থেকে যা তৃপ্ত হয় না এবং ঐ দো'আ থেকে যা কবুল হয় না'।[১৬]

হযরত কা'ব বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِىَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِىَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ 'যে ব্যক্তি ইলম শিখে এজন্য যে, তার দ্বারা সে আলেমদের সঙ্গে মুকাবিলা করবে অথবা বোকাদের সঙ্গে ঝগড়া করবে অথবা লোকদের চেহারা তার দিকে ফিরিয়ে নিবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন'।[১৭]

ওমর ফারূক (রাঃ)-এর নিকটে জনৈক ব্যক্তি লোকদের প্রতি ওয়ায করার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে বলেন, أَخْشَى عَلَيْكَ أَنْ تَقُصَّ فَتَرْتَفِعَ عَلَيْهِمْ فِى نَفْسِكَ ثُمَّ تَقُصَّ فَتَرْتَفِعَ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْكَ أَنَّكَ فَوْقَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الثُّرَيَّا فَيَضَعَكَ اللَّهُ تَحْتَ أَقْدَامِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ ذَلِكَ. 'আমার ভয় হয় ওয়ায করার ফলে তোমার মধ্যে ধ্রুবতারার ন্যায় উচ্চ মর্যাদা পাওয়ার অহংকার সৃষ্টি হবে। আর তাতে আল্লাহ তোমাকে ক্বিয়ামতের দিন ঐসব লোকদের পায়ের তলায় রাখবেন'।[১৮]

অতএব বান্দা যখন আল্লাহ্র আয়াত সমূহ গবেষণা করবে এবং এর মধ্যে জান্নাতের পুরস্কার ও জাহান্নামের হুমকি সমূহ জানবে এবং সে অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনের দিকে এগিয়ে যাবে, তখন সে জাহান্নামের ভয়ে ভীত হবে এবং জান্নাত লাভের জন্য তার ঈমান বৃদ্ধি পাবে। *(চলবে)*

১৪. ইবনুল ক্বাইয়িম, মিফতাহু দারিস সা'আদাহ (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, তাবি) ১/১৮৭।

১৫. আবুদাঊদ হা/৩৬৬৪; ইবনু মাজাহ হা/২৫২; মিশকাত হা/২২৭।
১৬. মুসলিম হা/২৭২২; মিশকাত হা/২৪৬০।
১৭. তিরমিযী হা/২৬৫৪, সনদ হাসান; মিশকাত হা/২২৫।
১৮. আহমাদ হা/১১১, সনদ হাসান।

দাতাদের জন্য আমীরে জামা'আতের দো'আ

পবিত্র রামাযান মাসে যে সকল দাতা ভাই-বোন নিজেদের নাম-ঠিকানা গোপন করে 'আন্দোলন'-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ব্যাংক একাউন্টে এবং রসিদের মাধ্যমে তাদের দান সমূহ প্রেরণ করেছেন এবং যারা সরাসরি দান করেছেন, তাদের সকলের সম্পদে ও পরিবারে আল্লাহ বরকত দান করুন- আমীন!

Contents

আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর পাঁচ দফা মূলনীতি : একটি বিশ্লেষণ

ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

(৫ম কিস্তি)

(৩) মানবীয় সাম্যের ব্যাপারে ইসলামের নীতিমালা : আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ‘হে মানব জাতি! নিশ্চয়ই আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে। অতঃপর তোমাদেরকে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরিচিতি লাভ করতে পার। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকটে সবচাইতে সম্মানিত তিনি, যিনি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক তাক্বওয়াশীল। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত’ *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*। অনুরূপভাবে রাসূল (ছাঃ) বিদায় হজ্জে সমবেত ছাহাবীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত যুগান্তকারী ভাষণে বিশ্ব মানবতার সকল ভেদাভেদ ও অহংকারকে চূর্ণ করে দিয়ে যে সাম্যের বাণী শুনিয়েছিলেন তা হচ্ছে-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلاَ لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلاَ لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلاَّ بِالتَّقْوَى إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوْا : بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ : فَيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ–

‘হে মানব জাতি! নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক (আল্লাহ) এক এবং তোমাদের পিতা (আদম) এক, অতএব সাবধান! কোন আরবী ব্যক্তির প্রাধান্য নেই অনারবী ব্যক্তির উপরে, অনারবী ব্যক্তির প্রাধান্য নেই আরবী ব্যক্তির উপরে, লাল বর্ণের প্রাধান্য নেই কালো বর্ণের উপরে, কালো বর্ণের প্রাধান্য নেই লাল বর্ণের উপরে শুধুমাত্র তাক্বওয়া ব্যতীত। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকটে সবচাইতে সম্মানিত তিনি, যিনি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক তাক্বওয়াশীল। (অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করেন) আমি কি (আমার উপরে অর্পিত রিসালাতের দায়িত্ব) পৌঁছে দিয়েছি? ছাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ পৌঁছে দিয়েছেন হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! তখন তিনি বললেন, অতএব উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিদের নিকটে তা পৌঁছে দেয়’।[১]

আলোচ্য আয়াত ও হাদীছ হ’তে স্পষ্টত বুঝা যায় যে, সকল মানুষ এক আদমের সন্তান হিসাবে পরস্পর ভাই ভাই। দুনিয়ার সহায়-সম্পত্তি, যশ-খ্যাতি, মান-মর্যাদার কোনই গুরুত্ব আখেরাতে নেই স্রেফ তাক্বওয়া বা আল্লাভীতি ব্যতীত। আল্লাহর দাসত্বের অধীনে সকল বান্দা তাই সমান। যার বাস্তবতা দেখা যায় হজ্জের ময়দানে। কি উচ্চবিত্ত, কি মধ্যবিত্ত আর নিম্নবিত্ত, সকলেই সেলাই বিহীন দু’টুকরো সাদা কাপড় পরিধান করে এক কাতারে স্বীয় পালনকর্তার সামনে হাযির, সকলের মুখে একই ধ্বনি অনুরণিত হয়- لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ ‘আমি হাযির হে আল্লাহ, আমি হাযির। আমি হাযির, তোমার কোন শরীক নেই, আমি হাযির। নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রশংসা, অনুগ্রহ ও সাম্রাজ্য সবই তোমার; তোমার কোন শরীক নেই’।[২] অতএব প্রকৃত তাক্বওয়াশীল ব্যক্তি কখনো অহংকারী হ’তে পারে না।

(৪) পারিবারিক শৃংখলা সম্পর্কিত নীতিমালা : পারিবারিক শৃংখলা একটি পরিবারে শান্তির মূল নিয়ামক। যে পরিবারে শান্তি বিরাজ করে সে পরিবারে দারিদ্র্য জয়লাভ করতে পারে না। দু’বেলা না খেয়ে থাকলেও পারিবারিক বন্ধন ও ভালবাসা অটুট থাকে। পক্ষান্তরে যে পরিবারে শান্তি নেই সে পরিবারে অঢেল বিত্ত-বৈভব থাকলেও তার কোন মূল্য নেই। অশান্তির দাবানলে দগ্ধ হয়ে একসময় পারিবারিক কাঠামোই ভেঙ্গে তছনছ হয়ে যায়। এজন্যই ইসলাম পারিবারিক শৃংখলা ও বিধি-নিষেধ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দিয়েছে। সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে স্ব স্ব অধিকার। মহান আল্লাহ বলেন, الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ– ‘পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এজন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যকে প্রাধান্য দান করেছেন এবং এজন্য যে, তারা (নারীদের ভরণ-পোষণের জন্য) তাদের মাল-সম্পদ হ’তে ব্যয় করে থাকে। অতএব সতী-সাধ্বী স্ত্রীরা হয় অনুগত এবং আল্লাহ যা হেফাযত করেছেন, আড়ালেও (সেই গুপ্তাঙ্গের) হেফাযত করে’ *(নিসা ৪/৩৪)*।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হবে সম্প্রীতির। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার। তবেই সংসারে শান্তি বিরাজ করবে। আল্লাহ বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ‘তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সহধর্মীনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকটে প্রশান্তি লাভ করতে পার। আর তিনি তোমাদের (স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে পরস্পরে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে’ *(রূম ৩০/২১)*।

---

১. মুসনাদে আহমাদ হা/২৩৫৩৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭০০।

২. বুখারী হা/১৫৪৯, ১৫৫০; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৫৪১

মু'আবিয়া (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِى الْبَيْتِ. 'আমাদের উপর স্ত্রীদের কী হক্ব রয়েছে? তিনি বললেন, যখন তুমি খাবে তখন তোমার স্ত্রীকে খাওয়াবে, যখন তুমি পরিধান করবে, তখন তাকেও পরিধান করাবে। আর তার মুখে মারবে না ও অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করবে না। বাড়ী ব্যতিরেকে স্ত্রীকে কোথাও একাকী ছাড়বে না'।[৩] অতএব পারিবারিক শান্তি-শৃংখলার মূল বিষয় হচ্ছে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আনুগত্য ও শ্রদ্ধাশীলতা। পাশাপাশি স্ত্রীর প্রতিও স্বামীর দায়িত্বসচেতনতা।

পক্ষান্তরে স্বামীর অবাধ্যতার পরিণতি উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ثَلاَثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ آذَانَهُمْ ... وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ .. 'তিন ব্যক্তির ছালাত তাদের কর্ণকুহর অতিক্রম করে না (অর্থাৎ কবুল হয় না)। ...তন্মধ্যে একজন হচ্ছে ঐ মহিলা যে স্বামীর অসন্তুষ্টিতে রাত্রি যাপন করে'।[৪] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ফেরেশতাগণ সকাল পর্যন্ত ঐ মহিলার উপর অভিসম্পাত করতে থাকে।[৫] অবাধ্য স্ত্রীদের ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَاللاَّتِي تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا– 'আর যদি তোমরা তাদের অবাধ্যতার আশংকা কর, তাহ'লে তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের বিছানা পৃথক করে দাও এবং (প্রয়োজনে) প্রহার কর। অতঃপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়, তাহ'লে তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বোচ্চ ও মহীয়ান *(নিসা ৪/৩৪)*।

অতঃপর শত চেষ্টার পরও স্ত্রী সংশোধিত না হ'লে অবশেষে তালাকের পথ অবলম্বন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لعدَّتهنَّ وَأَحْصُوْا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ 'হে নবী! যদি তুমি স্ত্রীদের তালাক দিতে চাও, তাহ'লে ইদ্দত অনুযায়ী তালাক দাও এবং ইদ্দত গণনা করতে থাক। আর তুমি তোমার পালনকর্তাকে ভয় কর' *(তালাক ৬৫/১)*। তিনি বলেন, الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ 'তালাক হ'ল দু'বার। অতঃপর হয় তাকে ন্যায়ানুগভাবে রেখে দিবে, নয় সদাচরণের সাথে পরিত্যাগ করবে' *(বাক্বারাহ ২/২২৯)*। এখানে الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ 'তালাক হ'ল দু'বার' অর্থ তালাকে রাজ'ঈ দু'বার। অর্থাৎ দু'বার তালাক প্রদানের পর স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে ফেরত নেওয়া যায়। তৃতীয় বার তালাক দিলে তা 'বায়েন' হয়ে যায়। তখন আর স্ত্রী ফেরত নেওয়া যায় না।

অনুরূপভাবে মন্দ স্বভাব, অক্ষম ও অপসন্দনীয় স্বামীদের ক্ষেত্রে স্ত্রীদেরও বিবাহ বিচ্ছেদ বা বন্ধন মুক্ত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। যাকে 'খোলা' বলা হয়। 'খোলা' অর্থ: মুক্ত করা বা বিচ্ছিন্ন করা। স্বামীর নিকট থেকে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়াকে শারঈ পরিভাষায় 'খোলা' বলা হয়।[৬] মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের কন্যা জামীলা একদিন ফজরের অন্ধকারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে এসে তার স্বামী ছাবিত বিন ক্বায়েস বিন শাম্মাস-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, সে তাকে মেরেছে ও অঙ্গহানি করেছে। সে বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি তার দ্বীন বা চরিত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করি না বরং তার বেঁটে দেহ ও কুৎসিত চেহারার অভিযোগ করি। হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি আল্লাহ্র ভয় না থাকত, তাহ'লে বাসর রাতে আমি তার মুখে থুথু নিক্ষেপ করতাম। তখন রাসূল (ছাঃ) ছাবিতকে ডাকালেন ও তার মতামত জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমি তাকে 'মোহর' স্বরূপ আমার সবচেয়ে মূল্যবান দু'টি খেজুর বাগান দিয়েছিলাম, যা তার অধিকারে আছে। যদি সেটা আমাকে ফেরত দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বলতে চাও? সে বলল, হ্যাঁ ফেরত দিব। চাইলে আরো বেশী দিব। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাবিতকে বললেন, তুমি তোমার স্ত্রীকে পৃথক করে দাও। অতঃপর তাই করা হ'ল'।[৭]

সুতরাং পারিবারিক নেতৃত্ব, তালাক ও খোলার ন্যায় অন্যান্য বিষয় যেমন সন্তান প্রতিপালন, সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা, বিবাহ-শাদী, উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টন ইত্যাদি সামগ্রিক বিষয়েই ইসলামে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। অতএব পারিবারিক যেকোন সমস্যার সুষ্ঠু ও কল্যাণকর সমাধানের জন্য ইসলামের কোন বিকল্প নেই।

(৫) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নীতিমালা :

হালাল উপার্জন : মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যেমন অর্থের প্রয়োজন, তেমনি আখেরাতে মুক্তির জন্য প্রয়োজন হালাল উপার্জন। ইসলাম হালাল উপার্জনকে উৎসাহিত করেছে এবং হারামকে নিষিদ্ধ করেছে। কেননা ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত হচ্ছে হালাল রূযী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا 'নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ব্যতীত কবুল করেন না'।[৮] হালাল ভক্ষণের নির্দেশ প্রদান করে মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ 'হে মানব জাতি! তোমরা পৃথিবী থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' *(বাক্বারাহ ২/১৬৮)*। এখানে খাদ্যের জন্য দু'টি শর্ত

৩. *আবূদাঊদ হা/২১৪২; আহমাদ হা/২০০২৭; মিশকাত হা/৩২৫৯, সনদ হাসান।*
৪. *তিরমিযী হা/৩৬০; মিশকাত হা/১১২২, সনদ হাসান।*
৫. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৪৬।*
৬. *তালাক ও তাহলীল, পৃঃ ২১।*
৭. *বুখারী হা/৫২৭৩; মুওয়াত্ত্বা হা/২০৮২; আবুদাঊদ হা/২২২৮।*
৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০।*

বলা হয়েছে। হালাল হওয়া ও পবিত্র হওয়া। অতএব চুরি করা ফল পবিত্র হ'লেও তা হালাল নয়। অন্যদিকে নিজের গাছের পচা ফল হালাল হ'লেও তা পবিত্র নয়।

অন্যত্র তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ 'হে বিশ্বাসীগণ! আমরা তোমাদের যে রূযী দান করেছি, সেখান থেকে পবিত্র বস্তু সমূহ ভক্ষণ কর। আর আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা কেবল তাঁরই দাসত্ব করে থাক' *(বাক্বারাহ ২/১৭২)*। হালাল উপার্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَطْيَبُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ 'সবচেয়ে পবিত্র উপার্জন হ'ল, মানুষের নিজ হাতের উপার্জন এবং প্রত্যেক সৎ ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জন'।[৯] তিনি আরো বলেন, أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلاَ عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا حِفْظُ أَمَانَةٍ وَصَدْقُ حَدِيثٍ وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ وَعِفَّةٌ فِى طُعْمَةٍ 'যখন তোমার মধ্যে চারটি জিনিস থাকবে তখন দুনিয়ার সবকিছু হারিয়ে গেলেও বস্তুতঃ তোমার কিছুই হারায়নি। (১) আমানত রক্ষা করা (২) সত্য কথা বলা (৩) সুন্দর চরিত্র (৪) হালাল রূযী'।[১০] হালাল রূযী এতটাই গুরুত্ববহ যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যহ ফজরের ছালাতের পর এই দো'আটি পাঠ করতেন, اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে উপকারী ইলম, পবিত্র রূযী ও কবুলযোগ্য আমল প্রার্থনা করছি'।[১১]

হারাম বর্জন : হালালের বিপরীত হচ্ছে হারাম। এর অর্থ নিষিদ্ধ। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক যা চূড়ান্ত ভাবে নিষিদ্ধ সেটিই হারাম। হালাল-হারাম তথা পবিত্র ও অপবিত্র কখনো সমান নয়। আল্লাহ বলেন, قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 'বলুন! অপবিত্র ও পবিত্র কখনো সমান নয়। যদিও অপবিত্রের আধিক্য তোমাকে বিস্মিত করে। অতএব হে জ্ঞানীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(মায়েদা ৫/১০০)*। মুমিন জীবনে হারাম একটি অভিশাপ। এর রয়েছে মোহনীয় ও লোভনীয় শক্তি। হারামের প্রভাবে মানুষ আখেরাত ভুলে যায়। ব্যক্তির অন্তরাত্মা কলুষিত হয়ে জাহান্নামের দিকে ধাবিত হয়। সমাজে অনেক লোক আছে, যারা হারাম সম্পর্কে উদাসীন। যদিও তারা ছালাত-ছিয়ামে অভ্যস্ত। তাদের এই উদাসীনতা মারাত্মক ক্ষতির কারণ। কেননা হারাম ভক্ষণে ইবাদত কবুল তো হবেই না এমনকি তার দো'আও আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না। রাসূল (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে উদ্ধৃত করে বলেন যে, يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ 'সে দীর্ঘ সফরে থাকাবস্থায় এলোমেলো কেশ ও ধূলি ধূসরিত চেহারায় দু'হাত আকাশের দিকে উত্তোলন করে হে আমার রব! হে আমার রব! বলে প্রার্থনা করছে। অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পোষাক হারাম এমনকি হারাম দ্বারাই সে পরিপুষ্টি লাভ করেছে, তার প্রার্থনা কিভাবে কবুল হবে?'।[১২] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِالْحَرَامِ 'ঐ দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যা হারাম দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করেছে'।[১৩]

উল্লেখ্য যে, ইসলামে হালাল-হারাম সুস্পষ্টভাবে বিধৃত হয়েছে। কিন্তু এরপরেও কিছু বিষয়ে অস্পষ্টতা দেখা যায়। বর্তমান যুগে যা আরও ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। এমন এমন পদ্ধতির ব্যবসা প্রতিনিয়ত সমাজে চালু হচ্ছে যেগুলো হালাল, না হারাম এ বিষয়ে মানুষ ধোঁকায় পড়ে যায়। এখানে গিয়ে ইসলাম এ জাতীয় সন্দিগ্ধ বিষয় থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ 'হালাল স্পষ্ট, হারামও স্পষ্ট। উভয়ের মাঝখানে রয়েছে সন্দিগ্ধ বিষয় সমূহ, যে বিষয়ে অধিকাংশ মানুষই খবর রাখে না। অতঃপর যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয় থেকে দূরে থাকবে, সে তার দ্বীন ও সম্মানকে নিরাপদ করে নিল। আর যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়ে পতিত হ'ল, সে মূলতঃ হারামে পতিত হ'ল'।[১৪] সুতরাং জান্নাতপিয়াসী মুমিনের জন্য 'হারাম' তো বটেই এমনকি সন্দেহজনক বিষয় থেকেও বেঁচে থাকা আবশ্যক। এখানে আরো কতিপয় উল্লেখযোগ্য নীতিমালা তুলে ধরা হ'ল।-

১. অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ গ্রাস না করা : আল্লাহ বলেন, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 'আর তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের সম্পদ গ্রাস করো না এবং অন্যের সম্পদ গর্হিত পন্থায় গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তোমরা জেনেশুনে তা বিচারকদের নিকট পেশ করো না' *(বাক্বারাহ ২/১৮৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না, তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা ব্যতীত। আর তোমরা একে অপরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াশীল' *(নিসা ৪/২৯)*।

৯. *হাকেম হা/২১৫৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬০৭; মিশকাত হা/২৭৮৩।*
১০. *আহমাদ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৫২২২, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭৩৩।*
১১. *ইবনু মাজাহ হা/৯২৫; মিশকাত হা/২৪৯৮, সনদ ছহীহ।*
১২. *মুসলিম হা/১০১৫; মিশকাত হা/২৭৬০।*
১৩. *বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২৭৮৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬০৯।*
১৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৭৬২।*

পরের আয়াতে উক্ত নির্দেশ অমান্য করার পরিণতি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, 'যে কেউ সীমালংঘন ও যুলুমের বশবর্তী হয়ে এরূপ করবে, তাকে শীঘ্রই আমরা জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। আর সেটা আল্লাহ্র জন্য খুবই সহজ' *(নিসা ৪/৩০)*।

২. সূদ-ঘুষ, জুয়া-লটারী থেকে বেঁচে থাকা : আল্লাহ বলেন, 'যারা সূদ ভক্ষণ করে, তারা (ক্বিয়ামতের দিন) দাঁড়াতে পারবে না জ্বিনে ধরা রোগীর ন্যায় ব্যতীত। এর কারণ এই যে, তারা বলে ক্রয়-বিক্রয় তো সূদের মতোই। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন ও সূদকে হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূদ গ্রহীতা, সূদ দাতা, সূদের লেখক ও তার সাক্ষীদ্বয়কে অভিসম্পাত করেছেন। তিনি বলেন, তারা সবাই সমান অপরাধী।[১৫] আল্লাহ বলেন, يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ 'আল্লাহ সূদকে নিঃশেষ করেন ও ছাদাক্বায় প্রবৃদ্ধি দান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ কোন অবিশ্বাসী পাপীকে পসন্দ করেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৭৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلٍّ 'সূদ যতই বৃদ্ধি পাক, তার পরিণতি হ'ল নিঃস্বতা'।[১৬] পক্ষান্তরে ছাদাক্বা যেমন দুনিয়াতে সমৃদ্ধি আনে, তেমনি আখেরাতে ছওয়াব বৃদ্ধি পায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ– 'যে ব্যক্তি তার পবিত্র উপার্জন থেকে খেজুর পরিমাণ ছাদাক্বা করবে, আর আল্লাহ পবিত্র ব্যতীত কবুল করেন না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর সেটি দানকারী ব্যক্তির জন্য লালন-পালন করেন, যেভাবে তোমাদের কেউ ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন-পালন কর, এমনকি এটি (বৃদ্ধি পেয়ে) পাহাড়ের সমান হয়ে যায়'।[১৭]

মদ, জুয়া হারাম করে মহান আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, বেদী ও শুভাশুভ নির্ণয়ের তীর সমূহ নাপাক ও শয়তানী কাজ। অতএব তোমরা এসব থেকে বিরত থাকো যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও' *(মায়েদা ৫/৯০)*।

৩. মজুদদারী না করা : 'ইহতিকার' বা মজুদদারী হচ্ছে নিষ্প্রয়োজনে বেশী দামের উদ্দেশ্যে শস্যাদি গুদামজাত করা। অথচ মানুষ ঐ শস্যের মুখাপেক্ষী।[১৮] ইহতিকার বা মজুদদারী সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ– 'যে ব্যক্তি (খাদ্য) মওজুদ করল (মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে) সে মহাপাপী'।[১৯]

৪. ওযনে কম-বেশী না করা : ক্রয়ের সময় বেশী নেওয়া ও বিক্রয়ের সময় কম দেওয়ার এই গর্হিত কাজ বর্তমান সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। যা মহা অন্যায়। এ ধরনের ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ বলেন, وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيْنَ، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُوْنَ– 'দুর্ভোগ মাপে কম দানকারীদের জন্য। যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় নেয় এবং যখন লোকদের মেপে দেয় বা ওযন করে দেয়, তখন কম দেয়' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/১-৩)*।

৫. পণ্যের দোষ গোপন না করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। কোন মুসলমানের জন্য তার ভাইয়ের নিকট ত্রুটিপূর্ণ পণ্য বিক্রয় করা বৈধ নয়। তবে যদি সে তা বলে বিক্রয় করে, তবে তা বৈধ হবে।[২০]

৬. দালালী না করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্রেতার ভান করে তোমরা পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে দিও না'।[২১]

৭. প্রতারণা থেকে বিরত থাকা : ধোঁকা না দেওয়া। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাজারের মধ্যে এক খাদ্য স্তূপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় স্তূপের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলে তার মধ্যে আর্দ্রতা পেলেন। তিনি বিক্রেতাকে বললেন, হে খাদ্য বিক্রেতা! কি ব্যাপার? সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এতে বৃষ্টির পানি লেগেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি তা স্তূপের উপরিভাগে রাখলে না কেন? তাহ'লে লোকে দেখতে পেত। জেনে রেখ, যে প্রতারণা করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[২২]

[চলবে]

---

১৫. মুসলিম হা/১৫৯৮।
১৬. ইবনু মাজাহ হা/২২৭৯; আহমাদ, হাকেম, মিশকাত হা/২৮২৭।
১৭. বুখারী হা/১৪১০, ৭৪৩০; মিশকাত হা/১৮৮৮।
১৮. তুহফাতুল আহওয়াযী, ৪/৪০৪, 'ইহতিকার' অধ্যায়; আত-তাহরীক, জুলাই'০৮ প্রশ্নোত্তর নং ১৮/৩৭৮।
১৯. মুসলিম হা/১৬০৫; মিশকাত হা/২৮৯২।
২০. ইবনু মাজাহ রভ/২২৪৬; ছহীহুল জামে' হা/৬৭০৫।
২১. বুখারী, ফাতহুল বারী ১০/৪৮৪।
২২. মুসলিম হা/১০২।

খুলনা মুহাম্মাদিয়া জামে মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণে দান করুন

আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

বিগত ১৯৯৯ সালে খুলনা শহরের প্রাণকেন্দ্র গোবরচাকা নবীনগরে মুহাম্মাদিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠিত হয়। খুলনা মহানগরীতে দ্বীনে হক প্রচারের ক্ষেত্রে এ মসজিদ অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত সহ জুম'আর ছালাতে দূরদূরান্ত থেকে আগত মুছল্লীর সংখ্যা দিন দিন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে মহিলাদের ছালাতের ব্যবস্থা করা, হিফযখানা প্রতিষ্ঠা, ৫ম তলা পর্যন্ত নির্মাণ ও মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য মসজিদ সংলগ্ন ৪ কাঠা জমি ক্রয় করা প্রয়োজন। কিন্তু অর্থাভাবে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। অতএব উক্ত মসজিদ নির্মাণ ও সম্প্রসারণে দানশীল ভাই-বোনদের আর্থিক সহযোগিতা কামনা করছি।

আরয গুযার

খুলনা মুহাম্মাদিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স
গোবরচাকা, নবীনগর মোড়, খুলনা।
মোবাইল : ০১৭৯৯-০৪২৯২৭, ০১৭৩১-১৪১৩৫৪।
হিসাব নং ০০৪১১০০০১৬২
সোনালী ব্যাংক কর্পোরেট শাখা, খুলনা।

Contents

আদর্শ পরিবার গঠনে করণীয়

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

বিবাহ পরবর্তী কিছু কু-প্রথা :

১. বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর বরকে দাড় করিয়ে সালাম দেওয়ানোর প্রথা রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ থেকে প্রমাণিত নয়।

২. বর ও কনের মুরুব্বীদের কদমবুসি করা একটি কু-প্রথা। কেবল বিয়ে নয় যে কোন সময় কদমবুসি করা রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ থেকে প্রমাণিত নয়। সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে হিন্দুয়ানী প্রণামকে প্রথা হিসাবে গ্রহণ করা মুমিনদের জন্য কাম্য নয়।

৩. বরকে কনের আত্মীয়-স্বজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার নাম করে মাহরাম ও গায়ের মাহরাম সকল মহিলাদের সাথে পর্দা বিহীন সরাসরি পরিচয় করিয়ে দেয়া শরী'আত বিরোধী কাজ।

৪. নববধূকে পুরুষ-মহিলা সকলে দেখা ও উপহার-উপঢৌকন দেওয়া শরী'আত সম্মত নয়।

৫. বরের সাথে প্রাপ্ত বয়স্কা শ্যালিকাদের ও কনের ভাবীদের হাসি-তামাশা করা হারাম। তেমনি নববধূকে বরের বাড়ীতে নিয়ে আসার পর দেবরদের ঠাট্টা-তামাশা ও নানা অশালীন আচরণও হারাম।

৬. সমাজে বিবাহোত্তর ওয়ালীমা না করে বিবাহের অনেক দিন পরে এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে সন্তান জন্মের পরও বউ তুলে আনার রেওয়াজ দেখা যায়। আর এ উপলক্ষে কনের পিতার বাড়ীতে আড়ম্বরপূর্ণ ভোজের অনুষ্ঠান করতে দেখা যায়। এটা অপচয় ও বিদ'আতী অনুষ্ঠান। শরী'আতে এরূপ অনুষ্ঠানের কোন নযীর পাওয়া যায় না।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য :

১. পরিবারে ইসলামী অনুশাসন বজায় রাখা :

পরিবার ও পারিবারিক জীবনে ইসলামী অনুশাসন না থাকলে সদস্যদের মধ্যে প্রেম-ভালবাসা, মায়া-মমতা এগুলো কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। বরং দ্বন্দ্ব-কলহ, সন্দেহ-সংশয়, অমিল-অশান্তি বাসা বেঁধে পারিবারিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলবে। বিশেষ করে বর্তমান স্যাটেলাইটের যুগে অপসংস্কৃতির সয়লাবে আমাদের পারিবারিক জীবন হুমকির মুখে পতিত হয়েছে। স্যাটেলাইটে প্রদর্শিত উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনা আমাদের পারিবারিক ও সমাজ জীবনকে কলুষিত করে তুলছে। যেনা-ব্যভিচার, গুম-হত্যা, ছিনতাই-রাহাজানি, ধর্ষণ-অপহরণ ইত্যাদি এখন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদেও এসেছে উলঙ্গপনার ছাপ। বয়ফ্রেন্ড ও গার্লফ্রেন্ড, লিভ টুগেদার সংস্কৃতি এখন আমাদের দেশেও চালু হ'তে শুরু করেছে। এগুলো বিজাতীয় কালচার। এর কারণে পরিবারে অশান্তি নেমে আসে। সেকারণ আমাদের ছেলে-মেয়েদেরকে পরিবার থেকেই সততা, ন্যায়-নিষ্ঠা, সত্যবাদিতা, পরস্পরে শ্রদ্ধাবোধ, আদব-কায়েদা ইত্যাদি শিক্ষা দিতে হবে। সাত বছর বয়সে ছালাতের শিক্ষা, দশ বছর বয়সে ছালাত না পড়লে শাস্তি দেওয়া[১], কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদির প্রতি অধিক তাকীদ দিতে হবে।

পরিবারকে আদব বা শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার জন্য রাসূল (ছাঃ) বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, وَلاَ تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا– 'তাদের থেকে তোমার শিষ্টাচারের লাঠিকে উঠিয়ে নিও না'।[২]

২. হাসিমুখে থাকা ও উত্তম কথা বলা :

হাসিমুখে থাকা ছাদাক্বার অন্তর্ভুক্ত।[৩] তাই গোমড়ামুখে থাকা সমীচীন নয়। আর উত্তম কথা বলাও ছাদাক্বা। এজন্য স্ত্রীর সাথে সর্বদা উত্তম কথা বলা উচিত। এতে পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَلاَ تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوْفِ وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوْفِ– 'ভালো কাজে অবজ্ঞা প্রদর্শন করো না। তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে কথা বলা নিঃসন্দেহে ভালো কাজের অন্তর্ভুক্ত।[৪] অন্যত্র তিনি বলেন, وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ 'উত্তম কথা ছাদাক্বা'।[৫]

৩. উত্তম ব্যবহার করা :

উত্তম ব্যবহার দিয়ে অন্যকে জয় করা যায়, তার হৃদয়ে আসন করে নেওয়া যায়। এমনকি শত্রুকেও বশে আনা যায়। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ– 'আর ভাল ও মন্দ সমান হ'তে পারে না। মন্দকে প্রতিহত কর তা দ্বারা যা উৎকৃষ্টতর, ফলে তোমার ও যার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে সে যেন হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৪)*। তাই স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহার করতে হবে। কেননা সে তার সকল স্বজন ছেড়ে কেবল স্বামীর কাছে আসে। আল্লাহ বলেন, وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا– 'তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর। যদি তোমরা তাদের অপসন্দ কর, (তবে হ'তে পারে) তোমরা এমন বস্তুকে অপসন্দ করছ, যার মধ্যে আল্লাহ প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন' *(নিসা ৪/১৯)*।

---

১. *আবু দাউদ হা/৪৯৫; মিশকাত হা/৫৭২; ছহীহুল জামে' হা/৫৮৬৮, সনদ ছহীহ।*
২. *আহমাদ, মিশকাত হা/৬১; ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৭০; ইওরয়া হা/২০২৬, সনদ ছহীহ।*
৩. *তিরমিযী হা/১৯৭০; মিশকাত হা/১৯১০, সনদ ছহীহ।*
৪. *আবু দাউদ হা/৪০৮৪; মিশকাত হা/১৯১৮, সনদ ছহীহ।*
৫. *বুখারী হা/২৯৮৯; মুসলিম হা/১০০৯; মিশকাত হা/১৮৯৬।*

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, طَيِّبُوْا أَقْوَالَكُمْ لَهُنَّ، وحَسِّنُوْا أَفْعَالَكُمْ وَهَيْئَاتِكُمْ بِحَسَبِ قُدْرَتِكُمْ، كَمَا تُحِبُّ ذَلِكَ مِنْهَا، 'তোমরা তাদের সাথে সুন্দর কথা বল। তাদের জন্য সাধ্যমত তোমাদের আচার ও আকৃতিকে সুন্দর কর, যেমন তোমরা তাদের থেকে পসন্দ কর'।[৬]

স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ ও ভাল ধারণা পোষণের জন্য রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদেরকে উপদেশ দিতেন। তিনি বলেন, لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا آخَرَ. 'কোন মুমিন পুরুষ যেন কোন মুমিনা নারীকে শত্রু না ভাবে। কারণ নারীর কোন আচরণ অপসন্দ হ'লে কোন আচরণ পসন্দ হবেই'।[৭] তিনি আরো বলেন, هِيَ لَكَ عَلَى أَنْ تُحْسِنَ صُحْبَتَهَا 'সে তোমার নিকটে তোমার উত্তম সাহচর্য পাওয়ার অধিকারী'।[৮]

৪. স্ত্রীর সাথে একান্তে বসা ও খোশগল্প করা :

অবসরে স্ত্রীর সাথে একান্তে বসে কিছু গল্প-গুজব করা, তার মনের কথা জানা-বুঝা, তার কোন চাহিদা থাকলে তা জেনে নিয়ে পূরণ করা স্বামীর জন্য যরূরী। আয়েশা (রাঃ) বলেন, أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا صَلَّى {سُنَّةَ الْفَجْرِ} فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِىْ وَإِلاَّ اضْطَجَعَ حَتَّى يُؤْذَنَ بالصَّلاَةِ. 'নবী করীম (ছাঃ) যখন (ফজরের সুন্নাত) ছালাত আদায় করতেন, তখন আমি জাগ্রত হ'লে তিনি আমার সাথে কথা বলতেন। অন্যথা তিনি শয্যাগ্রহণ করতেন এবং ফজরের ছালাতের জন্য মুওয়াযযিন না ডাকা পর্যন্ত শুয়ে থাকতেন'।[৯] অন্যত্র তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَضَى صَلاَتَهُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ نَظَرَ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِى وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً أَيْقَظَنِى وَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ بِصَلاَةِ الصُّبْحِ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ.

'রাসূল (ছাঃ) যখন শেষ রাতে ছালাত শেষ করতেন, তখন লক্ষ্য করতেন। আমি জেগে থাকলে আমার সাথে কথা বলতেন। আর ঘুমিয়ে থাকলে আমাকে জাগাতেন এবং দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে শুয়ে পড়তেন। অবশেষে মুওয়াযযিন এসে যখন ফজরের ছালাতের জন্য তাঁকে ডাকতেন, তখন তিনি উঠে হালকা করে দু'রাক'আত ছালাত পড়ে ফরয ছালাতের জন্য বের হয়ে যেতেন'।[১০]

৫. স্ত্রীর জন্য সুসজ্জিত ও সুবাসিত হওয়া :

স্বামীদের করণীয় হচ্ছে নিজেকে সর্বদা পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি রাখা। কেননা অপরিচ্ছন্ন থাকা ও অপরিষ্কার পোশাক পরিধান করা স্ত্রীরা পসন্দ করে না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, إِنِي أحب أن أتزيَّن لامرأتي، كما أحب أن تتزيَّن لي؛ 'আমি আমার স্ত্রীর জন্য সুসজ্জিত হ'তে ঐরূপ পসন্দ করি যেভাবে আমার জন্য তার সুসজ্জিত হওয়া পসন্দ করি'।[১১]

৬. বাড়ীতে প্রবেশ করে স্ত্রীকে সালাম দেওয়া :

সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক মহব্বত বৃদ্ধি পায়। সেজন্য বাড়ী থেকে বের হ'তে ও বাড়ীতে প্রবেশকালে বাড়ীর অধিবাসী বিশেষত স্ত্রীকে সালাম দিতে হবে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, يَا بُنَىَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُوْنُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ، 'হে বৎস! তুমি যখন তোমার পরিবার-পরিজনের নিকটে যাও, তখন সালাম দিও। তাতে তোমার ও তোমার পরিবার-পরিজনের কল্যাণ হবে'।[১২] তিনি আরো বলেন, ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ إِنْ عَاشَ رُزِقَ وَكُفِيَ وَإِنْ مَاتَ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ مَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ فَسَلَّمَ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ وَمَنْ خَرَجَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ ضَامِنٌ على الله. 'তিন ব্যক্তি আল্লাহ্র যিম্মায় থাকে। যদি তারা বেঁচে থাকে তাহ'লে রিযক প্রাপ্ত হয় এবং তা যথেষ্ট হয়। আর যদি মৃত্যুবরণ করে তাহ'লে জান্নাতে প্রবেশ করে। যে ব্যক্তি বাড়ীতে প্রবেশ করে বাড়ীর লোকজনকে সালাম দেয়, সে আল্লাহ্র যিম্মায়। যে ব্যক্তি মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়, সে আল্লাহ্র যিম্মায়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় বের হয়, সে আল্লাহ্র যিম্মায়'।[১৩]

৭. স্ত্রীর পরিবারকে সম্মান করা :

স্ত্রীর পরিবারের লোকজনকে সম্মান করা স্বামীর জন্য যরূরী কর্তব্য। কেননা এতে তার মধ্যে স্বামীর প্রতি মহব্বত-ভালবাসা, সম্প্রীতি-সদ্ভাব বৃদ্ধি পায়। ফলে সে স্বামীর পরিবারের যাবতীয় কাজ যেমন সুচারুরূপে ও আন্তরিকতার সাথে করে থাকে, তেমনি তাদের মাঝে মনোমালিন্য ও ভুল বোঝাবুঝির পথ বন্ধ হ'তে সহায়তা করে।

---

৬. তাফসীর ইবনে কাছীর, ২/২৪২পৃঃ।
৭. মুসলিম হা/১৪৬৯; মিশকাত হা/৩২৪০, 'বিবাহ' অধ্যায়।
৮. তাবারানী, ছহীহাহ হা/১৬৬।
৯. বুখারী হা/১১৬১।
১০. আবু দাউদ হা/১২৬২; মিশকাত হা/১১৮৯, সনদ ছহীহ।
১১. তাফসীর কুরতুবী, ৫/৯৭।
১২. তিরমিযী হা/২৬৯৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬০৮; তারাজু'আত হা/২৫৯; ইরওয়া হা/২০৪১, সনদ হাসান।
১৩. ছহীহ ইবুন হিব্বান, হা/৪৯৯; আবু দাউদ হা/২৪৯৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩২১, সনদ ছহীহ।

৮. স্ত্রী অসুস্থ হ'লে তার সেবা-শুশ্রূষা করা :

স্ত্রী অসুস্থ বা রোগাক্রান্ত হ'লে সাধ্যমত তার সেবা-শুশ্রূষা করা স্বামীর কর্তব্য। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, ওছমান (রাঃ) বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। কেননা তাঁর স্ত্রী আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর কন্যা অসুস্থ ছিলেন। তখন নবী করীম (ছাঃ) তাঁকে বললেন, إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ. 'বদর যুদ্ধে যোগদানকারীর সমপরিমাণ ছওয়াব ও (গনীমতের) অংশ তুমি পাবে'।[১৪]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) তাঁর কোন এক স্ত্রীর জন্য আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চান, ডান হাত তাঁর শরীরে বুলিয়ে দেন এবং বলেন, اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ، اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِى، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا 'হে আল্লাহ! মানুষের রব, রোগ দূর করে দাও, তাকে আরোগ্য দান কর। তুমিই আরোগ্য দানকারী। তোমার আরোগ্য ব্যতীত কোন আরোগ্য নেই। যা রোগকে ধোঁকা দেয় না'।[১৫]

মানুষ অসুস্থ হ'লে সে আপনজনের সান্নিধ্য ও সাহচর্য কামনা করে। তাই স্ত্রীর অসুস্থতায় সাধ্যমত তার পাশে থাকা, তার সেবা করা এবং তার জন্য দো'আ করা স্বামীর জন্য করণীয়।

৯. স্ত্রীকে সহযোগিতা করা :

স্ত্রীকে পারিবারিক কাজে সহযোগিতা করা স্বামীর জন্য একান্ত করণীয়। বিশেষত সে অসুস্থ হ'লে বা তার পক্ষে কোন কাজ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়লে তাকে সাধ্যমত সহযোগিতা করা যরূরী। আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ يَكُوْنُ فِىْ مِهْنَةِ أَهْلِهِ تَعْنِى خِدْمَةَ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ 'তিনি পরিবারের কাজ করতেন, যখন ছালাতের সময় হ'ত তখন তিনি ছালাতের জন্য বের হয়ে যেতেন'।[১৬]

আয়েশা (রাঃ) আরো বলেন, كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ يَفْلِى ثَوْبَهُ وَيَحْلُبُ شَاتَهُ وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ 'তিনি মানুষের মধ্যেকার একজন মানুষ ছিলেন। তিনি স্বীয় কাপড় সেলাই করতেন, বকরী দোহন করতেন এবং নিজের কাজ নিজে করতেন'।[১৭] অন্যত্র আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ يَخِيْطُ ثَوْبَهُ وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِىْ بُيُوْتِهِمْ. 'তিনি নিজের কাপড় সেলাই করতেন, স্বীয় জুতা ঠিক করতেন এবং এবং অন্যান্য পুরুষের ন্যায় বাড়ীর কাজ করতেন'।[১৮]

১০. স্ত্রীর ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেওয়া ও তার থেকে প্রাপ্ত কষ্টে ধৈর্য ধারণ করা :

স্ত্রীদের সাথে ভাল আচরণ করা প্রত্যেক স্বামীর জন্য করণীয়। তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেওয়া এবং তারা কষ্ট দিলে তাতে ধৈর্য ধারণ করা কর্তব্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا آخَرَ. 'কোন মুমিন পুরুষ যেন কোন মুমিনা নারীকে শত্রু না ভাবে। কারণ নারীর কোন আচরণ অপসন্দ হ'লে কোন আচরণ পসন্দ হবেই'।[১৯] তিনি আরো বলেন, إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّكَ إِنْ تُرِدْ إِقَامَةَ الضِّلْعِ تَكْسِرْهَا فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا– 'নিশ্চয়ই মহিলাদের সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের হাড্ডি থেকে। যদি তুমি তাকে সোজা করতে চাও তাহ'লে তাকে ভেঙ্গে ফেলবে। সুতরাং তার সাথে উত্তম আচরণ কর ও তার সাথে বসবাস কর'।[২০]

অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَىْءٍ فِى الضِّلَعِ أَعْلاَهُ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ اسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যখন কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করবে তখন যেন উত্তম কথা বলে অন্যথা চুপ থাকে। আর নারীদের প্রতি সদুপদেশ প্রদান কর। কেননা পাঁজরের একটি হাড় দিয়ে নারী সৃজিত হয়েছে এবং পাঁজরের সর্বাধিক বাঁকা হ'ল তার উপরের অংশ। তুমি তাকে সোজা করতে গেলে তা ভেঙ্গে ফেলবে। আর তাকে স্বীয় অবস্থায় রাখলে তা সদা বাঁকা থেকে যাবে। সুতরাং নারীদের প্রতি সদুপদেশ দান কর'।[২১]

১১. স্ত্রীর প্রতি উত্তম ধারণা রাখা :

অনেকে স্ত্রীকে অযথা সন্দেহ করে থাকে। ফলে তাদের মাঝে মনোমালিন্য ও ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয়। তাই সন্দেহ করা ঠিক নয়। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয়ই কোন কোন অনুমান পাপ' *(হুজুরাত ৪৯/১২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَإِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ 'তোমরা ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক। কেননা ধারণা করা অধিক মিথ্যা কথা'।[২২]

---

১৪. বুখারী হা/৩১৩০, ৩৬৯৮।
১৫. বুখারী হা/৫৭৪৩; মুসলিম হা/২১৯১।
১৬. বুখারী হা/৬৭৬।
১৭. আদাবুল মুফরাদ হা/৫৪১; তিরমিযী হা/৩৪৩; ছহীহুল জামে' হা/৪৯৯৬।
১৮. আহমাদ হা/২৪৩৮২; ছহীহুল জামে' হা/৪৯৩৭।
১৯. মুসলিম হা/১৪৬৯; মিশকাত হা/৩২৪০, 'বিবাহ' অধ্যায়।
২০. আহমাদ হা/২০১০৫; ছহীহুল জামে' হা/১৯৪৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৯২৬।
২১. মুসলিম হা/১৪৬৮।
২২. বুখারী হা/৫১৪৩, ৬০৬৪; মুসলিম হা/২৫৬৩; মিশকাত হা/৫০২৮।

স্ত্রীদের প্রতি সুধারণা পোষণ করা মুমিনদের জন্য অবশ্য করণীয়। যেমন আল্লাহ বলেন, لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا– 'যখন তোমরা এরূপ অপবাদ শুনলে তখন মুমিন পুরুষ ও নারীগণ কেন তাদের নিজেদের মানুষদের সম্পর্কে উত্তম ধারণা পোষণ করলে না'? *(নূর ২৪/১২)*।

১২. স্ত্রীর চাহিদা পূরণ করা :

স্বামীর উপরে কর্তব্য হচ্ছে স্ত্রীর সকল চাহিদা পূরণ করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا– 'তোমার উপর তোমার শরীরের হক আছে; তোমার উপর তোমার চোখের হক আছে এবং তোমার উপর তোমার স্ত্রীরও হক আছে'।[২৩] আবুদ দারদার হাদীছে আছে, إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهُ– 'তোমার উপর তোমার দেহের হক আছে এবং তোমার রবের হক আছে, মেহমানের হক আছে এবং তোমার পরিবারের হক আছে। অতএব প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান কর'।[২৪]

১৩. স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করা ও তাকে গুরুত্ব দেওয়া :

স্বামী-স্ত্রী দু'জনের মাধ্যমে একটি সুখী-সুন্দর পরিবার গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে কারো অবদান কম নয়। কাউকে খাটো করে দেখার কোন সুযোগ নেই। কারণ স্বামী বাইরের কাজ করে আর স্ত্রী বাড়ীর ভিতরের কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকে। তাই পরিবারের যে কোন কাজে তার সাথে পরামর্শ করা ও সঠিক হ'লে সে পরামর্শ মূল্যায়ন করা উচিত। আল্লাহ বলেন, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ 'আর যরূরী বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অহী নাযিলের পরে খাদীজা (রাঃ)-এর সাথে পরামর্শ করেন[২৫] এবং হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে উম্মু সালামা (রাঃ)-এর পরামর্শ গ্রহণ করেন।[২৬]

১৪. স্ত্রীকে দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেওয়া :

স্বামীর অন্যতম কর্তব্য হচ্ছে স্বীয় স্ত্রীকে দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেওয়া। যার মাধ্যমে তাদের উভয়ের ইহকালীন ও পরকালীন জীবন সুন্দর ও কল্যাণময় হবে। রাসূল (ছাঃ) মালেক বিন হুয়াইরিছ ও তার সাথীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ارْجِعُوْا إِلَى أَهْلِيْكُمْ فَأَقِيْمُوْا فِيْهِمْ وَعَلِّمُوْهُمْ وَمُرُوْهُمْ– 'তোমরা তোমাদের পরিবারের নিকট ফিরে যাও এবং তাদের মধ্যে বসবাস কর। আর তাদেরকে (দ্বীন) শিক্ষা দাও এবং (সৎ কাজের) নির্দেশ দাও'।[২৭] সুতরাং স্ত্রীকে দ্বীনের মৌলিক বিষয়, ইসলাম ও ঈমানের রুকনসমূহ, ইবাদতের বিভিন্ন নিয়ম-পদ্ধতি ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া যরূরী। নিজে শিক্ষা দিতে না পারলে যেখানে এসব শিক্ষা দেওয়া হয় সেখানে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া বা যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া উচিত।

১৫. স্ত্রীকে তার পরিবারের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া :

স্ত্রীকে তার পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া উচিত। আর এক্ষেত্রে প্রয়োজনে নিজে সাথে নিয়ে যাওয়া বা মাহরাম ব্যক্তিকে সাথে দিয়ে পাঠাতে হবে। ইফকের ঘটনাকালে আয়েশা (রাঃ) অসুস্থ হ'লে তিনি পিতার বাড়ীতে গমনের জন্য রাসূলের কাছে অনুমতি চান। রাসূল (ছাঃ) তাকে অনুমতি দিলে তিনি পিতৃগৃহে চলে যান।[২৮]

১৬. স্ত্রীকে দ্বীনের ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া :

প্রত্যেক স্বামীর জন্য কর্তব্য হ'ল স্বীয় স্ত্রীকে দ্বীনী কাজের নির্দেশ দেওয়া। যাতে তারা তা যথাসাধ্য পালন করে। আল্লাহ বলেন, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا 'আর তুমি তোমার পরিবারকে ছালাতের আদেশ দাও এবং তুমি এর উপর অবিচল থাক' *(ত্বা-হা ২০/১৩২)*। রাসূল (ছাঃ) স্বীয় স্ত্রীদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে তথা ইবাদতের নির্দেশ দিতেন। উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, এক রাত্রে রাসূল (ছাঃ) ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় জাগ্রত হয়ে বললেন, سُبْحَانَ اللهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللهُ مِنَ الْخَزَائِنِ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ، مَنْ يُوْقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ، يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ لِكَيْ يُصَلِّيْنَ، رُبَّ كَاسِيَةٍ فِى الدُّنْيَا، عَارِيَةٍ فِى الآخِرَةِ– 'সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ কতইনা ধনভাণ্ডার অবতীর্ণ করেছেন এবং কতইনা ফিৎনা নাযিল হয়েছে! কে আছে যে হুজরাবাসিনীদেরকে জাগিয়ে দেবে? যেন তারা ছালাত আদায় করে। এই বলে তিনি তাঁর স্ত্রীদেরকে উদ্দেশ্য করেছিলেন। তিনি আরো বললেন, দুনিয়ার বহু বস্ত্র পরিহিতা পরকালে উলঙ্গ থাকবে'।[২৯]

১৭. বাড়ীতে ব্যতীত অন্যত্র স্ত্রীকে ছেড়ে না রাখা :

অনেকে স্ত্রীকে বিভিন্ন কারণে অন্যত্র রাখে। কেউবা স্ত্রীর উপরে রাগ করে তাকে তার পিতার বাড়ীতে ফেলে রাখে। এটা উচিত নয়। বরং তাকে শিক্ষার জন্য বিছানা পৃথক করে রাখার প্রয়োজন হ'লে সেটা নিজ বাড়ীতেই হ'তে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِى الْبَيْتِ 'আর তাকে

২৩. *বুখারী হা/১৯৭৫, ৫১৯৯; মিশকাত হা/২০৫৪।*
২৪. *বুখারী হা/৬১৩৯; তিরমিযী হা/২৪১৩।*
২৫. *বুখারী হা/৪৯৫৩; মুসলিম হা/১৬০; মিশকাত হা/৫৮৪১ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়, 'অহি-র সূচনা' অনুচ্ছেদ।*
২৬. *বুখারী হা/২৭৩২।*
২৭. *বুখারী হা/৬৩১; মুসলিম হা/৬৭৪।*
২৮. *বুখারী হা/২৬৬১, ৪১৪১; মুসরিম হা/২৭৭০; আহমাদ হা/২৫৬৬৪।*
২৯. *বুখারী হা/৭০৬৯।*

বাড়ীতে ছাড়া অন্যত্র ত্যাগ করবে না'।[৩০] অর্থাৎ পৃথক রাখতে হ'লে ঘরের মধ্যেই রাখবে।

১৮. স্ত্রীদের মাঝে ন্যায়বিচার করা :

কারো একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের সকলের সাথে ন্যায় ও ইনসাফের সাথে আচরণ করা স্বামীর জন্য অতীব যরূরী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِيْ حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوْا– 'আল্লাহ্র নিকট যারা ন্যায়পরায়ণ তারা দয়াময়ের ডান পার্শ্বে জ্যোতির মিম্বরের উপর অবস্থান করবে। আর তাঁর উভয় হস্তই ডান। (ঐ ন্যায়পরায়ণ তারা) যারা তাদের বিচারে, পরিবারে এবং তার কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে ন্যায়নিষ্ঠ'।[৩১] তিনি আরো বলেন, إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ 'যে ব্যক্তির নিকট দু'জন স্ত্রী আছে সে যদি তাদের মধ্যে সমতা না রাখে তবে ক্বিয়ামতের দিন সে লোক তার দেহের এক পার্শ্ব ভাঙ্গা অবস্থায় উপস্থিত হবে'।[৩২] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيْلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ– 'যার দু'জন স্ত্রী আছে, আর সে তাদের একজনের চেয়ে অপরজনের প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়ে, সে ক্বিয়ামতের দিন তার (দেহের) এক পার্শ্ব পতিত অবস্থায় উপস্থিত হবে'।[৩৩]

১৯. উপদেশ দেওয়া :

বিভিন্ন সময়ে স্ত্রীকে সদুপদেশ দেওয়া স্বামীর অন্যতম কর্তব্য। বিশেষত তার কোন ভুল-ত্রুটি হ'লে তা সংশোধনের উপদেশ দেওয়া যরূরী। বিদায় হজ্জের দিন রাসূল (ছাঃ) বলেন, اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ. لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ– 'স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহারের নছীহত গ্রহণ কর। কেননা তারা তোমাদের কাছে বন্দী। উত্তম আচরণ ছাড়া তাদের উপর তোমাদের কোন অধিকার নেই। তবে যদি তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়'।[৩৪]

২০. মারধর না করা :

স্ত্রীদের বিনা কারণে বা তুচ্ছ কোন ঘটনায় মারধর করা উচিত নয়। বরং তার ত্রুটি বুঝিয়ে দিয়ে তাকে সংশোধনের সুযোগ দিতে হবে। আর মারধর করা রাসূলের আদর্শ নয়। নবী করীম (ছাঃ) কখনো তাঁর স্ত্রীগণকে প্রহার করেননি। আয়েশা (রাঃ) বলেন, مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلاَ امْرَأَةً وَلاَ خَادِمًا– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ হাতে কোন কিছুকে প্রহার করেননি। না তাঁর কোন স্ত্রীকে, না কোন খাদেমকে'।[৩৫] তিনি স্ত্রীদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছেন এবং তাদেরকে অস্বাভাবিক প্রহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ يَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ 'তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে যে তার স্ত্রীকে ক্রীতদাসের মত মারপিট করে। অতঃপর সম্ভবত ঐ দিন শেষেই সে আবার তার শয্যাসঙ্গী হয়'।[৩৬] অন্যত্র তিনি বলেন, لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ– 'তোমাদের কেউ যেন নিজের স্ত্রীকে দাসী-বাঁদীর ন্যায় না পিটায়। অতঃপর দিন শেষে তার সাথে শয্যা গ্রহণ করে'।[৩৭] তিনি আরো বলেন, 'যারা এভাবে স্ত্রীদেরকে প্রহার করে তারা তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি নয়'।[৩৮]

[চলবে]

---

৩০. আবু দাউদ হা/২১৪২; মিশকাত হা/৩২৫৯, সনদ হাসান ছহীহ।
৩১. মুসলিম হা/১৮২৭; নাসাঈ হা/৫৩৭৯; মিশকাত হা/৩৬৯০।
৩২. তিরমিযী হা/১১৪১; ইবনু মাজাহ হা/১৯৬৯; মিশকাত হা/৩২৩৬ সনদ ছহীহ।
৩৩. নাসাঈ হা/৩৯৪২; ইরওয়া হা/২০১৭, সনদ ছহীহ।
৩৪. তিরমিযী হা/১১৬৩, ৩০৮৭; ইবনু মাজাহ হা/১৮৫১; ছহীহুল জামে' হা/৭৮৮০।
৩৫. মুসলিম হা/২৩২৮; ইবনু মাজাহ হা/১৯৮৪।
৩৬. বুখারী হা/৪৯৪২; মুসলিম হা/২৮৫৫; তিরমিযী হা/৩৩৪৩; মিশকাত হা/২৬৭৬।
৩৭. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৪২ 'বিবাহ' অধ্যায়।
৩৮. আবু দাউদ, হা/২১৪৬; ছহীহুল জামে' হা/৭৩৬০; মিশকাত হা/৩২৬১, সনদ ছহীহ।

শিক্ষক আবশ্যক

জামালপুর যেলাশহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত জেনারেল, আলিয়া, ক্বওমী ও হিফয শিক্ষার সমন্বয়ে পরিচালিত আইডিয়াল ইসলামিক একাডেমির জন্য 'সহকারী আরবী শিক্ষক' পদে একজন দক্ষ শিক্ষক আবশ্যক। আগ্রহী প্রার্থীকে প্রিন্সিপাল বরাবর ১ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি ও সার্টিফিকেটের কপিসহ স্বহস্তে লিখিত আবেদন পত্র আগামী ২০/০৮/২০১৭ইং তারিখের মধ্যে জমা দিতে হবে।

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

১। দাওরা হাদীছ ও ফাযিল বা কামিল পাশ।

২। আরবী গ্রামার, হাদীছের মূল কিতাব পড়ানোর দক্ষতা ও আরবী কথোপকথনে পারদর্শী হ'তে হবে।

যোগাযোগ

আইডিয়াল ইসলামিক একাডেমি
নয়াপাড়া, জামালপুর
মোবাইলঃ ০১৮৬৩-৬৮২৪৭০
০১৭৮২-১১৩৮৪২।

Contents

শোকর

*মূল (আরবী) : মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ**
*মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক***

(২য় কিস্তি)

যেসব কাজ শোকর আদায়ে সহায়ক :

কুরআনুল কারীম ও সুন্নাতে নববী আমাদের এমন কিছু পথ ও পন্থা দেখিয়েছে যা ধরে পথ চললে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রদত্ত অসংখ্য নে'মত ভোগের দরুন তার শোকর আদায়ে সক্ষম হব। সেসব পন্থা থেকে নিম্নে কিছু তুলে ধরা হল :

নিজের থেকে নীচে অবস্থানকারীকে লক্ষ্য করা :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ– 'তোমাদের থেকে যারা নীচু অবস্থানে আছে তোমরা তাদেরকে লক্ষ করো; তোমাদের থেকে উপরে অবস্থানকারীদের দিকে লক্ষ করো না। কেননা তা তোমাদের উপর আল্লাহ্র নে'মত অবারিত থাকার পক্ষে বেশী সহায়ক হবে'।[১]

হাসান (রহঃ) হ'তে বর্ণিত আছে তিনি বলেছেন, لَمَّا عُرِضَ عَلَى آدَمَ ذُرِّيَّتُهُ رَأَى فَضْلَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: رَبِّ، لَوْ سَوَّيْتَ بَيْنَهُمْ؟ قَالَ: يَا آدَمُ، إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أُشْكَرَ، يَرَى ذُو الْفَضْلِ فَضْلَهُ فَيَحْمَدُنِي وَيَشْكُرُنِي– 'যখন আদম (আঃ)-এর সামনে তাঁর বংশধরদের তুলে ধরা হ'ল এবং তিনি তাদের পরস্পরের মধ্যে তারতম্য দেখতে পেলেন তখন বললেন, হে প্রভু! আপনি যদি তাদের মাঝে সমতা স্থাপন করতেন! আল্লাহ বললেন, হে আদম, আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকে আমি ভালবাসি। বেশী অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার প্রাপ্ত অনুগ্রহ দেখবে, তারপর আমার প্রশংসা করবে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে'।[২]

আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, মহান আল্লাহ্র শোকর আদায় করাকে তিনি (আল্লাহ) ভালবাসেন। বিবেক-বুদ্ধি, শরী'আত ও প্রকৃতিগতভাবেও আল্লাহ্র শোকর আদায় করা ফরয। আর তাঁর শোকর আদায় ফরয হওয়া যে কোন ফরযের থেকে বেশী স্পষ্ট। বান্দার উপর আল্লাহ্র প্রশংসা, তার একত্ববাদের স্বীকৃতি, তাকে ভালবাসা, তার নে'মত, অনুগ্রহ, শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্বের আলোচনা, তার আনুগত্য স্বীকার করা এবং তার নে'মত প্রচার ও স্বীকার করা কেনইবা ফরয হবে না? এ কারণেই শোকর আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয়, তার ছওয়াবও গুণগত মানে সবার ঊর্ধে। এই শোকরের জন্যই তিনি সৃষ্টিজগৎকে সৃষ্টি করেছেন, আসমানী গ্রন্থসমূহ নাযিল করেছেন এবং শারঈ বিধি-বিধান নির্ধারণ করেছেন। এর জন্যই নানা উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করা হয়েছে। যাতে পূর্ণরূপে শোকর আদায় করা যায়। যেমন- মানুষের মাঝে আল্লাহ তা'আলা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গুণাবলীতে নানা বৈচিত্র্য তৈরী করেছেন। এ বৈচিত্র্য রয়েছে তাদের সৃষ্টিতে, তাদের চরিত্রে, তাদের দ্বীন-ধর্মে, তাদের জীবন-জীবিকায়, তাদের আয়ুষ্কালে ইত্যাকার অন্যান্য ক্ষেত্রে।

সুতরাং যখন কোন সুস্থ ব্যক্তি অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখবে, ধনী লোক গরীব লোককে দেখবে এবং মুমিন কাফিরকে দেখবে তখন সে শ্রেষ্ঠ পদ্ধতিতে আল্লাহ্র শোকর আদায় করবে; তার উপর তাঁর নে'মতের মূল্য বুঝতে পারবে; তাকে যে বিশেষভাবে এ অনুগ্রহ করা হয়েছে এবং অন্যদের উপর তাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তা সে এড়িয়ে যেতে পারবে না। এসব ভাবনার ফলে তার শোকরগুযারী আরো বেড়ে যাবে, কৃতজ্ঞতায় তার মাথা নুয়ে পড়বে এবং সে স্বীকার করবে যে, আল্লাহ আমাকে এসব নে'মত দিয়েছেন।[৩] বান্দা যখন তার থেকে বেশী অনুগ্রহপ্রাপ্ত কাউকে দেখবে তখন আল্লাহ্র নাশুকরী থেকে নিজেকে হেফাযত করতে একথা ভাববে যে, এ আল্লাহ্র বণ্টন। আল্লাহ্র ফয়ছালায় সে আস্থা রাখবে এবং শোকর করবে। অনেক সময় দেখা যায়, মানুষ নিজের থেকে উপরের অবস্থানে কাউকে দেখতে পেলে তার প্রভুর শোকরের কথা ভুলে যায়, নিজেকে বঞ্চিত ভাবতে থাকে। তার তো জানা উচিত যে আল্লাহ বলেছেন, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ 'তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন এবং তোমাদের একের উপর অপরের মর্যাদা সমুন্নত করেছেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তাতে পরীক্ষা নিতে পারেন' *(আন'আম ৬/১৬৫)*।

আল্লাহ্র অনুগ্রহরাজি স্মরণ :

বান্দার উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ বেশুমার। তা গুণে কখনই শেষ করা যাবে না। আল্লাহ বলেছেন, وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ– 'যদি তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ গণনা কর, তবে তা গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(নাহল ১৬/১৮)*। বান্দা যখন তার প্রাপ্ত এসব নে'মত মনে করে আর ভাবে তখন নে'মতগুলোই আপনা থেকে তাকে আল্লাহ্র শোকর করতে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে। আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন, নে'মতের স্মরণ উহার শুকরিয়া আদায়ের একটি প্রেরণাদায়ী মাধ্যম'।[৪]

** সঊদী আরবের প্রখ্যাত আলেম ও দাঈ।*
*** ঝিনাইদহ।*

১. *তিরমিযী হা/২৫১৩, তিনি হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।*
২. *মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৫২২৭।*
৩. *ইবনুল ক্বাইয়িম, শিফাউল আলীল, পৃ. ২২১।*
৪. *ইমাম শাওকানী, ফাতহুল কাদীর ২/৩১৭।*

আবার তার বিপরীতে প্রাপ্ত নে'মত সম্পর্কে অজ্ঞতা শোকর না করার কারণ। ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন, বান্দার জন্য শোকরের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার একমাত্র কারণ প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, বিশেষ-সাধারণ ইত্যাদি নানা ধরনের নে'মত সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা'।[৫]

প্রথম যে নে'মত আল্লাহ তা'আলা আমাদের দিয়েছেন তা হ'ল সৃষ্টি ও তৈরীর নে'মত। তিনি দয়া করে আমাদের অস্তিত্ব দান করেছেন, অস্তিত্বহীন করেননি।

তারপর তিনি আমাদেরকে মানুষ হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন- আমাদেরকে তিনি জড়বস্তু কিংবা ইতর প্রাণী বা পশু-পাখি, বৃক্ষ-লতা করেননি। তিনি আমাদেরকে ঈমান ও ইসলাম নামক নে'মত দ্বারা ধন্য করেছেন; আমাদেরকে তিনি ইহুদী, খ্রিষ্টান কিংবা বৌদ্ধ বানাননি। অতঃপর তিনি আমাদেরকে হিদায়াতের নে'মত দ্বারা সিক্ত করেছেন। তাইতো তিনি আমাদেরকে পাপাচারী ফাসিক ও পথভ্রষ্ট বিদ'আতী মুসলিম বানাননি।

তারপর তিনি আমাদেরকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি আমাদেরকে বিদ'আতী বাতিল ফিরকাগুলোর ভেতরে শামিল করেননি।

হে আমার মুসলিম ভাই/বোন, আপনি যখন জানবেন, এর প্রত্যেকটিই আল্লাহ্র নে'মত, যা তিনি আপনার উপর বর্ষণ করেছেন তখন আপনি দ্রুতই তার শোকরকারী, যিকরকারী, অনুগত, অভিমুখী ও সকল প্রকার ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে তার আনুগত্যশীল বান্দায় রূপান্তরিত হবেন।

আর সাধারণ জনগণকে তাদের উপর আল্লাহ্র নে'মত স্মরণ করিয়ে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ দাওয়াতী কাজ। এই সূর্যটাকেই লক্ষ করুন। কিভাবে তিনি তাকে যথাস্থানে সৃষ্টি করেছেন এবং কিভাবে সে নির্দিষ্ট সময় অন্তর উদিত হয়। সূর্যের অবস্থান যদি পৃথিবী থেকে বহু দূরে হ'ত তাহলে সকল সৃষ্টি ঠাণ্ডায় জমে যেত। আবার যদি বেশ কাছে হ'ত তাহলে সকল সৃষ্টি পুড়ে ছারখার হয়ে যেত।

চাঁদকেও দেখুন, সে যদি তার বর্তমান অবস্থান থেকে পৃথিবীর দিকে একটু বেশী নিকটে অবস্থান করত তাহ'লে জোয়ার উথলে উঠত এবং সারা পৃথিবী তলিয়ে যেত। আবার যদি বর্তমান অবস্থান থেকে দূরে সরে যেত তাহ'লে ভাটার টানে পৃথিবী শুকিয়ে যেত।

আবার ভাবুন, বায়ুমণ্ডলে যদি ওযন স্তর না থাকত তাহ'লে কিভাবে আমরা সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মি থেকে রক্ষা পেতাম?

হে মানুষ, তোমার উপর আল্লাহ্র বড় অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাকে স্বহস্তে মানুষ করে সৃষ্টি করেছেন। অন্য কোন সৃষ্টিকে তিনি স্বহস্তে সৃষ্টি করেননি। তিনি বলেছেন, قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ 'আল্লাহ বললেন, হে ইবলীস! আমি যাকে আমার দু'হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছি, তাকে সিজদা করতে তোমাকে কোন বস্তু বাধা দিল?' *(ছোয়াদ ৩৮/৭৫)*।

সৃষ্টি সংক্রান্ত আয়াতগুলো নিয়েই ভাবুন। আল্লাহ কতভাবে আপনাদেরকে তার নে'মত দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছে- أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً 'তোমরা কি দেখ না, নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবকিছুকে আল্লাহ তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন?' *(লোকমান ৩১/২০)*।

অন্য সূরায় এসেছে, اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ- وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ- وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ- 'তিনিই আল্লাহ, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। অতঃপর তা থেকে তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-শস্যাদি উৎপাদন করেন। আর নৌযানকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন যাতে তাঁর হুকুমে ওটা সাগরে বিচরণ করে এবং তিনি নদী সমূহকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন সর্বদা একই নিয়মে গতিশীল করার মাধ্যমে এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি ও দিবসকে। আর তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন যা কিছু তোমরা চেয়েছ। যদি তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহসমূহ গণনা কর, তাহ'লে তোমরা তা গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই মানুষ অতিবড় যালেম ও অকৃতজ্ঞ' *(ইবরাহীম ১৪/৩২-৩৪)*।

সূরা নাহল, অধিক পরিমাণে নে'মত উল্লেখ থাকার কারণে যার অপর নাম সূরা নি'আম, যার মধ্যে আল্লাহ বলেছেন,

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ- وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ- وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ- أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ- وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ-

'তিনিই সমুদ্রকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা সেখান থেকে তাযা মাছ ভক্ষণ করতে পার এবং

৫. *ইমাম গাযালী, ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন ৪/১২৬।*

সেখান থেকে তোমাদের পরিধেয় রত্নালংকার আহরণ করতে পার। তুমি তার বুক চিরে নৌযান চলতে দেখ যাতে তোমরা সেখান থেকে তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। আর তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বতসমূহ স্থাপন করেছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদের নিয়ে হেলা-দোলা না করে এবং স্থাপন করেছেন নদী-নালা ও রাস্তাসমূহ যাতে তোমরা গন্তব্যে পৌঁছতে পার। আর সৃষ্টি করেছেন পথ নির্দেশক চিহ্নসমূহ এবং ওরা নক্ষত্রের সাহায্যেও পথের দিশা পায়। অতএব যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি তার মত যে সৃষ্টি করে না? তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না? যদি তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ গণনা কর, তবে তা গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(নাহল ১৬/১৪-১৮)*।

পাক পরওয়ারদিগার একই সূরার অন্য আয়াতে বলেন, وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلاَلاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ– 'আর আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তিনি তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন এবং পাহাড় সমূহে তোমাদের জন্য আশ্রয়ের স্থান করেছেন। আর তিনি তোমাদের জন্য এক প্রকার পোষাকের ব্যবস্থা করেছেন, যা তোমাদেরকে গ্রীষ্মের খরতাপ থেকে এবং আরেক প্রকার পোষাকের ব্যবস্থা করেছেন যা তোমাদেরকে যুদ্ধে হামলা থেকে রক্ষা করে। এভাবে তিনি তোমাদের উপর তাঁর অনুগ্রহকে পূর্ণ করেন যাতে তোমরা (আল্লাহ্র প্রতি) অনুগত হও' *(নাহল ১৬/৮১)*।

দ্বীনের পরিপূর্ণতাও আমাদের উপর আল্লাহ্র মহা অনুগ্রহের অন্যতম। আল্লাহ বলেন, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِينًا 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নে'মতকে সম্পূর্ণ করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' *(মায়েদাহ ৫/৩)*।

কিছু মানুষ আল্লাহ্র দেওয়া নে'মতকে নিজের যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা ও ক্ষমতাবলে অর্জিত হিসাবে প্রচার করে। এটা স্পষ্ট গুমরাহী। যেমন কারূন এমন করেছিল। আল্লাহ বলেন, قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي 'সে বলল, এই সম্পদ আমি আমার নিজস্ব জ্ঞানের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছি' *(ক্বাছাছ ২৮/৭৮)*। অনেকে আবার যন্ত্রপাতির দোহাই দিয়ে আল্লাহ্র নে'মতকে নিজেদের নামে বলে থাকে। যেমন- আধুনিক যুগের অনেক জাহিল লোক যান্ত্রিক উন্নয়নকে আল্লাহ্র নে'মত বলে স্বীকার করতে চায় না। তারা মনে করে এসব যন্ত্র তাদের বিদ্যা-বুদ্ধি ও গবেষণার ফসল। উন্নয়ন যা কিছু হচ্ছে তা সবই তাদের কারিশমায়। অথচ আল্লাহ বলেছেন, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ 'তোমাদের কাছে যেসব নে'মত আছে, তা সবই আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে' *(নাহল ১৬/৫৩)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ– أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ– لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلاَ تَشْكُرُونَ– 'আর তোমরা ভেবে দেখেছ কি- তোমরা যে পানি পান কর তা কি তোমরা মেঘমালা থেকে নিজেরা নামিয়ে আন, না আমি তা নামিয়ে থাকি? আমি তো ইচ্ছে করলে ঐ পানি লবণাক্ত করতে পারতাম। তাহ'লে কেন তোমরা শুকরিয়া আদায় কর না' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৬৮-৭০)*।

পূর্বসূরীদের কেউ কেউ এমন কামনা ও আফসোস প্রকাশ করেছেন যে, তারা যদি মৃত মানুষ হ'তেন! তাদের যদি সৃষ্টি করা না হ'ত! কিংবা তারা যদি গাছ-পাথর ইত্যাদি হ'তেন!! তাদের এমন কামনা ও আফসোসের কারণে অনেকের মনে প্রশ্ন দাঁড়ায়- তারা যখন মানবরূপে সৃষ্টি হওয়া নিয়ে এত আফসোস করেছেন তখন তো এরূপভাবে সৃষ্টি হওয়া এবং এভাবে বেঁচে থাকা কোনই নে'মত নয়। প্রকৃত সত্য হ'ল এসব পূর্বসূরী শোকরকারীদের উচ্চ পর্যায়ের লোক ছিলেন। কিন্তু কোন কোন সময় তাদের ভেতর ভীতিকর কোন অবস্থার উদয় হ'ত, ফলে তাদের মনে কামনা জাগত যদি তারা পার্থিব এ জীবন না পেতেন তাহ'লে তাদের হিসাবের মুখোমুখি হ'তে হ'ত না। সাধারণভাবে মানুষ হিসাবে জীবন লাভ না করা কখনই তাদের কামনা-বাসনা ছিল না।

নে'মত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হওয়ার বিষয়ে বান্দার জানা থাকা :

বান্দা আল্লাহ তা'আলার দেওয়া যেসব নে'মত ভোগ করেন সে সম্পর্কে তার জানা-বুঝা থাকলে আল্লাহ্র শোকর আদায়ে তা সহায়ক হবে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ 'অতঃপর তোমরা অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে দেওয়া নে'মতরাজি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে' *(তাকাছুর ১০২/৮)*।

সে যখন উপলব্ধি করতে পারবে যে, কিয়ামতের দিন সে নে'মত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। ঠাণ্ডা শীতল পানি পর্যন্ত প্রতিটি নে'মত সম্পর্কে তাকে হিসাব দিতে হবে। তখন এই হিসাব দেওয়ার ভয়েই সে শোকর আদায়ে তৎপর হবে। অবশ্য নে'মতের শোকর অনুধাবনে মানুষে মানুষে তারতম্য লক্ষ করা যায়। কিছু মানুষ ক্বিয়ামত দিবসে জিজ্ঞাসার দায় থেকে অব্যাহতি লাভের আশায় নিজেদেরকে নে'মত ভোগ থেকে বঞ্চিত রাখে। অথচ আল্লাহ তা'আলা আমাদের নে'মত ভোগে খুশি হন এবং নে'মত ভোগের পর আমরা যেন তার শোকর আদায় করি সে সম্পর্কে তিনি আমাদের আদেশ দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছে, كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ '(আমরা বললাম) তোমরা আল্লাহ্র দেওয়া রিযিক থেকে খাও এবং পান কর। আর

তোমরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টিকারীরূপে বিচরণ করো না' *(বাক্বারাহ ২/৬০)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ 'হে বিশ্বাসীগণ! আমরা তোমাদের যে রূযী দান করেছি, সেখান থেকে পবিত্র বস্তু সমূহ ভক্ষণ কর। আর আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা কেবল তাঁরই দাসত্ব করে থাক' *(বাক্বারাহ ২/১৭২)*। বরং এসব নে'মতের শোকর তো কেবল ভোগের পরেই হ'তে পারে।

অনেকে আছে কিছু নে'মত ভোগ থেকে নিজেকে দূরে রাখে কিন্তু তা থেকে পরিমাণে অধিক নে'মত যে সে ভোগ করছে তার খবর সে রাখে না। এক ব্যক্তি হাসান বাছরী (রহঃ)-এর নিকট এসে বলল, 'আমার এক প্রতিবেশী আছে, যে ফালুদা (الفالوذج) খায় না। তিনি বললেন, কেন? সে বলল, তার ধারণা যে, সে ফালুদার শোকর আদায় করতে পারবে না, তাই খায় না। হাসান (রহঃ) বললেন, সে কি ঠাণ্ডা পানি পান করে? সে বলল, হাঁ। তিনি বললেন, তোমার প্রতিবেশী নিশ্চয়ই একজন মূর্খ। কেননা ঠাণ্ডা পানিতে তো ফালুদার তুলনায় আল্লাহ তা'আলা তার উপর বেশী নে'মত বর্ষণ করছেন'।[৬]

এ ধরনের লোকদের আমরা এ কথাও বলি যে, এমন বহু নে'মত আছে যা উপভোগ না করে তোমরা থাকতে পারবে না। যেমন শ্বাস-প্রশ্বাসের নে'মত, হৃৎপিণ্ডের সঞ্চালনজনিত নে'মত, রক্ত সঞ্চালনজনিত নে'মত- তবে কি তোমরা এগুলির শোকর আদায়ে সক্ষম? আমরা তাদের বলছি, হাঁ, বান্দার উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহরাজির একটি অনুগ্রহেরও বান্দা শোকর আদায়ে সক্ষম নয়। তারপরও বান্দা নে'মত ভোগ করবে; তার উপর আল্লাহ্র দেওয়া নে'মত স্বীকার করবে এবং শোকর আদায়ে নিজের অক্ষমতাও প্রকাশ করবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন, أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي 'হে প্রভু, আমার উপর আপনার বর্ষিত নে'মত আমি আপনার কাছে স্বীকার করছি এবং আপনার কাছে আমার পাপও স্বীকার করছি'।[৭]

সারকথা এই যে, যে ব্যক্তি নিজের উপর উপাদেয় উৎকৃষ্ট জিনিস নিষিদ্ধ করবে এবং শারঈ ওযর ব্যতীত তা পানাহার থেকে বিরত থাকবে, সে একজন বিদ'আতী ও নিন্দার পাত্র। আর যে ফরয শোকর আদায় না করে তা পানাহার করবে সেও নিন্দনীয়। যারা হকপন্থী তারা উপাদেয় নে'মত সমূহ অপব্যয় না করে ভোগ করে এবং তার শোকর আদায়ের চেষ্টা করে।[৮]

শোকর আদায়ে সাহায্যের জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ :

আমাদের যেন শোকর আদায়ে আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করেন সেজন্য আমরা তার নিকট দো'আ করতে পারি। اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ 'হে আল্লাহ, আপনি আমাকে আপনার যিকর, আপনার শোকর এবং সুন্দরভাবে আপনার ইবাদতের জন্য সাহায্য করুন'।[৯]

আল্লাহ্র শোকরপ্রিয়তা সম্পর্কে জ্ঞান রাখা :

আল্লাহ তা'আলা শোকর এবং শোকর আদায়কারীদের ভালবাসেন। একথা বান্দার জানা থাকলে তার ভালবাসা পাওয়ার স্বার্থে সে শোকর আদায়ে ভালমতো চেষ্টা করবে। ক্বাতাদা (রহঃ) বলেন, إِنَّ رَبَّكُمْ مُنْعِمٌ يُحِبُّ الشُّكْرَ 'তোমাদের রব নে'মতদাতা, তিনি শোকর ভালবাসেন'।[১০]

শোকরের ফল :

শোকরের বহু ফল ও উপকারিতা রয়েছে। এসব ফলের কোনটাই কিন্তু আল্লাহ্র বরাবরে নয়; বরং তার সবই বিশেষভাবে মানুষ লাভ করে থাকে। সুতরাং মানুষ যখন শোকর করে তখন নিজের কল্যাণার্থেই শোকর করে। আবার যখন অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তখন সেই অকৃতজ্ঞতার কুফলও তার উপর বর্তাবে। যেমন আল-কুরআনে হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে- فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ 'অতঃপর সুলায়মান যখন সেটিকে তার সামনে দেখল, তখন বলল, এটি আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ। যাতে তিনি পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তার নিজের কল্যাণের জন্যই সেটা করে থাকে। আর যে ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ হয়, সে জানুক যে আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত ও মহান' *(নামল ২৭/৪০)*।

শোকরের কিছু ফল ও উপকারিতা নিম্নে তুলে ধরা হ'ল।

আল্লাহ্র আযাব থেকে নাজাত :

আল্লাহ তার কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, বান্দা যখন শোকর আদায় করবে এবং ঈমান আনবে, তখন তাকে শাস্তি দেওয়ার আল্লাহ্র কোনই ইচ্ছে নেই। তিনি বলেন, مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا عَلِيمًا 'তোমাদের শাস্তি দিয়ে আল্লাহ কি করবেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও ও বিশ্বাসে দৃঢ় হও? আর আল্লাহ হ'লেন গুণগ্রাহী ও সর্বজ্ঞ' *(নিসা ৪/১৪৭)*।

ইবনু জারীর ত্বাবারী (রহঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لاَ يُعَذِّبُ شَاكِرًا وَلاَ مُؤْمِنًا 'মহা প্রশংসার অধিকারী আল্লাহ তা'আলা না শোকরকারীকে আযাব দিবেন, না মুমিনকে'।[১১]

---

৬. তাফসীরে কুরতুবী ৬/২৪৩।
৭. বুখারী হা/৬৩০৬; মিশকাত হা/২৩৩৫।
৮. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩২/২১২ পৃ.।
৯. আবুদাঊদ হা/১৫২২, হাদীছ ছহীহ।
১০. তাফসীরে ত্বাবারী ৬/২১৮।
১১. তাফসীরে ত্বাবারী ৪/৩৩৮।

হাসান বাছরী (রহঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ لَيُمَتِّعُ بِالنِّعْمَةِ مَا شَاءَ، فَإِذَا لَمْ يُشْكَرْ قَلَبَهَا عَلَيْهِمْ عَذَابًا 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মানুষের ভোগের জন্য যথেচ্ছ নে'মত দান করেন। কিন্তু তার শোকর আদায় না করা হ'লে তিনি সেই নে'মতকে তাদের জন্য আযাবে রূপান্তরিত করেন'।[১২]

আল্লাহ্র সন্তোষ লাভ :

আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তার ঐ বান্দার উপর সন্তুষ্ট, যে এক লোকমা খাবার খায়, অতঃপর সেজন্য তার প্রশংসা করে অথবা এক ঢোক পানি পান করে, তারপর সেজন্য তার প্রশংসা করে'।[১৩]

হিদায়াতের অনুগ্রহ দ্বারা বিশেষভাবে ধন্য :

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আল-কুরআনে জানিয়েছেন যে, তার বান্দাদের মধ্য থেকে কেবল শোকরকারীরা হিদায়াতের অনুগ্রহ দ্বারা বিশেষভাবে বিভূষিত। তিনি বলেন, وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ 'আর এভাবেই আমরা তাদের কারু দ্বারা কাউকে পরীক্ষায় ফেলি। যাতে তারা বলে যে, আমাদের মধ্য থেকে আল্লাহ এই লোকগুলির উপরেই কি অনুগ্রহ করেছেন? অথচ আল্লাহ কি তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাদের সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত নন'? *(আন'আম ৬/৫৩)*।

ইবনু জারীর ত্বাবারী (রহঃ) বলেছেন, উক্ত আয়াতের শেষ বাক্য সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আমার সৃষ্টিকুলের মধ্যে কারা আমার নে'মতের শোকর আদায় করে এবং কারা করে না সে সম্পর্কে আমিই বেশী জ্ঞাত। ফলে যারা আমার নে'মত পেয়ে আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে প্রতিদানে আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে হিদায়াতের অনুগ্রহ দ্বারা ভূষিত করা হয়। আর যারা আমার নে'মতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে প্রতিদানে আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে হিদায়াত থেকে (عَنْسَبِيلِ الرَّشَادِ) দূরে সরিয়ে অপমানিত করা হয়'।[১৪]

নে'মতের হেফাযত :

নে'মত হাত ছাড়া হওয়ার যত কারণ আছে তার সবগুলো থেকে শোকর সুরক্ষা দান করে। এজন্য কোন কোন বিদ্বান শোকরকে নে'মতের বেড়ি (قيد النعم) বলে উল্লেখ করেছেন। শোকর নে'মতকে বেড়ি পরিয়ে রাখে, যাতে সে পালাতে না পারে।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেছেন, قَيِّدُوا نِعَمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالشُّكْرِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ 'তোমরা আল্লাহ্র নে'মতরাজিকে আল্লাহ্র শোকর দ্বারা শৃঙ্খলিত করে রাখো'।[১৫]

নে'মত বৃদ্ধি :

আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় গ্রন্থে শোকরকারীদের জন্য নে'মত বাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ 'আর যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তাহ'লে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে বেশী বেশী করে দেব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তাহ'লে (মনে রেখ) নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর' *(ইবরাহীম ১৪/৭)*।

অতএব দেখা যাচ্ছে শোকরের ফলে নে'মত বৃদ্ধি পায় এবং তা হাতছাড়া হওয়া থেকে রক্ষা পায়। হাসান বাছরী (রহঃ) বলেছেন, بَلَغَنِي أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى قَوْمٍ سَأَلَهُمُ الشُّكْرَ، فَإِذَا شَكَرُوهُ كَانَ قَادِرًا على أَنْ يَزِيدَهُمْ، فَإِذَا كَفَرُوهُ كَانَ قَادِرًا على أَنْ يَقْلِبَ نِعْمَتَهُ عَلَيْهِمْ عَذَابًا– 'আমার নিকট এ বার্তা পৌঁছেছে যে, আল্লাহ তা'আলা যখন কোন জাতির উপর অনুগ্রহ করেন তখন তাদের কাছে শোকর করার আবেদন জানান। যদি তারা শোকর করে তবে আল্লাহ তাদের নে'মত বাড়িয়ে দিতে পারেন। আর যদি তারা অকৃতজ্ঞতা দেখায় তাহ'লে তাদের নে'মতকে আযাবে রূপান্তরিত করতে পারেন'।[১৬]

রাবী' বিন আনাস (রহঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ ذَاكِرٌ مَنْ ذَكَرَهُ، وَزَائِدٌ مَنْ شَكَرَهُ وَمُعَذِّبٌ مَنْ كَفَرَهُ 'নিশ্চয়ই যে আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহ তাকে স্মরণ করেন। যে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি তার প্রতি নে'মত বৃদ্ধি করে দেন এবং যে তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি তাকে শাস্তি দেন'।[১৭] এজন্যই পূর্বসূরীরা শোকরকে দু'টি নামে আখ্যায়িত করতেন। (১) আল-হাফিয (الْحَافِظُ) বা সংরক্ষণকারী। কেননা তা বিদ্যমান নে'মতগুলোকে হেফাযত করে। (২) আল-জালিব (الْجَالِبُ) বা আনয়নকারী। কেননা তা হারানো নে'মতকে হাঁকিয়ে নিয়ে আসে।[১৮] অতএব হে বন্ধু, প্রতিটি নে'মতে আল্লাহ্র শোকর আদায় করতে ভুলো না। কেননা শোকর নে'মত টেনে আনে।

[চলবে]

---

১২. ইবনু আবিদ্দুনিয়া, আশ-শুকর, পৃ. ১৭।
১৩. মুসলিম হা/২৭৩৪; মিশকাত হা/৪২০০।
১৪. তাফসীরে ত্বাবারী ৫/২০৪।
১৫. শু'আবুল ঈমান হা/৪৫৪৬।
১৬. শুআবুল ঈমান হা/৪৫৩৬।
১৭. তাফসীরে ত্বাবারী ২/৩৯।
১৮. ইবনু তায়মিয়াহ, উদ্দাতুছ ছাবেরীন, পৃঃ ৯৮।

Contents

সেলফোন এবং অপব্যবহার

-প্রফেসর ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত*

সাড়ে তিনশ' বছর যাবৎ বৈজ্ঞানিক গবেষণার অগ্রযাত্রা অবিরাম গতিতে বেড়েই চলেছে। অনন্যসাধারণ আবিষ্কার মানুষকে যেমন চূড়ান্ত উচ্চতায় নিয়ে গেছে, সভ্যতাকে দিয়েছে তেমনি এক অনবদ্য রূপ। প্রস্তর যুগ বা আদি যুগ থেকে আমরা আজ কোথায় এসে পৌঁছেছি তা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি কল্পনাতীত। আমরা যদি চিন্তা করি ট্রাইলোবাইটস, ডাইনোসরসহ বিভিন্ন প্রজাতির বিলুপ্তির কথা; একই সঙ্গে পৃথিবী থেকে প্রাচীন অনেক ফলজ এবং ঔষধি বৃক্ষের বিলুপ্তির কথা; তাহলে অবশ্যই আমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে, মানব জাতি বা মানুষের বিলুপ্তি কি হঠাৎ করে ঘটে যাবে না? বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে পৃথিবী যেমন গতি পেয়েছে, তেমনি পরিবেশ দূষণ বিভিন্ন জীব ও উদ্ভিদের বাঁচার জন্য অসহনীয় হয়ে উঠেছে। এক পর্যায়ে তারা হয়তো জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলবে। কার্লমার্কসের সূত্রানুযায়ী উন্নতির একটা চরম ধাপ আছে, সেই শেষ সীমায় পৌঁছার পর অধোগতি অবশ্যম্ভাবী। এটাই হলো প্রকৃতির নিয়ম। হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রাচুর্য-দরিদ্রতা ইত্যাদি একে অন্যের সঙ্গে জড়িত। আজকের এ প্রবন্ধে যে আবিষ্কার নিয়ে কথা বলতে চাই, তা হলো যোগাযোগ মাধ্যম। শুধু বৈপ্লবিক নয়, অতিবৈপ্লবিক পরিবর্তন এখানে হয়ে গেছে। যোগাযোগ বলতে বাস, ট্রাক, রেল, বিমান বা রকেটের যোগাযোগ আমি বুঝাতে চাচ্ছি না। বলতে চাই টেলি যোগাযোগের বিষয়ে।

১৯৮০ সালের কথা। মস্কো অলিম্পিকের সময় বাইরের শহরগুলো থেকে বিদেশীদের মস্কো যাওয়ার ভিসা ছিল বন্ধ। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে বিদেশী ছেলেদের এক শহর থেকে অন্য শহরে যেতে ভিসা বা ডীন অফিসের অনুমতি নিতে হতো। ১৯৭৯ সালের জুন মাসে বিয়ে করে ৮০ সালের জানুয়ারীতে অদেসা চলে আসি এমএসসি ও পিএইচডি স্কলারশিপ নিয়ে। অলিম্পিক চলাকালে যোগাযোগ অর্থাৎ টেলি যোগাযোগের অগ্রগতির সুযোগ নিয়ে চট্টগ্রামে অবস্থানরত প্রিয়তমার সঙ্গে কথা বলার জন্য এক রবিবার সকাল ৮টায় সমুদ্রবন্দর অদেসার টেলিফোনের প্রধান কার্যালয়ে গিয়ে একটা কল বুক করি। না খেয়ে বিকাল ৫টা পর্যন্ত অপেক্ষা করে যেটুকু সুযোগ পেলাম, অদেসা-মস্কো, মস্কো-লণ্ডন, লণ্ডন-ঢাকা সংযোগ দেওয়া সম্ভব, কিন্তু ঢাকা-চট্টগ্রাম লাইন সংযোগ হচ্ছে না। সাংঘাতিক মন খারাপ করে হোস্টেলে চলে যাব। যখন ফিরে আসব তখন যে বয়স্ক ভদ্রমহিলা কলটা বুক করেছিলেন, তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে একটি উপদেশ দিলেন। বললেন, অলিম্পিকের পরে মস্কো টেলিফোন অফিসে গিয়ে কল বুক করলে অবশ্যই আমি কথা বলতে পারব। যথারীতি সেভাবে ডীন অফিসের অনুমতি নিয়ে ২২ ঘণ্টা ট্রেনে চড়ে মস্কো এসে সরাসরি টেলিফোন অফিসে গিয়ে কল বুক করে ৮ ঘণ্টা অপেক্ষার পর একই জবাব ঢাকা-চট্টগ্রাম সংযোগ দেওয়া সম্ভব নয়। বিষণ্ন মনে পুনরায় ২২ ঘণ্টা ট্রেন ভ্রমণ শেষে অদেসায়। কিন্তু বিজ্ঞানের অনবদ্য আবিষ্কারের ফলে আজ টেলি যোগাযোগ কী অসম্ভব অগ্রগতি সাধন করেছে। উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশ থেকে পৃথিবীর যেকোন প্রান্তে আপনি কথা বলতে পারেন। এমনকি বিনা শ্রমে প্রিয় ব্যক্তি বা সন্তানের ছবিও দেখতে পারেন।

বিজ্ঞানের অপব্যবহার ধরুন টেলিফোনের কথা অর্থাৎ মোবাইলের কথা। ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক রেডিয়েশনের কথা। ১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে হিরোশিমায় যে আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটেছিল, সেখানে তাৎক্ষণিক সর্বোচ্চ কল্পনাতীত তাপমাত্রার সৃষ্টি ছাড়াও অদ্যাবধি তেজস্ক্রিয়তার কিছু রেশ রয়ে গেছে। সেটা একবার ঘটেছিল। অথচ মোবাইল ফোনের রেডিয়েশন একটা ক্রনিক পদ্ধতি যা সবাইকে কুরে কুরে খাচ্ছে। এ ব্যাপারে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ডিপ্লোম্যাটিক বক্তব্য দায়িত্ব এড়ানোর শামিল।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বক্তব্য : 'Serious health effects like cancer are unlikely from mobile phones and their base stations' Based upon the consensus view of medical and scientific communities. (চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী সমাজের ঐক্যবদ্ধ মতামত অনুযায়ী মোবাইল ফোন এবং এর মূল কেন্দ্রগুলি থেকে অনাকাংখিতভাবে মানুষের স্বাস্থ্যের উপর ক্যান্সারের ন্যায় বিপদজনক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে থাকে)।

এ পি জে আবদুল কালামের ভাষায়, Technology is meant to simplify our lives, but excessive dependence on it has complicated our lives. অর্থাৎ প্রযুক্তির আবিষ্কার এবং ব্যবহার হওয়া উচিত ছিল আমাদের জীবনযাত্রাকে সহজ করার জন্য, কিন্তু প্রযুক্তির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা আমাদের জীবনকে জটিল করে তুলেছে'। শুধু তাই নয়, আমার কাছে মনে হচ্ছে প্রযুক্তি হলো দুই দিকে ধারালো এক তলোয়ার। যার অতিমাত্রায় ব্যবহার এবং অপব্যবহার দুই দিকে ধারালো অস্ত্রের মতোই বিপর্যয় টেনে আনতে পারে।

শুরুতেই ধরি রিং টোনের কথা। প্রত্যেকেই তার রুচিসম্মত অদ্ভূত রিং টোন বা গান বা আজান বা কোরআন তেলাওয়াত সংযুক্ত করেন। কেউ কেউ জাতীয় সংগীত দিতে ভুল করেন না। নিজের কাছে রুচিসম্মত হ'লেও অনেকের কাছেই তা রুচিবিবর্জিত। তা ছাড়া কোনো যরূরী সভায়, নিমন্ত্রণে, ডাক্তারের চেম্বারে প্রবেশ করার সময় সাধারণত ভদ্রতার খাতিরে হলেও Silent Mode-এ রাখা উচিত। তাও অনেকেই করেন না।

আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল ১৮৭৬ সালের ১০ই মার্চ প্রথম যে টেলিফোনে তার বন্ধু থমাস ওয়াটসনের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, যার বাণিজ্যিক রূপ লাভ ও অনন্য আবিষ্কার বিবেচনায় তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। আজ যদিও

*সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, বিএসএমএমইউ, ঢাকা।

তা সেকেলে, কিন্তু মূল ভিত্তি ওটাই। সত্যিকার অর্থে মোবাইল প্রথম বাজারজাত করা হয় নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে, যা যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়ে দেয়, যেটা সত্যিই মোবাইল (বহনযোগ্য) এবং কম দামী প্রয়োজনীয় মাধ্যম এবং যা জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে গেছে। বাংলাদেশে আনুমানিক ১২ কোটির মতো সিম বাজারজাত করা হয়েছে, যেহেতু কেউ একাধিক সিম ব্যবহার করেন, সে ক্ষেত্রে ১১ কোটি লোক যদি সেলফোন ব্যবহার করে থাকেন, তাহ'লে ১৬ বছরের নিচের শিশুরাও কমপক্ষে ২ কোটি নিয়মিত সেলফোন ব্যবহার করছে। তাছাড়া এখন বাচ্চাদের খাওয়ানোর সময় টেলিভিশনের পরিবর্তে সেলফোনের বিভিন্ন প্রোগ্রাম দেখিয়ে খাওয়ানো হয়। সে ক্ষেত্রে শুধু ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক রেডিয়েশন নয়, এত ক্ষুদ্র পর্দায় দেখার জন্য চোখের Accommodation-এর সমস্যা হয়। সাধারণত বিজ্ঞানীদের মতে, ১৬ বছরের নিচে কারও সেলফোন ব্যবহার করা উচিত নয়।

সাধারণত একটি কল রিসিভ করলে ২০ সেকেণ্ডের বেশী কথা না বলাই শ্রেয়। যদি ৩ মিনিট কথা বলা হয় তাহ'লে পরবর্তী ২০ মিনিট সেলফোন ব্যবহার না করা উচিত। মনে রাখতে হবে, ২০ মিনিটের অধিক সময় কথা বললে মস্তিষ্কের তাপমাত্রা ১০২ডিগ্রি F-এর ওপরে উঠে যায়, যা মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষে কম্পনের সৃষ্টি করে। রেডিয়েশনের ধরন সাধারণত Non Ionizing এবং Ionizing radiation সাধারণত চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়, চিকিৎসা ও রোগ নিরূপণের জন্য। বিদ্যুৎবাহী তার, রাডার, বিদ্যুৎ চালিত যোগাযোগ যানবাহন, কম্পিউটার, বেইস স্টেশন ও সেলফোনে ব্যবহৃত হয় Non Ionizing radiation. মোবাইল ফোনের ভয়াবহতা হলো, বেইস স্টেশন, রিসিভার এবং মোবাইল সুইচ সেন্টার সব জায়গা থেকেই রেডিয়েশন নির্গমন হয়।

সাধারণত মোবাইল ফোন ব্যবহারে ক্লান্তি বা অবসাদ, মাথাব্যথা, নিদ্রাহীনতা, স্মরণশক্তি হ্রাস, কানে শোঁ শোঁ বা ভোঁ ভোঁ করা, জয়েন্ট ব্যথা অর্থাৎ কব্জি, কাঁধ, কনুই সর্বোপরি কানের শুনানিরও যথেষ্ট ক্ষতি করে। মোবাইল ফোন শুধু বিমানে নিষিদ্ধ, হাসপাতালের যেসব জায়গায় ইলেকট্রো মেডিকেল যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, সেসব জায়গায় অর্থাৎ অপারেশন থিয়েটার আইসিইউ, সিসিইউ এমনকি যে রোগীর শরীরে পেসমেকারের মতো ডিভাইস বসানো আছে, সেখানেও নিষিদ্ধ। যানবাহন চলমান অবস্থায়, চালকের জন্য মোবাইল ব্যবহার দণ্ডনীয় অপরাধ। আন্তর্জাতিক গবেষণায় দেখা গেছে, গাড়ির দুর্ঘটনা বর্তমানে চার গুণ বেশী হয়েছে শুধু চালকের চলমান অবস্থায় মোবাইল ব্যবহারের কারণে। সর্বোপরি মস্তিষ্কে কোকেনের মতোই আসক্তি সৃষ্টি করে ফেসবুক।

সর্বশেষ জেনে রাখা ভালো, ১. ফোনে কথা বলার সময় একাধারে ৩ মিনিটের বেশী কথা না বলে অন্ততঃ ১৫ মিনিট বিরতি দিয়ে কথা বলা। ২. রেডিয়েশন কমাতে সরাসরি হ্যাণ্ডসেটের পরিবর্তে হেডফোন বা হেডসেট ব্যবহার না করা। ৩. মোবাইল ফোন চার্জে লাগানো অবস্থায় কথা না বলা। ৪. শিশুদের কাছ থেকে মোবাইল ফোন দূরে রাখা। ৫. রাস্তা পারাপারের সময় মোবাইল ফোনে কথা না বলা। ৬. হাতের কাছে ল্যাণ্ডফোন থাকলে মোবাইল ফোন ব্যবহার না করা। ৭. আইসিইউ এবং ওটিতে মোবাইল ফোন ব্যবহার না করা। ৮. যত্রতত্র অ্যান্টেনা ব্যবহারের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা। ৯. মোবাইল ফোন সেটের উৎপাদনকারী কর্তৃপক্ষের উচিত Specific Absorption Rate (SAR) উল্লেখ করা, যাতে গ্রাহকরা তা দেখে রেডিয়েশনের মাত্রা সম্পর্কে জানতে পারেন।

আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের কিছু ব্যাপার বিজ্ঞানের অধোগতির কারণ হিসাবে দাঁড়াতে পারে। এটা ধরে নেওয়া যায়, বিজ্ঞান যদি এক্সপ্লোসিভ বা বিস্ফোরক শক্তি উৎপাদন করতেই থাকে তবে আজ হোক, কাল হোক বিজ্ঞান বিকশিত হ'তে পারে এমন সমাজ টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়বে। এ বিষয়টি বড় আকারের এবং ভিন্ন আঙ্গিকের। ফলে এর সুদৃঢ় উত্তর দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। তবে প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ বলে এর জবাব খোঁজা প্রয়োজন।

এ বিপদ অনেক দূরবর্তী কিছু নয়; কয়েক বছরের মধ্যেই তা হুমকি হয়ে দেখা দেবে। কিন্তু সেসব কিছু নিয়ে আমি মোটেই চিন্তিত নই। আমি আরও বড় ব্যাপার নিয়ে ভাবছি। এমনকি কোন সমাজ হ'তে পারে, যা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হ'লেও সে স্থিরতা পাবে, যা অতীতে অনেক সমাজে বিদ্যমান ছিল? নাকি আত্মঘাতী বিস্ফোরক তৈরী করাই এদের অমোঘ নিয়তি? এ প্রশ্নগুলো আমাদের বিজ্ঞানের জগতের বাইরে নিয়ে আসে ন্যায়, আদর্শ, নৈতিকতা ও বৃহত্তর জনমানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ চিন্তা করে। *(সূত্র : বিজ্ঞানই অপবিজ্ঞানের প্রতিষেধক, বার্ট্রাণ্ড রাসেল; রতন তনু ঘোষ সম্পাদিত)*। মহাত্মা গান্ধীর ভাষায় সাতটি মৃত্যুসম পাপের একটি হলো Science without humanity (মানবতা বিবর্জিত বিজ্ঞান)। যোগাযোগ বিপ্লবে মোবাইল ফোনের আবিষ্কার মানবিকতা বিবর্জিত নয়। কিন্তু মোবাইলের অপব্যবহার এত বেড়ে গেলে যেমন ট্র্যাপ করা, মিথ্যা ফেসবুক আইডি খোলা, প্রতারণা করা, হুমকি-ধমকি দেওয়া এসবই মানব সভ্যতাকে যেমন অভিশপ্ত করেছে, মোবাইলকেও অভিশপ্ত করেছে।

আলফ্রেড নোবেল ডিনামাইট আবিষ্কার করেছিলেন মাটির নিচে সম্পদ অনুসন্ধান করার জন্য, নিমিষের মধ্যে পুরনো দালান বা ব্রিজ ধ্বংস করার জন্য। তিনি যখন দেখলেন ডিনামাইট দিয়ে মানব সভ্যতা ও মানবতা ধ্বংস হচ্ছে, তখন তার উইল অনুযায়ী নোবেল পুরস্কারের সূচনা হলো। ফ্রেডরিক নোবেল একজন প্রকৌশলী, রসায়নবিদ এমনকি ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ইমানুয়েল নোবেলের ছেলে হয়ে, মানবতার জন্য বিজ্ঞান, সমাজের জন্য অর্থনীতি, মানুষের জন্য সাহিত্য এবং শান্তির জন্যই বিশ্ব, বিবেচনায় এনে সব সম্পদের বিনিময়ে নোবেল প্রাইজ দিয়ে গেলেন। তার স্বপ্ন কি বাস্তবায়ন হবে?

[কর্তৃপক্ষ শক্ত হবেন কি? (স.স.)। এই সাথে পাঠ করুন সম্পাদকীয় (স.স.) 'নীরব ঘাতক মোবাইল টাওয়ার থেকে সাবধান!' (আত-তাহরীক জুন'১৪; দিগদর্শন-২ পৃ. ১৪৫-৪৭)]।

Contents

কুরবানীর মাসায়েল

-আত-তাহরীক ডেস্ক

১. চুল-নখ না কাটা : হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানী দেওয়ার এরাদা রাখে, তারা যেন যিলহজ্জ মাসের চাঁদ ওঠার পর হ'তে কুরবানী সম্পন্ন করা পর্যন্ত স্ব স্ব চুল ও নখ কর্তন করা হ'তে বিরত থাকে'।[১] কুরবানী দিতে অক্ষম ব্যক্তিগণ কুরবানীর খালেছ নিয়তে এটা করলে 'আল্লাহ্র নিকটে তা পূর্ণাঙ্গ কুরবানী' হিসাবে গৃহীত হবে।[২]

২. যিলহাজ্জ মাসের ১ম দশকের ফযীলত : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যিলহাজ্জ মাসের ১ম দশকের নেক আমলের চেয়ে প্রিয়তর কোন আমল আল্লাহ্র কাছে নেই। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও নয়? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, জিহাদও নয়। তবে ঐ ব্যক্তি, যে নিজের জান ও মাল নিয়ে বেরিয়েছে, আর ফিরে আসেনি'।[৩]

৩. আরাফার দিনের ছিয়াম : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আরাফার দিনের নফল ছিয়াম (যারা আরাফাতের বাইরে থাকেন তাদের জন্য) আমি আল্লাহ্র নিকট আশা করি যে, তা বিগত এক বছরের ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহের কাফফারা হবে'।[৪]

৪. ঈদায়নের তাকবীর ধ্বনি : ৯ই যিলহাজ্জ ফজর থেকে ১৩ই যিলহাজ্জ 'আইয়ামে তাশরীক্ব'-এর শেষ দিন আছর পর্যন্ত ২৩ ওয়াক্ত ছালাত শেষে কমপক্ষে তিন বার করে ও অন্যান্য সকল সময়ে উচ্চকণ্ঠে তাকবীর ধ্বনি করা সুন্নাত। ঈদুল ফিৎরের দিন সকালে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়া থেকে খুৎবা শুরুর আগ পর্যন্ত তাকবীর ধ্বনি করবে *(ইরওয়া হা/৬৫৩, ৩/১২৫)*।

৫. তাকবীরের শব্দাবলী : ইমাম মালেক ও আহমাদ (রহঃ) বলেন, তাকবীরের শব্দ ও সংখ্যার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ওমর, আলী, ইবনু মাস'ঊদ, ইবনু আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ তাকবীর দিতেন 'আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু; ওয়াল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, ওয়া লিল্লা-হিল হাম্দ' *(মির'আত ৫/৭০)*। অনেক বিদ্বান পড়েছেন, 'আল্লা-হু আকবার কাবীরা, ওয়াল হামদু লিল্লা-হি কাছীরা, ওয়া সুবহানাল্লা-হি বুকরাতাঁও ওয়া আছীলা'। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এটাকে 'সুন্দর' বলেছেন *(যাদুল মা'আদ ২/৩৬১ পৃ.)*।

৬. ঈদায়নের সময়কাল : ঈদুল আযহায় সূর্য এক 'নেযা' পরিমাণ ও ঈদুল ফিৎরে দুই 'নেযা' পরিমাণ উঠার পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের ছালাত আদায় করতেন। এক 'নেযা' বা বর্শার দৈর্ঘ্য হ'ল তিন মিটার বা সাড়ে ছয় হাত *(মির'আত ৫/৬২)*। অতএব ঈদুল আযহার ছালাত সূর্যোদয়ের পরপরই যথাসম্ভব দ্রুত শুরু করা উচিত।

৭. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎরের দিন বেজোড় সংখ্যক খেজুর খেয়ে ঈদগাহে বের হ'তেন এবং ঈদুল আযহার দিন ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত কিছুই খেতেন না'। তিনি কুরবানীর পশুর গোশত দ্বারা ইফতার করতেন।[৫]

৮. মহিলাদের অংশগ্রহণ : ঈদায়নের জামা'আতে পুরুষদের পিছনে পর্দার মধ্যে মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে আবৃত হয়ে যোগদান করবেন। 'উম্মে 'আত্বিইয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হ'ল, আমরা যেন ঋতুবতী ও পর্দানশীন মহিলাদেরকে দুই ঈদের দিনে বের করে নিয়ে যাই। যেন তারা মুসলমানদের জামা'আতে ও দো'আয় শরীক হ'তে পারে। তবে ঋতুবতী মহিলারা একদিকে সরে বসবে। জনৈকা মহিলা তখন বলল, আমাদের অনেকের বড় চাদর নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তার সাথী তাকে নিজের চাদর দ্বারা আবৃত করে নিয়ে যাবে'।[৬] সেখানে ঋতুবতীরা ছালাত ব্যতীত সবকিছুতে শরীক হবেন।

৯. সম্মিলিত দো'আ নয় : মিশকাতের ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, উপরোক্ত হাদীছের শেষে বর্ণিত دَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ কথাটি 'আম'। এর দ্বারা ইমামের খুৎবা, যিকর ও নছীহত শ্রবণে শরীক হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা ঈদায়নের ছালাতের পরে প্রচলিত নিয়মে সম্মিলিত ভাবে হাত তুলে দো'আ করার প্রমাণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে কোন দলীল নেই *(মির'আত ৫/৩১)*।

১০. ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর : প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পড়ার পর ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে ছালাতের তাকবীর ব্যতীত ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট বারো তাকবীর দেওয়া সুন্নাত। প্রচলিত নিয়মে ছয় তাকবীরের পক্ষে কোন বিশুদ্ধ প্রমাণ নেই।

চার খলীফা ও মদীনার শ্রেষ্ঠ সাত জন তাবেঈ ফক্বীহ সহ প্রায় সকল ছাহাবী, তাবেঈ, তিন ইমাম ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ও মুজতাহিদ ইমামগণ এবং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ) বারো তাকবীরের উপরে আমল করতেন। ভারতের দু'জন খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী বারো তাকবীরকে সমর্থন করেছেন।[৭]

১১. ঈদায়নের ছালাত আদায়ের পদ্ধতি : প্রথমে ক্বিবলামুখী দাঁড়িয়ে 'আল্লাহু আকবর' বলে তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে বাম হাতের উপরে ডান হাত বুকের উপরে বাঁধবে। অতঃপর 'ছানা' পড়বে। অতঃপর 'আল্লাহু আকবর' বলে ধীর-স্থিরভাবে দুই তাকবীরের মাঝে স্বল্প বিরতিসহ পরপর সাতটি তাকবীর দিবে। প্রতি তাকবীরে হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে, অতঃপর পূর্বের ন্যায় বুকে বাঁধবে। তাকবীর শেষ হ'লে প্রথম রাক'আতে আ'ঊযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পূর্ণভাবে পড়ে ইমাম হ'লে সরবে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে। মুক্তাদী হ'লে নীরবে কেবল সূরা ফাতিহা ইমামের পিছে পিছে পড়বে ও ইমামের ক্বিরাআত শুনবে। অতঃপর দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়িয়ে পূর্বের নিয়মে ধীর-স্থিরভাবে দুই তাকবীরের মাঝে স্বল্প বিরতিসহ প্রথমে পরপর পাঁচটি তাকবীর দিবে। তারপর 'বিসমিল্লাহ' পাঠ অন্তে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে।

---

১. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৯; নাসাঈ, মির'আত হা/১৪৭৪-এর ব্যাখ্যা, ৫/৮৬।*
২. *আহমাদ হা/৬৫৭৫, আরনাঊত্ব, সনদ হাসান; হাকেম হা/৭৫২৯, হাকেম ছহীহ বলেছেন ও যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।*
৩. *বুখারী হা/৯৬৯; মিশকাত হা/১৪৬০ 'ছালাত' অধ্যায় 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ।*
৪. *মুসলিম হা/১১৬২; মিশকাত হা/২০৪৪ 'ছওম' অধ্যায়, 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ।*
৫. *মির'আত হা/১৪৪৭, ১৪৫৪; আহমাদ হা/২৩০৩৪।*
৬. *বুখারী হা/৯৮১; মুসলিম হা/৮৯০; মিশকাত হা/১৪৩১।*
৭. *মির'আত ২/৩৩৮, ৩৪১ পৃঃ; ঐ, ৫/৪৬, ৫১, ৫২ পৃঃ।*

ঈদায়নের ছালাতে ১ম ও ২য় রাক'আতে যথাক্রমে সূরা আ'লা ও গাশিয়াহ অথবা সূরা ক্বাফ ও ক্বামার পড়া সুন্নাত। ঈদায়নের জন্য প্রথমে ছালাত ও পরে খুৎবা প্রদান করতে হয়। তার আগে পিছে কোন ছালাত নেই, আযান বা একামত নেই। ঈদগাহে বের হবার সময় উচ্চকণ্ঠে তাকবীর এবং পৌঁছার পরেও তাকবীর ধ্বনি ব্যতীত কাউকে জলদি আসার জন্য আহ্বান করাও ঠিক নয়।[৮]

১২. একটি খুৎবাই সুন্নাত : ছহীহ বুখারী (হা/৯৫৬, ৯৭৭; মিশকাত হা/১৪২৬, ১৪২৯) ও মুসলিম (হা/৮৮৫, ৮৮৯) সহ অন্যান্য ছহীহ হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈদায়নের খুৎবা মাত্র একটি। মাঝখানে বসে দু'টি খুৎবা প্রদান সম্পর্কে ইবনু মাজাহ (হা/১২৮৯) ও বাযযারে (হা/১১১৬) কয়েকটি 'যঈফ' হাদীছ রয়েছে, যা ছহীহ হাদীছ সমূহের বিপরীতে গ্রহণযোগ্য নয়। ছাহেবে সুবুলুস সালাম ও ছাহেবে মির'আত বলেন, 'প্রচলিত দুই খুৎবার নিয়মটি মূলতঃ জুম'আর দুই খুৎবার উপরে ক্বিয়াস করেই চালু হয়েছে। এটি রাসূল (ছাঃ)-এর 'আমল' দ্বারা এবং কোন নির্ভরযোগ্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়'।[৯]

ছালাতের পর খুৎবা শোনা সুন্নাত। যারা খুৎবা না শুনে চলে যান, তারা খুৎবা শোনার ছওয়াব ও বরকত থেকে মাহরূম হন এবং সুন্নাত তরক করার জন্য গোনাহগার হন।

১৩. কুরবানী করা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا 'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়'।[১০] এটি ইসলামের একটি 'মহান নিদর্শন' (شعار عظيم), যা 'সুন্নাতে ইবরাহীমী' হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে মদীনায় প্রতি বছর আদায় করেছেন এবং ছাহাবীগণও নিয়মিতভাবে কুরবানী করেছেন *(মির'আত ৫/৭১, ৭৩ পৃ.)*।

তবে এটি ওয়াজিব নয় যে, যেকোন মূল্যে প্রত্যেককে কুরবানী করতেই হবে। লোকেরা যাতে এটাকে ওয়াজিব মনে না করে, সেজন্য সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হযরত আবুবকর ছিদ্দীক, ওমর ফারূক, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ কখনো কখনো কুরবানী করতেন না *(মির'আত ৫/৭২-৭৩)*। অতএব ঋণ থাকলে সেটা পরিশোধ করাই যরূরী। তবে দাতার সম্মতিতে ঋণ দেরীতে পরিশোধ করে কুরবানী দেওয়ায় কোন বাধা নেই।

১৪. কুরবানীর পশু : এটা তিন প্রকার- উট, গরু ও ছাগল। দুম্বা ও ভেড়া ছাগলের মধ্যে গণ্য। প্রত্যেকটির নর ও মাদি *(আন'আম ৬/১৪৪-৪৫)*। এগুলির বাইরে অন্য কোন পশু দিয়ে কুরবানী করার প্রমাণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে পাওয়া যায় না। তবে অনেক বিদ্বান গরুর উপরে ক্বিয়াস করে মহিষ দ্বারা কুরবানী করা জায়েয বলেছেন *(মির'আত ৫/৮১)*। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, 'উপরে বর্ণিত পশুগুলি ব্যতীত অন্য কোন পশু দ্বারা কুরবানী সিদ্ধ হবে না'।[১১] কুরবানীর পশু সুঠাম, সুন্দর ও নিখুঁৎ হ'তে হবে। চার ধরনের পশু কুরবানী করা নাজায়েয। স্পষ্ট খোঁড়া, স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট রোগী ও জীর্ণশীর্ণ এবং অর্ধেক কান কাটা বা ছিদ্র করা ও অর্ধেক শিং ভাঙ্গা।[১২] তবে নিখুঁৎ পশু ক্রয়ের পর যদি নতুন করে খুঁৎ হয় বা পুরানো কোন দোষ বেরিয়ে আসে, তাহ'লে ঐ পশু দ্বারাই কুরবানী বৈধ হবে' *(মির'আত ৫/৯৯)*।

উল্লেখ্য যে, খাসি করা কোন খুঁৎ নয় এবং খাসি কুরবানীতে শরী'আতে কোন বাধা নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে খাসি কুরবানী করেছেন।[১৩]

১৫. 'মুসিন্নাহ' দ্বারা কুরবানী : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা দুধে দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত ওঠা (মুসিন্নাহ) পশু ব্যতীত যবহ করো না। তবে কষ্টকর হ'লে এক বছর পূর্ণকারী ভেড়া (দুম্বা বা ছাগল) কুরবানী করতে পার'।[১৪] জমহূর বিদ্বানগণ অন্যান্য হাদীছের আলোকে এই হাদীছে নির্দেশিত 'মুসিন্নাহ' পশুকে কুরবানীর জন্য 'উত্তম' বলেছেন *(মির'আত ৫/৮০ পৃ.)*।

'মুসিন্নাহ' পশু ষষ্ঠ বছরে পদার্পণকারী উট এবং তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু বা ছাগল-ভেড়া-দুম্বাকে বলা হয় *(মির'আত ৫/৭৮-৭৯)*। কেননা এই বয়সে সাধারণতঃ এই সব পশুর দুধে দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত উঠে থাকে। তবে অনেক পশুর বয়স বেশী ও হৃষ্টপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সঠিক সময়ে দাঁত ওঠে না। এসব পশু দ্বারা কুরবানী করা ইনশাআল্লাহ কোন দোষের হবে না।

১৬. নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ হ'তে একটি পশু যথেষ্ট : (ক) মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি শিংওয়ালা সুন্দর সাদা-কালো দুম্বা আনতে বললেন, ...অতঃপর নিম্নোক্ত দো'আ পড়লেন, بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ وَّمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ– 'আল্লাহ্র নামে (কুরবানী করছি), হে আল্লাহ! তুমি এটি কবুল কর মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে, তার পরিবারের পক্ষ হ'তে ও তার উম্মতের পক্ষ হ'তে'। এরপর উক্ত দুম্বা দ্বারা কুরবানী করলেন'।[১৫]

(খ) বিদায় হজ্জে আরাফার দিনে সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِىْ كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً وَعَتِيْرَةً... 'হে জনগণ! নিশ্চয়ই প্রত্যেক পরিবারের উপরে প্রতি বছর একটি করে কুরবানী ও আতীরাহ'। আবুদাঊদ (রহঃ) বলেন, 'আতীরাহ' প্রদানের হুকুম পরে রহিত করা হয়।[১৬] আবু আইয়ুব আনছারী (রাঃ) বলেন, ছাহাবীগণের মধ্যে পরিবারপিছু একটি করে বকরী কুরবানী দেওয়ার রেওয়াজ ছিল *(তিরমিযী হা/১৫০৫)*। ধনাঢ্য ছাহাবী আবু সারীহা (রাঃ) বলেন, সুন্নাত জানার পর লোকেরা পরিবারপিছু একটি বা দু'টি করে বকরী কুরবানী দিত। অথচ এখন প্রতিবেশীরা আমাদের বখীল বলছে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় মুক্বীম অবস্থায় নিজ পরিবার ও উম্মতের পক্ষ হ'তে দু'টি করে 'খাসি' কুরবানী করেছেন।[১৭] বিদায় হজ্জের সময় তিনি নিজ পরিবারের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেন।[১৮] অন্যদেরকে সাতজনে একটি উটে বা গরুতে শরীক হ'তে বলেন *(মুসলিম হা/১৩১৮ (৩৫১)*।

---

৮. মাসায়েলে কুরবানী ২৯-৩০ পৃ.।
৯. সুবুলুস সালাম ১/১৪০; মির'আত ৫/২৭।
১০. ইবনু মাজাহ হা/৩১২৩, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।
১১. কিতাবুল উম্ম (বৈরূত ছাপা : তারিখ বিহীন) ২/২২৩ পৃ.।
১২. ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৪; তিরমিযী হা/১৪৯৭ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৬৫।
১৩. ইবনু মাজাহ হা/৩১২২; ইরওয়া হা/১১৩৮, সনদ ছহীহ।
১৪. মুসলিম হা/১৯৬৩; মিশকাত হা/১৪৫৫।
১৫. মুসলিম হা/১৯৬৭; মিশকাত হা/১৪৫৪।
১৬. তিরমিযী হা/১৫১৮ প্রভৃতি, মিশকাত হা/১৪৭৮, মিখনাফ বিন সুলায়েম (রাঃ) হ'তে।
১৭. বুখারী হা/৫৫৫৮; মুসলিম হা/১৯৬৬; মিশকাত হা/১৪৫৩।
১৮. আবুদাঊদ হা/১৭৫০; বুখারী হা/৫৫৫৯; মুসলিম হা/১২১১ (১১৯)।

অতএব একান্নবর্তী পরিবারের সদস্য সংখ্যা যত বেশীই হৌক না কেন সকলের পক্ষ থেকে একটি পশুই যথেষ্ট। এক পিতার সন্তান হ'লেও পৃথকান্ন হ'লে তারা পৃথক পরিবার হিসাবে গণ্য হবেন। তবে তারা পৃথক কুরবানীর জন্য পিতাকে অর্থ সাহায্য করতে পারেন।

১৭. কুরবানীতে শরীক হওয়া : আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, (ক) 'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এক সফরে সাথী ছিলাম। এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হ'ল। তখন আমরা সাত জনে একটি গরু ও দশ জনে একটি উটে শরীক হ'লাম'।[১৯] সম্ভবতঃ তাঁরা কোন শহরে অবস্থান করছিলেন, যেখানে ঈদুল আযহা উপস্থিত হয় *(মিরক্বাত)*।

(খ) হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, 'আমরা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে (৮ম হিজরীতে) হজ্জের সফরে সাথী ছিলাম। তখন তিনি আমাদেরকে একটি গরু ও উটে সাতজন করে শরীক হওয়ার নির্দেশ দেন'।[২০] (ইতিপূর্বে ৬ষ্ঠ হিজরীতে) হোদায়বিয়ার সফরেও আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে একইভাবে প্রতি সাত জনে একটি উট ও গরু কুরবানী করি'।[২১] সফরে সাত বা দশজন মিলে একটি পরিবারের ন্যায়। যাতে গরু বা উটের ন্যায় বড় পশু যবহ ও কুটাবাছা এবং গোশত বন্টন সহজ হয়। জমহূর বিদ্বানগণের মতে হজ্জের হাদ্ঈর ন্যায় কুরবানীতেও শরীক হওয়া চলবে।[২২]

উল্লেখ্য যে, সাত ভাগা কুরবানীর হাদীছ সফরের সাথে সংশ্লিষ্ট, মুক্বীম অবস্থার সাথে নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম মুক্বীম অবস্থায় কখনো সাত ভাগা কুরবানী করেছেন বলে জানা যায় না। অনেকে ৩ বা ৫ ভাগে কুরবানী করেন, যা আদৌ শরী'আতসম্মত নয়। কুরবানী হ'ল একটি ইবাদত। যা রাসূল (ছাঃ)-এর তরীকা অনুযায়ী সম্পন্ন করা অপরিহার্য। যেটা তিনি করেননি সেটা করার মাধ্যমে কিভাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাছিল হবে? আজকাল অনেকে পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগল দিচ্ছেন, আবার একটি গরুর ভাগা নিচ্ছেন, মূলতঃ গোশত বেশী পাবার স্বার্থে। 'নিয়ত' যখন গোশত খাওয়া, তখন কুরবানীর উদ্দেশ্য কিভাবে হাছিল হবে?

১৮. 'কুরবানী ও আক্বীক্বা দু'টিরই উদ্দেশ্য আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করা' এই (ইসতিহসানের) যুক্তি দেখিয়ে কোন কোন হানাফী বিদ্বান কুরবানীর গরু বা উটে এক বা একাধিক সন্তানের আক্বীক্বা সিদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন (যা এদেশে অনেকের মধ্যে চালু আছে)।[২৩] হানাফী মাযহাবের স্তম্ভ বলে খ্যাত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এই মতের বিরোধিতা করেন। ইমাম শাওকানী (রহঃ) এর ঘোর প্রতিবাদ করে বলেন, এটি শরী'আত, এখানে সুনির্দিষ্ট দলীল ব্যতীত কিছুই প্রমাণ করা সম্ভব নয়।[২৪]

১৯. কুরবানী করার পদ্ধতি : (ক) উট দাঁড়ানো অবস্থায় এর 'হলক্বূম' বা কণ্ঠনালীর গোড়ায় কুরবানীর নিয়তে 'বিসমিল্লা-হি আল্লাহু আকবার' বলে অস্ত্রাঘাতের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত করে 'নহর' করতে হয় এবং গরু বা ছাগলের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে বাম কাতে ফেলে 'যবহ' করতে হয়।[২৫] কুরবানী দাতা ধারালো ছুরি নিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দো'আ পড়ে নিজ হাতে খুব জলদি যবহের কাজ সমাধা করবেন, যেন পশুর কষ্ট কম হয়। অন্যের দ্বারাও যবহ করানো জায়েয আছে। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটি নিজ হাতে করা অথবা যবহের সময় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা উত্তম। ১০, ১১, ১২ যিলহাজ্জ তিন দিনের রাত-দিন যে কোন সময় কুরবানী করা যাবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩০)*। তবে ১৩ তারিখেও জায়েয আছে *(মির'আত ৫/১০৬)*।

২০. ঈদের ছালাত ও খুৎবা শেষ হওয়ার পূর্বে কুরবানী করা নিষেধ। করলে তাকে তদস্থলে আরেকটি কুরবানী দিতে হবে।[২৬]

২১. যবহকালীন দো'আ : (১) বিসমিল্লা-হি আল্লা-হু আকবার (অর্থ: আল্লাহ্র নামে, আল্লাহ সর্বোচ্চ) **(২)** বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী ওয়া মিন আহলে বায়তী (আল্লাহ্র নামে, হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর আমার ও আমার পরিবারের পক্ষ হ'তে)।

এখানে কুরবানী অন্যের হ'লে তার নাম মুখে বলবেন অথবা মনে মনে নিয়ত করে বলবেন, 'বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন ফুলান ওয়া মিন আহলে বায়তিহী' (...অমুকের ও তার পরিবারের পক্ষ হ'তে)। এই সময় দরূদ পড়া মাকরূহ' *(মির'আত ৫/৭৪ পৃ.)*। (৩) যদি দো'আ ভুলে যান বা ভুল হবার ভয় থাকে, তবে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলে মনে মনে কুরবানীর নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে।[২৭]

২২. গোশত বণ্টন : কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজ পরিবারের খাওয়ার জন্য, এক ভাগ প্রতিবেশী যারা কুরবানী করতে পারেনি তাদের জন্য ও এক ভাগ সায়েল ফক্বীর-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করবে। প্রয়োজনে উক্ত বণ্টনে কমবেশী করায় কোন দোষ নেই *(মির'আত ৫/১২০)*। কুরবানীর গোশত যত দিন খুশী রেখে খাওয়া যায়।[২৮] অমুসলিম দরিদ্র প্রতিবেশীকেও দেওয়া যায় *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১২৮)*।

২৩. মৃত ব্যক্তির জন্য পৃথকভাবে কুরবানী দেওয়ার কোন ছহীহ দলীল নেই। এক্ষণে যদি কেউ মৃতের নামে কুরবানী করেন, তবে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, তাকে সবটুকুই ছাদাক্বা করে দিতে হবে।[২৯]

২৪. কুরবানীর গোশত বিক্রি করা নিষিদ্ধ। তবে তার চামড়া বিক্রি করে শরী'আত নির্দেশিত ছাদাক্বার খাত সমূহে ব্যয় করবে *(মির'আত ৫/১২১; তওবা ৬০)*। অনেকে কুরবানীর গোশত ফ্রিজে জমা করে পরবর্তীতে কমদামে বিক্রি করেন। এগুলি প্রতারণা মাত্র। বরং তা অন্যদের মধ্যে ছাদাক্বা বা হাদিয়া হিসাবে বিতরণ করে দিতে হবে। অথবা নিজে রেখে যতদিন খুশী খাবে।

২৫. কুরবানীর পশু যবহ করা কিংবা কুটা-বাছা বাবদ কুরবানীর গোশত বা চামড়ার পয়সা হ'তে কোনরূপ মজুরী দেওয়া যাবে না। ছাহাবীগণ নিজ নিজ পকেট থেকে এই মজুরী দিতেন। অবশ্য ঐ ব্যক্তি দরিদ্র হ'লে হাদিয়া স্বরূপ তাকে কিছু দেওয়ায় দোষ নেই *(আল-মুগনী, ১১/১১০ পৃ.)*।

২৬. কুরবানীর বদলে তার মূল্য ছাদাক্বা করা নাজায়েয। আল্লাহ্র রাহে রক্ত প্রবাহিত করাই এখানে মূল ইবাদত। যদি কেউ কুরবানীর বদলে তার মূল্য ছাদাক্বা করতে চান, তবে তিনি মুহাম্মাদী শরী'আতের প্রকাশ্য বিরোধিতা করবেন।[৩০]

[বিস্তারিত দ্রঃ হা.ফা.বা. প্রকাশিত 'মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা' বই]

---

১৯. তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত, হা/১৪৬৯ সনদ ছহীহ।
২০. মুসলিম হা/১৩১৮ (৩৫১)।
২১. মুসলিম হা/১৩১৮ (৩৫০)।
২২. মির'আত ২/৩৫৫ পৃ.; ঐ, ৫/৮৪ পৃ.।
২৩. হেদায়া ৪/৪৩৩; বেহেশতী জেওর 'আক্বীক্বা' অধ্যায় ১/৩০০ পৃ.।
২৪. নায়লুল আওত্বার, 'আক্বীক্বা' অধ্যায় ৬/২৬৮ পৃ.।
২৫. সুবুলুস সালাম ৪/১৭৭ পৃ.; মির'আত ৫/৭৫ প্রভৃতি।
২৬. বুখারী হা/৯৮৫; মুসলিম হা/১৯৬০; মিশকাত হা/১৪৭২।
২৭. ইবনু কুদামা, আল-মুগনী (বৈরূত ছাপা : তারিখ বিহীন), ১১/১১৭ পৃ.।
২৮. তিরমিযী হা/১৫১০; আহমাদ হা/২৬৪৫৮, সনদ হাসান।
২৯. তিরমিযী তুহফা সহ, হা/১৫২৮, ৫/৭৯ পৃ.; মির'আত ৫/৯৪ পৃ.।
৩০. মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ, ২৬/৩০৪; মুগনী, ১১/৯৪-৯৫ পৃ.।

Contents

এক নযরে হজ্জ

আত-তাহরীক ডেস্ক

(১) হজ্জ ও ওমরাহ্র ছওয়াব : রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)* বলেন, 'এক ওমরাহ হ'তে আরেক ওমরাহ (ছগীরা গোনাহ সমূহের) কাফফারা স্বরূপ। আর কবুল হজ্জের ছওয়াব জান্নাত ব্যতীত কিছুই নয়' *(বুঃ মুঃ)*। তিনি বলেন, 'রামাযান মাসের ওমরাহ হজ্জের সমান' *(বুঃ মুঃ)*।

'মীক্বাত' থেকে ইহরাম বেঁধে সরবে 'তালবিয়াহ' পড়তে পড়তে কা'বা গৃহে পৌঁছবেন। এসময় প্রথমে ডান পা রেখে মসজিদে প্রবেশের দো'আ পড়বেন। মীক্বাতের বাইরে থেকে ইহরাম বেঁধে আসার কোন দলীল নেই। একইভাবে হজ্জ বা ওমরাহ্র জন্য সরবে 'তালবিয়াহ' পাঠ করা ব্যতীত অন্য কোন ইবাদতের জন্য মুখে নিয়ত পাঠের কোন প্রমাণ নেই।

তালবিয়াহ : *'লাব্বায়েক আল্লা-হুম্মা লাব্বায়েক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বায়েক; ইন্নাল হাম্দা ওয়ান্নি'মাতা লাকা ওয়াল মুল্ক; লা শারীকা লাক'* (আমি হাযির হে আল্লাহ আমি হাযির। আমি হাযির। তোমার কোন শরীক নেই, আমি হাযির। নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রশংসা, অনুগ্রহ ও সাম্রাজ্য সবই তোমার; তোমার কোন শরীক নেই) *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/২৫৪১)*। 'তালবিয়াহ' (পুরুষগণ) সরবে পাঠ করবেন'।[১]

ফযীলত : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন মুসলমান যখন 'তালবিয়াহ' পাঠ করে, তখন তার ডাইনে-বামে, পূর্বে-পশ্চিমে তার ধ্বনির শেষ সীমা পর্যন্ত কংকর, গাছ ও মাটির টুকরা সবকিছু তার সাথে 'তালবিয়াহ' পাঠ করে'।[২]

(২) ত্বাওয়াফ : 'হাজারে আসওয়াদ' বরাবর সবুজ বাতির নীচ থেকে কা'বাকে বামে রেখে ডান দিক দিয়ে ত্বাওয়াফ শুরু করবেন। ত্বাওয়াফের শুরুতে 'হাজারে আসওয়াদ' চুম্বন করা সম্ভব না হ'লে সেদিকে ডান হাত দিয়ে ইশারা করে বলবেন, *'বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবর'* (আল্লাহ্র নামে শুরু করছি এবং আল্লাহ সবার চাইতে বড়)। অথবা শুধু *'আল্লাহু আকবর'* বলবেন।[৩] এভাবে যখনই 'হাজারে আসওয়াদ' বরাবর পৌঁছবেন, তখনই বামে কা'বার দিকে ফিরে ডান হাতে ইশারা করবেন ও *'আল্লাহু আকবর'* বলবেন। এভাবে সাত ত্বাওয়াফ শেষ করবেন। এসময় 'রুক্নে ইয়ামানী' ও 'হাজারে আসওয়াদ'-এর মধ্যে *'রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুন্ইয়া হাসানাতাওঁ ওয়াফিল আ-খিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়া ক্বিনা 'আযাবান্না-র'* ('হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দুনিয়ায় মঙ্গল দাও ও আখেরাতে মঙ্গল দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও') দো'আটি পড়বেন।[৪]

প্রথম তিনটি ত্বাওয়াফে 'রমল' অর্থাৎ একটু যোরে চলবেন এবং শেষের চার ত্বাওয়াফে স্বাভাবিক গতিতে চলবেন। মহিলাগণ সর্বদা স্বাভাবিক গতিতে চলবেন।[৫]

কা'বার উত্তর পার্শ্বে স্বল্প উচ্চ দেওয়াল ঘেরা 'হাত্বীম'-এর বাহির দিয়ে ত্বাওয়াফ করতে হবে। ভিতর দিয়ে গেলে ঐ ত্বাওয়াফ বাতিল হবে ও পুনরায় আরেকটি ত্বাওয়াফ করতে হবে।

ত্বাওয়াফে কুদূম বা আগমনী ত্বাওয়াফের সময় পুরুষেরা 'ইযত্বিবা' করবেন। অর্থাৎ ডান বগলের নীচ দিয়ে ইহরামের কাপড় বাম কাঁধের উপরে উঠিয়ে রাখবেন ও ডান কাঁধ খোলা রাখবেন। তবে অন্যান্য ত্বাওয়াফ যেমন ত্বাওয়াফে ইফাযাহ, ত্বাওয়াফে বিদা' ইত্যাদির সময় এবং ছালাতের সময় সহ অন্য সকল অবস্থায় মুহরিম তার উভয় কাঁধ ঢেকে রাখবেন।

ফযীলত : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্র সাতটি ত্বাওয়াফ করবে ও শেষে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে, সে যেন একটি গোলাম আযাদ করল' *(ইবনু মাজাহ হা/২৯৫৬)*। 'এই সময় প্রতি পদক্ষেপে একটি করে গোনাহ ঝরে পড়ে ও একটি করে নেকী লেখা হয়'।[৬]

(৩) ত্বাওয়াফ শেষে মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে অথবা হারামের যে কোন স্থানে দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করবেন। এসময় ডান কাঁধ ঢেকে নিবেন। এই ছালাত নিষিদ্ধ তিন সময়েও পড়া যাবে। যদি বাধ্যগত কোন শারঈ কারণে বা ভুলবশতঃ এই ছালাত আদায় না করে কেউ বেরিয়ে আসেন, তাতে কোন দোষ হবে না। কারণ এটি ওয়াজিব নয়। অতঃপর যমযমের পানি পান করবেন।

(৪) সাঈ : 'সাঈ' অর্থ দৌড়ানো। তৃষ্ণার্ত মা হাজেরা শিশু ইসমাঈলের ও নিজের পানি পানের জন্য মানুষের সন্ধানে পাগলপারা হয়ে ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ে উঠে দেখতে চেয়েছিলেন কোন ব্যবসায়ী কাফেলার সন্ধান মেলে কি-না। সেই কষ্টকর ও করুণ স্মৃতি মনে রেখেই এ সাঈ করতে হয়।

প্রথমে 'ছাফা' পাহাড়ে উঠে কা'বার দিকে মুখ করে দু'হাত উঠিয়ে কমপক্ষে তিন বার *'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু; লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর; আ-য়িবূনা তা-য়িবূনা 'আ-বিদূনা সা-জিদূনা লি রব্বিনা হা-মিদূনা; ছাদাক্বাল্লা-হু ওয়া'দাহু ওয়া নাছারা 'আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযা-বা ওয়াহদাহু'* দো'আটি পড়ে 'মারওয়া'র দিকে 'সাঈ' শুরু করবেন। অল্প দূর গিয়ে দুই সবুজ চিহ্নের মধ্যে কিছুটা দ্রুত চলবেন। তবে মহিলাগণ স্বাভাবিক গতিতে চলবেন। 'ছাফা' হ'তে 'মারওয়া' পর্যন্ত একবার 'সাঈ' ধরা হবে। এইভাবে সপ্তম বারে 'মারওয়ায়' গিয়ে 'সাঈ' শেষ করে বেরিয়ে যাবেন।

অতঃপর মাথা মুণ্ডন করবেন অথবা সব চুল ছোট করবেন। মহিলাগণ চুলের অগ্রভাগ থেকে এক আঙ্গুলের মাথা পরিমাণ সামান্য চুল ছাঁটবেন।

---

১. *তিরমিযী হা/৮২৯; আবুদাঊদ হা/১৮১৪; মিশকাত হা/২৫৪৯।*
২. *তিরমিযী হা/৮২৮; ইবনু মাজাহ হা/২৯২১; মিশকাত হা/২৫৫০।*
৩. *বায়হাক্বী ৫/৭৯ পৃ.।*
৪. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৫৮১।*
৫. *মুসলিম হা/১২১৮; মিশকাত হা/২৫৬৬।*
৬. *তিরমিযী হা/৯৫৯; মিশকাত হা/২৫৮০।*

(৫) 'হজ্জে তামাত্তু' সম্পাদনকারীগণ ওমরাহ শেষ করে হালাল হবেন ও সাধারণ কাপড় পরিধান করবেন। কিন্তু 'হজ্জে ইফরাদ' ও 'ক্বিরান' সম্পাদনকারীগণ ইহরাম অবস্থায় থেকে যাবেন।

(৬) মিনায় গমন : ৮ই যিলহজ্জ মক্কায় স্বীয় আবাসস্থল হ'তে গোসল করে খোশবু লাগিয়ে *'লাব্বায়েক আল্লা-হুম্মা হাজ্জান'* (হে আল্লাহ! আমি হজ্জের উদ্দেশ্যে তোমার দরবারে হাযির) বলে হজ্জের ইহরাম বাঁধবেন। অতঃপর সরবে 'তালবিয়াহ' পড়তে পড়তে মিনার দিকে রওয়ানা হবেন।

(৭) মিনায় পৌঁছে যোহর, আছর, মাগরিব, এশা ও ফজরের ছালাত পৃথক পৃথকভাবে নির্দিষ্ট ওয়াক্তে 'ক্বছর' সহ আদায় করবেন। দুই ওয়াক্তের ছালাত একত্রে জমা করবেন না।

(৮) আরাফা ময়দানে গমন : ৯ তারিখে সূর্যোদয়ের পর ধীর-স্থিরভাবে 'তালবিয়া' ও 'তাকবীর' বলতে বলতে আরাফার ময়দানের দিকে যাত্রা করবেন। অতঃপর সেখানে গিয়ে অবস্থান করে ক্বিবলামুখী হয়ে দু'হাত উঠিয়ে দো'আ ও যিকর-আযকার অধিক মাত্রায় করতে থাকবেন। অতঃপর হজ্জের খুৎবা শ্রবণ শেষে সূর্য পশ্চিমে ঢলার পর এক আযান ও দুই এক্বামতে যোহর ও আছরের ছালাত যোহরের আউয়াল ওয়াক্তে ক্বছর সহ একত্রে 'জমা তাক্বদীম' করে পড়বেন।[৭]

(৯) মুযদালেফায় গমন : সূর্যাস্তের পর আরাফা হ'তে মুযদালেফার দিকে রওয়ানা হবেন এবং সেখানে পৌঁছে এক আযান ও দুই ইক্বামতে মাগরিবের তিন রাক'আত ও এশার দু'রাক'আত ছালাত ক্বছর সহ এশার আউয়াল ওয়াক্তে 'জমা তাখীর' করে পড়বেন। এরপর ঘুমিয়ে যাবেন। অতঃপর ঘুম থেকে উঠে আউয়াল ওয়াক্তে ফজরের ছালাত আদায় করবেন এবং ক্বিবলামুখী হয়ে দু'হাত তুলে দো'আ-দরূদ ও যিকর-আযকারে লিপ্ত হবেন।

(১০) মিনায় প্রত্যাবর্তন : অতঃপর ফর্সা হ'লে সূর্যোদয়ের আগেই মিনা অভিমুখে রওয়ানা হবেন এবং মুযদালিফা হ'তে ৭টি কংকর সংগ্রহ করে সাথে নিবেন। এই সময় মুযদালিফার শেষ প্রান্ত 'মুহাসসির' উপত্যকায় একটু যোরে চলবেন। কারণ এখানেই আবরাহার হাতি বসে পড়েছিল।

(১১) মিনায় পৌঁছে ১০ই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর 'জামরাতুল আক্বাবা'য় অর্থাৎ বড় জামরায় গিয়ে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবেন ও প্রতিবারে 'আল্লাহু আকবার' বলবেন।

(১২) কুরবানী : কংকর মেরে এসে কুরবানী করবেন। অতঃপর মাথা মুণ্ডন করবেন অথবা সমস্ত মাথার চুল ছোট করে ছাঁটবেন।

(১৩) প্রাথমিক হালাল : এরপর ইহরাম খুলে 'প্রাথমিক হালাল' হয়ে সাধারণ কাপড় পরিধান করবেন। এ সময় স্ত্রী মিলন ব্যতীত বাকী সব কাজ সাধারণভাবে করা যাবে।

(১৪) পূর্ণ হালাল : অতঃপর মক্কায় গিয়ে 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' সেরে তামাত্তু হাজীগণ ছাফা-মারওয়া সাঈ করবেন। কিন্তু ক্বিরান ও ইফরাদ হাজীগণ শুরুতে মক্কায় পৌঁছে সাঈ সহ 'ত্বাওয়াফে কুদূম' করে থাকলে শেষে 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ্'র পর আর সাঈ করবেন না। এর মাধ্যমে পূর্ণ হালাল হবেন। কা'বা থেকে সেদিনই মিনায় ফিরে আসবেন ও সেখানে রাত্রি যাপন করবেন।

(১৫) কংকর নিক্ষেপ : অতঃপর ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে প্রতিদিন অপরাহ্নে তিন জামরায় ৩×৭=২১টি করে কংকর নিক্ষেপ করবেন। প্রতিবারে 'আল্লাহু আকবর' বলে ডান হাত উঁচু করে সাতবারে সাতটি কংকর মারবেন। খেয়াল রাখতে হবে হাউজের মধ্যে পড়ল কি-না। নইলে পুনরায় মেরে সাতটি সংখ্যা পূরণ করতে হবে। গণনায় ভুল হ'লে বা দু'একটি হারিয়ে গেলে তাতে দোষের কিছু হবে না।

(১৬) ১১ তারিখ দুপুরে সূর্য ঢলার পর ২১টি কংকর সাথে নিয়ে প্রথমে ছোট জামরায় ৭টি, তারপর মধ্য জামরায় ৭টি ও সবশেষে বড় জামরায় (জামরাতুল আক্বাবাহ) ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবেন এবং প্রতিবার নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহু আকবার' বলবেন। ১ম ও ২য় জামরায় কংকর নিক্ষেপ শেষে একটু দূরে গিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দু'হাত উঠিয়ে প্রাণ খুলে আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করবেন। কিন্তু বড় জামরায় কংকর নিক্ষেপের পর আর দাঁড়াতে হয় না বা দো'আও করতে হয় না।

(১৭) ১২ তারিখে কংকর মারার পর সূর্যাস্তের পূর্বেই যদি কেউ মক্কায় ফিরতে চান, তবে ফিরতে পারেন। কিন্তু যদি ১২ তারিখে রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই সূর্য মিনায় ডুবে যায়, তাহ'লে সেখানে অবস্থান করে ১৩ তারিখে কংকর মেরে মক্কায় আসবেন। বাধ্যগত শারঈ ওযর থাকলে প্রথম দু'দিনের কংকর যেকোন একদিনে একসাথে মেরে মক্কায় ফেরা যাবে।[৮] তবে তিন দিন থাকাই উত্তম। কেননা রাসূল (ছাঃ) তিন দিন ছিলেন।[৯]

(১৮) ত্বাওয়াফে বিদা' : মক্কায় ফিরে 'ত্বাওয়াফে বিদা' বা বিদায়ী ত্বাওয়াফ করতে হবে। ঋতুবতী ও নেফাস ওয়ালী মেয়েদের জন্য এটা মাফ। তারা বিদায়ী ত্বাওয়াফ ছাড়াই দেশে ফিরতে পারবেন। 'ত্বাওয়াফে বিদা'র মাধ্যমে হজ্জ সমাপ্ত হবে ইনশাআল্লাহ।[১০]

[বিস্তারিত দ্রঃ হা.ফা.বা. প্রকাশিত 'হজ্জ ও ওমরাহ' বই]

---

৭. *মুসলিম হা/১২১৮ (১৪৭), ৬৯৬ (২০); মিশকাত হা/২৫৫৫, ১৩৩৬।*

৮. *তিরমিযী হা/৯৫৫; ইবনু মাজাহ হা/৩০৩৭; মিশকাত হা/২৬৭৭।*

৯. *আবুদাঊদ হা/১৯৭৩; মিশকাত হা/২৬৭৬।*

১০. *মুসলিম হা/১২১৮; মিশকাত হা/২৫৫৫ 'বিদায় হজ্জের বিবরণ' অনুচ্ছেদ।*

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন, মুহতারাম আমীর জামা'আত প্রদত্ত জুম'আর খুৎবা এবং সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে প্রদত্ত বক্তব্যের নিয়মিত আপডেট পেতে ব্রাউজ করুন-

আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

http://multimedia.ahlehadeethbd.org

Youtube চ্যানেল

ahlehadeeth andolon bangladesh

ফেসবুক পেজ

www.facebook.com/Monthly.At.tahreek

Contents

ইছলামী জামাআত-বনাম আহলেহাদীছ আন্দোলন

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী

[বর্তমান বাংলাদেশের দিনাজপুর যেলাধীন পার্বতীপুর সদর উপযেলার খোলাহাটি রেল ষ্টেশনের নিকটবর্তী 'বস্তীর আড়া' বা (পরবর্তী নাম) 'নূরুল হুদা' গ্রামে মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোয়ায়শী (১৯০০-১৯৬০ খৃ.) জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুর পর এখানেই কবরস্থ হন। পিতা মাওলানা আব্দুল হাদী মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (১৮০৫-১৯০২ খৃ.)-এর ছাত্র ছিলেন এবং সেই সূত্রে তিনি 'আহলেহাদীছ' হন। পিতৃকুলে তিনি চট্টগ্রাম যেলার রাউজান থানার অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রামের সৈয়দ খোশহাল মুহাম্মাদ-এর সাথে এবং মাতৃকুলে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান যেলাধীন রসূলপুর পরগণার টুব গ্রাম নিবাসী পীর শাহ দিরাসাতুল্লাহ্র সাথে সম্পর্কিত। এই পীর হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর বংশধর বলে পরিচিত ছিলেন। মাওলানার মা উম্মে সালমা ছিলেন তাঁর পৌত্রী। এভাবে মায়ের দিক দিয়ে প্রথম খলীফা আবুবকর (রাঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত হওয়ার ধারণা থেকেই সম্ভবতঃ মাওলানা কাফী নিজের নামের শেষে 'আল-কোরায়শী' লিখতেন।

মাত্র ৬ বছর বয়সে পিতৃহারা আব্দুল্লাহেল কাফী প্রথমে স্বগ্রামে, অতঃপর ৯ বছর বয়সে রংপুরের কৈলাশ রঞ্জন হাইস্কুলে কিছুদিন লেখাপড়া করে হুগলী যেলা স্কুল থেকে ৮ম শ্রেণী পাস করেন। অতঃপর কলিকাতা মাদরাসায় স্কুল সেকশন থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। সেখান থেকে সেন্ট জেভিয়ার্স মিশনারী কলেজে ইন্টারমিডিয়েট শেষ করে বি.এ. পাঠরত অবস্থায় বৃটিশবিরোধী 'অসহযোগ আন্দোলনে' যোগ দেন ও ছাত্রজীবনের সমাপ্তি টানেন (ঐ, জীবনী ৬ পৃ.)।

১৯৪২ সালে হজ্জ থেকে ফিরে তিনি সক্রিয় রাজনীতি হ'তে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর রংপুরের হারাগাছে ১৯৪৬ সালে তাঁর উদ্যোগে বিরাট আহলেহাদীছ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে তাঁকে সভাপতি করে 'নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদিছ' গঠিত হয়। দেশবিভাগের পর 'পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলেহাদীছ' এবং বর্তমানে তা 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস' নামে পরিচিত।

অপূর্ব বাগ্মীতা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর মাধ্যমে তিনি আহলেহাদীছ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ১৯৪৯ হ'তে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত যুগটি ছিল মাওলানার সাহিত্য সাধনার স্বর্ণযুগ। ১৯৪৯ সালের মে মাসে পাবনা হ'তে উচ্চাংগের মাসিক 'তর্জুমানুল হাদিছ' (পরের বানান তর্জুমানুল হাদীছ[১]) প্রকাশ করেন। যা তাঁর মৃত্যুর পরেও ১৯৭০ সাল পর্যন্ত জারী ছিল। উক্ত পত্রিকায় সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদকীয় মতামত সমূহ প্রকাশিত হ'ত। আমরা সেখান থেকে আহলেহাদীছ আন্দোলন সম্পর্কিত তাঁর মূল্যবান কিছু বক্তব্য হুবহু উদ্ধৃত করলাম। যা এ যুগের আহলেহাদীছ ও অন্যান্যদের চিন্তার দুয়ার খুলতে সহায়ক হবে।

উল্লেখ্য যে, সে যুগের বানান পদ্ধতি ও বাক্য বিন্যাস এ যুগের সঙ্গে সব ক্ষেত্রে মিলবে না। কিন্তু বাংলা সাহিত্য ও বানান রীতির বিবর্তনে এগুলি চিন্তার খোরাক হবে। বর্তমান নিবন্ধে মাওলানা 'ইছলামী জামাআত' বলতে মাওলানা মওদূদী (১৯০৩-১৯৭৯ খৃ.) প্রতিষ্ঠিত 'জামায়াতে ইসলামী'কে বুঝিয়েছেন। অনেকের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে তিনি অত্র মতামত প্রকাশ করেন। এই সাথে তাঁর লিখিত ও হা.ফা.বা. প্রকাশিত 'একটি পত্রের জওয়াব' পুস্তিকাটি পাঠ করার অনুরোধ রইল (স.স.)]।

ইছলামী জামাআত-বনাম আহলেহাদীছ আন্দোলন

ইছলামী জামাআত সম্পর্কে অনেকদিন হইতে আমরা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়া আসিতেছি। অনিবার্য কারণ ব্যতীত কাহারও সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের রীতি বিরুদ্ধ বলিয়া উল্লিখিত দল সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে কিছু বলা এযাবত আমরা সমীচীন মনে করি নাই, কিন্তু সম্প্রতি সাধারণ মুছলিম উলামা সমাজ বিশেষতঃ আহ্লেহাদীছ- আন্দোলন সম্পর্কে ইছলামী জামাআতের ইমামে-আ'যম হইতে আরম্ভ করিয়া নিতান্ত অনুল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরাও যে ভাব-গতিক দেখাইতেছেন, তজ্জন্য কয়েকটি কথা ব্যক্ত করা অবশ্য- কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ফির্কা ও আন্দোলনের পার্থক্য,

দল অর্থাৎ ফির্কা এবং আন্দোলনর মধ্যভাগে যে বৈষম্য সুস্পষ্ট সীমারেখা টানিয়া দিয়াছে তাহার মোটামুটি বিবরণ এইযে, দলের আদর্শ এবং কার্যসূচী কোন- ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় ও নির্ভর করিয়াই উদ্ভাবিত এবং রূপায়িত হইয়া থাকে। ফির্কাবন্দীর ভিতর ব্যক্তিত্বের কেন্দ্রত্ব এরূপ অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয় যে, আদর্শের নিষ্ঠা ও কার্যক্রমের অনুসরণের দিক দিয়া কোন ব্যক্তি যতই অগ্রণী হউক না কেন, ফির্কার নেতার প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে আনুগত্যপরায়ণ না হওয়া পর্যন্ত তাহার নিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতার কোন মূল্যই স্বীকৃত হয়না। পক্ষান্তরে আদর্শবাদ ও কর্মপরায়ণতা অপেক্ষা ফির্কাবন্দীর ভিতর দলীয় নেতার আনুগত্য ও অন্ধ অনুসরণই অধিকতর মূল্যবান বিবেচিত হইয়া থাকে। কালক্রমে এরূপও দেখিতে পাওয়া যায় যে, দলপতির ভ্রমপ্রমাদগুলিরও ফির্কাপরস্তের দল একান্ত শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা সহকারে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে, মূল আদর্শ ও কর্মসূচীর সহিত দলপতির ব্যক্তিগত উক্তি ও আচরণের ব্যতিক্রম সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও অন্ধ ভক্তরা তাহাদের নেতার উক্তি ও আচরণকেই অগ্রগণ্য করিতেছে। পরিণামে ফির্কাবন্দীতে আদর্শ ও কর্মের সমুদয় ঝঞ্ঝাট বিদূরিত হইয়া দলীয় অহমিকতা ও ফির্কাপরস্তীর আত্মম্ভরিতাই সমুদয় স্থান জুড়িয়া বসে।

আহ্লেহাদীছ ফির্কা বা দল নয়,

একথা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবেনা যে, এই উম্মতের মধ্যে কোন ব্যক্তিবিশেষকে আশ্রয় ও অবলম্বন করিয়া আহ্লেহাদীছ আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপিত হয় নাই। উম্মতের অন্তরভুক্ত কোন ব্যক্তিরই নিজস্ব দৃষ্টিভংগী ও উদ্ভাবিত কর্মপদ্ধতিকে আহ্লেহাদীছগণ তাহাদের দলীয় আকীদা এবং কর্মসূচী রূপে গ্রহণ করেন নাই। ফকীহ ও মুহাদ্দিছগণ দূরের কথা, ওলী, গওছ, কুতুব পরের কথা, ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের

১. *এই বানানই সঠিক। কেননা 'হাদীছ' আরবী শব্দ। যেখানে 'দাল'-এর পর 'ইয়া' রয়েছে এবং শেষ বর্ণ হ'ল 'ছা'। 'স' লিখলে সেটি দ্বারা 'সীন' বুঝাবে। যা ভুল। কেননা 'হাদীস' অর্থ 'ধরাশায়ী'। 'হাদিছ' লিখলে তার অর্থ হবে 'নবোদ্ভূত' এবং 'হাদীছ' লিখলে তার অর্থ হবে 'বাণী'। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী। আর এটাই সঠিক (স.স.)।*

মধ্যেও কোন মহান ব্যক্তিকে আহ্লেহাদীছগণ অভ্রান্ত ও মাছুম স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহাদের কোন ব্যক্তিবিশেষকে নির্ধারিত নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেন নাই, সুতরাং এক নিঃশ্বাসে যাহারা অন্যান্য দল ও ফির্কার সহিত আহ্লেহাদীছ আন্দোলনের নামও উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা হয় এই আন্দোলনের পটভূমিকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, অথবা সংকীর্ণতার বশবর্তী হইয়াই তাঁহারা আহ্লেহাদীছ আন্দোলনের এই স্পষ্ট নিদর্শনটিকে উপেক্ষা করিয়া চলেন।

অন্যান্য মযহবের সহিত আহ্লেহাদীছগণের পার্থক্য,

কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কোরআন ও হাদীছের একচ্ছত্র অধিনায়কত্ব প্রতিপন্ন ও প্রতিষ্ঠা করা কি একমাত্র আহ্লেহাদীছ আন্দোলনেরই বৈশিষ্ট? আমরা সসম্মানে আরয করিব, -জ্বী হাঁ! আহ্লে ছুন্নতের অন্তরভুক্ত সমুদয় ফির্কাই নীতিগতভাবে হাদীছের প্রামাণিকতা ও প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইলেও দুইটি বিশেষ কারণে তাঁহাদের নির্দিষ্ট নেতা ও ইমামগণের সিদ্ধান্তই কার্যতঃ তাঁহাদের নিকট প্রামাণিকতার মৌলিক স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। প্রথমতঃ তাঁহাদের নেতাদের কোন উক্তি হাদীছের পরিপন্থী হইলে তাঁহারা হাদীছের পরোক্ষ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন বটে, কিন্তু একটি স্থানেও তাঁহারা তাঁহাদের ইমামগণের সিদ্ধান্ত, বর্জন করিয়া রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছের অনুসরণ করিতে সাহসী হননা। দ্বিতীয়তঃ তাঁহাদের নেতাগণের পরিগৃহীত কোন রেওয়ায়ত তহ্কীক ক্ষেত্রে দুর্বল বা অপ্রামাণ্য সাব্যস্ত হইলেও তাঁহারা উহা পরিত্যাগ করিয়া তদপেক্ষা প্রামাণ্য ও বলিষ্ঠ রেওয়ায়ত অবলম্বন করেননা। আবার অনেকক্ষেত্রে নেতাগণের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকেই ভিত্তি করিয়া তাঁহারা 'উপমান' পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিয়া থাকেন।

কিন্তু আহ্লেহাদীছগণ মতবাদ ও আচরণের দিক দিয়া রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছকে চুল পরিমাণও অতিক্রম করিয়া যাইতে প্রস্তুত নহেন। বিশুদ্ধ হাদীছের সমকক্ষতায়, উহার বিপরীত যেকোন মহাবিদ্বান ও বিরাট পুরুষের উক্তি হউকনা কেন, তাঁহারা উহা মানিতে স্বীকৃত নহেন। কোন দুর্বল হাদীছকে বলিষ্ঠতর হাদীছের মুকাবিলায় গ্রহণ করিতে তাঁহারা কদাচ রাযী নহেন। ইহার জলজ্যান্ত প্রমাণ এইযে, সকল ফির্কাই স্ব স্ব মযহবের মছ্আলাগুলি বিশেষভাবে সংকলিত করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহারা নিজেদের দলীয় মছ্আলার গ্রন্থগুলিকে নিজেদের গ্রন্থ এবং অপর দলের মছ্আলার পুস্তকগুলিকে ভিন্ন মযহবের কিতাব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু আহ্লেহাদীছ বিদ্বানগণ রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছের চয়ন, সংকলন, সম্পাদন, ব্যাখ্যা ও আলোচনা ব্যতীত নিজেদের মযহবের স্বতন্ত্র কোন কিতাব রচনা করেন নাই।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের পরিচয়,

আমাদের এই উক্তিগুলি যাঁহারা নিরপেক্ষ মনে বিচার করিতে সমর্থ, তাঁহারা ইহা স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইবেন যে, **আহলেহাদীছ** কোন নির্দিষ্ট দল বা ফির্কার নাম নয়, বরং তাঁহারা ফির্কাপরস্তী এবং দলবন্দীর বিরোধ করিতে এবং সমগ্র মুছ্লিম জাতিকে এক ও অভিন্ন কেন্দ্রে- সমাবেশিত করিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু কোরআন ও হাদীছের সার্বভৌম প্রতিষ্ঠা এবং জাতির পুনর্গঠন ও সংস্কারের কার্য এরূপ সুদূর প্রসারী ও বিভাগ বহুল যে, আহ্লেহাদীছগণের সকলেই একই নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে চলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই। তাঁহাদেরই একদল এই দেশে লেখনীর সাহায্যে কোরআন ও ছুন্নতের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা এবং দার্শনিক তত্ত্ব সম্বলিত সহস্র সহস্র গ্রন্থ ও সাহিত্য রচনা করিয়াছেন। মাত্র অল্প কিছুদিন পূর্বেও জনৈক আহ্লেহাদীছ মহাবিদ্বান আল্লামা ছৈয়েদ ছিদ্দীক হাছান (রহঃ) একাই ক্ষুদ্র বৃহৎ পাঁচ শতাধিক[২] গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ভারতের ইতিহাসে এরূপ গ্রন্থকারের দৃষ্টান্ত মুগল রাজত্বকালেও সুলভ নয়। ইহাদেরই আর একটি দল তাঁহাদের সমস্ত জীবন শুধু কোরআন ও হাদীছের অধ্যাপনা কার্যে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের

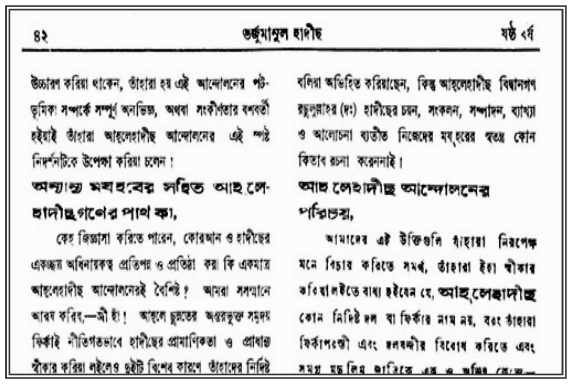

৪২ তর্জুমানুল হাদীছ ষষ্ঠ বর্ষ

উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা হয় এই আন্দোলনের পট-ভূমিকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, অথবা সংকীর্ণতার বশবর্তী হইয়াই তাঁহারা আহ্লেহাদীছ আন্দোলনের এই স্পষ্ট নিদর্শনটিকে উপেক্ষা করিয়া চলেন!

অন্যান্য মযহবের সহিত আহ্লে-হাদীছগণের পার্থক্য,

কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কোরআন ও হাদীছের একচ্ছত্র অধিনায়কত্ব প্রতিপন্ন ও প্রতিষ্ঠা করা কি একমাত্র আহ্লেহাদীছ আন্দোলনেরই বৈশিষ্ট? আমরা সসম্মানে আরয করিব,—জী হাঁ! আহ্লে ছুন্নতের অন্তরভুক্ত সমুদয় ফির্কাই নীতিগতভাবে হাদীছের প্রামাণিকতা ও প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইলেও দুইটি বিশেষ কারণে তাঁহাদের নির্দিষ্ট

বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু আহ্লেহাদীছ বিদ্বানগণ রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছের চয়ন, সংকলন, সম্পাদন, ব্যাখ্যা ও আলোচনা ব্যতীত নিজেদের মযহবের স্বতন্ত্র কোন কিতাব রচনা করেননাই।

আহ্লেহাদীছ আন্দোলনের পরিচয়,

আমাদের এই উক্তিগুলি যাঁহারা নিরপেক্ষ মনে বিচার করিতে সমর্থ, তাঁহারা ইহা স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইবেন যে, **আহ্লেহাদীছ** কোন নির্দিষ্ট দল বা ফির্কার নাম নয়, বরং তাঁহারা ফির্কাপরস্তী এবং দলবন্দীর বিরোধ করিতে এবং সমগ্র মুছ্লিম জাতিকে এক ও অভিন্ন কেন্দ্রে—

সাধনার ফলেই হিন্দ ও বাংলার ঘরে ঘরে রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছের পবিত্র প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। এই আহ্লেহাদীছগণেরই একদল শির্ক ও বিদ্আতের প্রতিরোধকল্পে এবং তওহীদ ও ছুন্নতের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কান্দাহার হইতে সিংহল পর্যন্ত এবং নেপালের তরাই হইতে আরম্ভ করিয়া সুন্দরবন পর্যন্ত পথে পথে ঘুরিয়া কে কোন্ স্থানে যে মৃত্যু বরণ করিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা দুঃসাধ্য। আহ্লেহাদীছগণেরই আর একটি দল পারিবারিক জীবনের মায়া এবং সুখ শান্তি পরিহার করিয়া নিষ্কাশিত তরবারি হস্তে ভারতের সীমান্তে দীর্ঘকাল যাবত সক্রিয় জিহাদে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। শুধু এই গুলিই নয়, শতাব্দীর উর্ধকাল যাবত পাক ভারতের যে কোন স্থানে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক যত প্রকার আন্দোলন জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে, 'ন্যায়ের সাহচর্য এবং অন্যায়ের অসহযোগ' নীতির অনুসরণ করিয়া- আহ্লেহাদীছগণ সেগুলির প্রত্যেকটিতেই যোগদান করিয়াছিলেন।

যতদিন চন্দ্র সূর্য বিদ্যমান থাকিবে, যতদিন কোরআন ও হাদীছের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত আহ্লেহাদীছ আন্দোলনের অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠে জীবন্ত-জাগ্রত

২. ২২২ খানা বইয়ের কথা জানা যায় (থিসিস ৯০ পৃ.)।

> যতদিন চন্দ্র সূর্য বিদ্যমান থাকিবে, যতদিন কোরআন ও হাদীছের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠে জীবন্ত-জাগ্রত রহিবেই। নদীর স্রোত যেরূপ সকল ঋতুতেই খরতর থাকেনা,— তেমনি আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের স্রোতে কোন কোন সময়ে ভাটা দর্শন করিয়া এই আন্দোলনের পতন ও মৃত্যুর ধারণা পোষণ করা মূর্খজনোচিত ধারণা মাত্র।

রহিবেই। নদীর স্রোত যেরূপ সকল ঋতুতেই খরতর থাকেনা,- তেমনি আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের স্রোতে কোন কোন সময়ে ভাটা দর্শন করিয়া এই আন্দোলনের পতন ও মৃত্যুর ধারণা পোষণ করা মূর্খজনোচিত ধারণা মাত্র।

ইছলামী জামাআতের স্বরূপ,

আহলেহাদীছ আন্দোলন যে দিকদিশারী মশাল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে, তাহারই আলোক আহরণ করিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ও এই উপমহাদেশে বহু সভামণ্ডপ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। এই আন্দোলনের ভাবাদর্শের আংশিক অনুকরণ করিয়াই "ইছলামী জামাআত" পাক ভারত উপমহাদেশে কোরআন ও হাদীছের সার্বভৌমত্ব ও ইছলামী জীবন-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার কথা বারংবার উচ্চারণ করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের রুচি ও প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত তাঁহারা একটি স্বতন্ত্র ফির্কাবন্দীর গোড়াপত্তন করিয়াছেন। দলীয় অহমিকতা, ফির্কাবন্দীর দাম্ভিকতা এবং অন্ধ গতানুগতিকতা পূর্ণভাবেই এই ফির্কাটিকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহারা একথা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, পৃথিবীর সত্তর কোটি[৩] মুছলমান যত মতে এবং পথেই বিভক্ত হইয়া থাকুকনা কেন, একমাত্র ইছলামই তাঁহাদের সর্বসম্মত সম্পদ এবং মিলন কেন্দ্র! ইছলামের মহা সাগর তীর্থেই সকল ভেদ ও বৈষম্যকে জলাঞ্জলী দিয়া মুছলমানগণ একাত্মা হইয়াছেন। আর এই জন্যই কোন দলই ইছলামের এক-চেটিয়া অধিকারী বলিয়া দাবী করার স্পর্ধা কোনকালেই প্রকাশ করেন নাই কিন্তু এই তথাকথিত 'ইছলামী জামাআতে'র স্পর্ধা যে, যে মানুষটিকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহাদের এই ফির্কা গজাইয়া উঠিয়াছে, কেবল সেইটিই হইতেছে 'ইছলামী জামাআত'। এরূপ অভিমানের নযীর ইছলামের ধর্মীয় আন্দোলনের ইতিহাস হইতে খুঁজিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য।

অবশ্য ইছলামের বিভিন্ন দল ও ফির্কা সমূহের পরস্পর অসমঞ্জস ও বিরোধী মতবাদ সমূহের জগাখিচুড়ী প্রস্তুত করিয়া যদি ইছলামী জামাআতের নামে একটি ফ্রন্ট রচনা করা হইত, তাহা হইলেও হয়ত এই নামের সার্থকতা আংশিক ভাবে প্রতিপন্ন হইতে পারিত, কিন্তু কার্যতঃ আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, মওলানা ছৈয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী নামক ব্যক্তি এবং তাঁহার নিকট দীক্ষিত কতিপয় বিদ্বান ও অবিদ্বানের অভিমত ও উক্তিগুলিই ইছলামী জামাআতের সিদ্ধান্ত নামে কথিত হইয়াছে। তাঁহাদের আমীরে-আ'লার 'তজ্‌দীদে দ্বীন' শীর্ষক নিবন্ধে পূর্বেও প্রদর্শিত হইয়াছিল যে, ইছলামের প্রাথমিক যুগ হইতে আজ পর্যন্ত 'সমগ্র ইছলামে'র উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠা দানের আন্দোলন কোন ইমাম, মুজতাহিদ, ফকীহ, মুহাদ্দিছ, ওলী, সাধক, রাষ্ট্রপতি ও মুজাদ্দিদ কেহই সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। ইছলামের তেরশত বৎসরের ইতিহাসে সামগ্রিক ভাবে ইছলামকে বুঝিবার ও বুঝাইবার উপযোগী যোগ্যতা ও ত্যাগের মহিমা একমাত্র তথাকথিত ইছলামী জামাআতের নেতারাই অর্জন করিয়াছেন। এই ফির্কার ইমামে- আ'যম তাঁহার দীর্ঘ কারাবাস হইতে মুক্ত হইয়া সম্প্রতি শেখুপুরায় যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার সেই পুরাতন দাম্ভিকতার প্রতিধ্বনি সমান ভাবেই বিঘোষিত হইয়াছে। তিনি বলিতে চাহিয়াছেন, ধর্মের এবং জাতির সেবার কার্য তাঁহার দলটি ব্যতীত অন্য কোন সংঘ[৪], পার্টি বা সমাজ কিছু মাত্র সমাধা করেন নাই। জম্‌ঈয়তে উলামাও নয়, আহরারও নয়, আহ্‌লে হাদীছরা ত একদমই নয়। তাঁহার এই দাম্ভিকতার অনস্বীকার্য প্রমাণ স্বরূপ তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, একমাত্র তাঁহারাই সরকারী কোপে পতিত হইয়াছেন। লাঞ্ছনা ও কারাবাসকে প্রোপাগাণ্ডার বিষয়বস্তু রূপে প্রয়োগ করা ইছলামী আদর্শের সহিত কতদূর সুসমঞ্জস এবং এই বিবৃতির সত্যতাই বা কতটুকু, তাহার আলোচনা না করিলেও কার্য ও কারণের মধ্যে যে গভীর যোগাযোগের সন্ধান মওলানা ছৈয়েদ আবুল আলা প্রাপ্ত হইয়াছেন, ন্যায়শাস্ত্রের ছাত্রগণ তাহা উপলব্ধি করিয়া যে চমৎকৃত হইবেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

ইছলামী জামাআতের লেখক এবং নেতৃবৃন্দের অহমিকতা এইখানেই সমাপ্ত হয় নাই। মওলানা ছৈয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী বারংবার বিনা কারণে এই ধৃষ্ট উক্তিও ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেছেন যে, ইছলাম-জগতে কোরআনের পরবর্তী সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ও মাননীয় গ্রন্থ ছহীহ বুখারী প্রমাদবিহীন পুস্তক নয়। এ যাবত তিনি বুখারীর কোন সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন নাই অথবা উক্ত গ্রন্থে তিনি যে সকল প্রমাদের সন্ধান লাভ করিয়াছেন, উল্লেখ সহকারে সেগুলির প্রমাণ প্রদর্শন করিতেও সক্ষম হন নাই। সর্বোপরি বর্তমান সময়ে- যখন কোরআন ও ছুন্নতের প্রামাণিকতা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে হাদীছ বৈরীগণ নানারূপ সন্দেহ ও দ্বিধার জাল বুনিতে চেষ্টা করিতেছে, ঠিক সেই আবাঞ্ছিত মুহূর্তে মওলানা মওদুদী ছাহেবের ছহীহ বুখারীর বিরুদ্ধে বিষোদগারের হেতুবাদ কি? তাঁহার রাছায়েল ও মাছায়েল পুস্তকে তিনি একথা বলিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই যে, নমাযে রুকূতে যাওয়া ও রুকূ হইতে মস্তক উত্তোলন করার সময়ে হস্তোত্তোলন করা বা না

৩. *২০০৯ সালের হিসাব মতে ১৫৭ কোটি (উইকিপিডিয়া)।*

৪. *মাওলানা কাফী ছাহেব 'সংঘ' বললেও তাঁর ভাতিজা ও পরবর্তী জমঈয়ত সভাপতি ছাহেব 'সংঘ'-কে বৌদ্ধ শব্দ বলেন এবং সেকারণে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নাম বর্জন করেন। অতঃপর ১৯৮৯ সালের ২১শে জুলাই 'যুবসংঘে'র সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে 'সম্পর্কহীনতা' ঘোষণা করেন (দ্রঃ সাপ্তাহিক আরাফাত ৩০/৪৮ সংখ্যা ২৪শে জুলাই ১৯৮৯ পৃ. ৫ কলাম ৩)। (স.স.)।*

করা, আমীন যোরে[৫] উচ্চারণ করা বা না করা কোন নির্দিষ্ট দলের আচার এবং চিহ্নে পরিণত হইলে এবং উক্ত কার্য সমূহের বর্জন ও গ্রহণের উপর কোন দলের অন্তরভুক্ত বা বহির্ভূত হওয়া নির্ভর করিলে উল্লিখিত আচরণ গুলি অর্থাৎ হস্তোত্তোলন করা বা না করা, আমীন যোরে বা আস্তে বলা সর্বাপেক্ষা জঘন্য বিদ্আত হইবে। যাঁহারা হস্তত্তোলন করিয়া থাকেন, তাহাদের অন্তর্নিহিত বিশ্বাস ও উদ্দেশ্য বিচার করার অধিকার মওলানা ছৈয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী কোথায় প্রাপ্ত হইলেন? তাঁহার এই উক্তি দ্বারা তিনি তাঁহার অন্তর্নিহিত "আহলে হাদীছ বিদ্বেষ"কেই প্রকটিত করেন নাই কি? এইরূপ এই দলটি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নমায বিশুদ্ধ ভাবে প্রমাণিত বার তক্বীরের বিরুদ্ধেও তাঁহাদের মুখপত্র সমূহে যে কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহাদের আহ্লেহাদীছ বিদ্বেষ সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিপন্ন হয় নাই কি?

মওলানা মওদুদী ছাহেব আহলে ছুন্নতগণের অন্যতম অধিনায়ক ইমাম আহমদ বিনে হাম্বলের এক খানা পত্র পাঠ করার সুযোগ কখনও পাইয়াছেন কি যাহাতে তিনি মুছদ্দদকে লিখিয়াছিলেন, "আহলেছুন্নতগণের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ রহিয়াছে, তন্মধ্যে প্রথমটি হইতেছে, নমাযে "রফ্এ ইয়াদায়েন" করার কার্যকে পূণ্যবর্ধক মনে করা, দ্বিতীয়, ইমামের 'ওয়ালায যাল্লীন' বলার পর উচ্চৈঃস্বরে আমীন উচ্চারণ করা, তৃতীয়, মৃত আহলে কিবলা নমাযীর জানাযা পড়া, চতুর্থ, ভালমন্দ প্রত্যেক নেতার সংগে জিহাদের জন্য উত্থান করা, পঞ্চম, প্রত্যেক ধর্মপরায়ণ অথবা দুশ্চরিত্র ইমামের পশ্চাতে নমায আদা' করা, ষষ্ঠ, বিতরের নমায এক রাকআত পড়া, সপ্তম, সমুদয় আহলে ছুন্নতকে ভালবাসা"।[৬]

ইছলামী জামাআতের হঠকারিতা, সংকীর্ণতা এবং হাদীছ বিরোধী মনোবৃত্তির ফলে পাঞ্জাবের অনেক আলিম, যাঁহারা উহার প্রতি সভানুভূতিশীল এমনকি উহার অন্তরভুক্ত ছিলেন, শুধু আহ্লেহাদীছ থাকার অপরাধেই উক্ত দল বর্জন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইছলামী জামাআতের নেতা এবং তাঁহার অন্ধ ভক্তের দল মুছলিম জনসাধারণ এবং তাঁহাদের নেতৃবর্গকে যেরূপ নির্মম, নিষ্ঠুর ও অভদ্রোচিতভাবে অহরহই আক্রমণ করিয়া থাকেন, তাহার ফলে বিদ্বানগণের অন্তঃকরণ উক্ত জামাআতের বিরুদ্ধে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইছলামী জামাআত অন্য কোন দলের কোন আচরণ বা সেবাকে গ্রাহ্যের মধ্যে না আনিলেও এবং এই দলের নিকট হইতে কোনরূপ শিষ্টাচারের প্রত্যাশী না থাকিলেও আমরা স্বয়ং উক্ত দলের নেতা এবং তাঁহাদের উত্তম কার্যগুলি সর্বদা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে কখনও কার্পণ্য করি নাই কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই দলটি ফির্কাবন্দীর অভিশাপে যেভাবে আক্রান্ত হইতে চলিয়াছে, নীতিনৈতিকতার সমুদয় পুরাতন বাগাড়ম্বরের মুখে ছিপি আঁটিয়া এখন তাঁহারা প্রকাশ্য ভাবে যেরূপ মামলা মোকদ্দমায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, সক্রিয় রাজনীতির সমুদয় কলুষকে গায়ে মাখিয়া তাঁহারা যেভাবে প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা লাভের উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র গোঠ রচনা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের পুরাতন ভক্ত ও অনুরক্তদের পক্ষে তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধান্বিত থাকা আর সম্ভবপর হইতেছে না। সম্প্রতি এই দলটি তাঁহাদের বহুবিশ্রুত নীতিনৈতিকতার মাথা খাইয়া বিগত বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে তাঁহাদের বিতরিত সাহায্যের বিনিময়ে অজ্ঞ জনসাধারণকে তাঁহাদের দলে ভিড়াইবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

আমাদের অভিমত,

আমরা পরিষ্কারভাবেই ঘোষণা করিতে চাই যে, মূলনীতির দিক দিয়া এই জামাআতের ভিতর কোন অভিনবত্ব নাই। রাজনৈতিক এবং ব্যবহারিক টেকনিকের দিক দিয়া ইঁহারা যে পথের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন, তাহা শুধু সংহতি বিরোধীই নয়, বরং উহা মুছলমানদিগকে এক অনিশ্চিত ও অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। অনাগত শতবর্ষ কাল আন্দোলন চালাইয়াও ইছলামী জামাআতের পক্ষে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কার, রাজনীতি, ধর্মসেবা ও তকওয়ার ক্ষেত্রে আহ্লেহাদীছগণের সমকক্ষতা লাভ করা সুদূর পরাহত। তাঁহাদের দলপরস্তী, গোঁড়ামী, অন্ধ অহমিকতা ও হাদীছবিদ্বেষ তাঁহাদিগকে ক্রমশঃ মুছলিম জনমণ্ডলী হইতে দূরেই সরাইয়া রাখিবে।

[মাসিক তর্জুমানুল হাদীছ, সাময়িক প্রসঙ্গ/সম্পাদকীয় কলাম, ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৬২/১৯৫৫, পৃ. ৪১-৪৫]

দৃষ্টি আকর্ষণ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ' ডক্টরেট থিসিসটির বাংলা ও ইংরেজী ২য় সংস্করণ বের হবে ইনশাআল্লাহ। তাতে পৃথকভাবে নতুন তথ্যাবলী সংযোজিত হবে। অতএব ছাদেকপুর পাটনা-এর শেষদিকের আমীরগণের জীবনী ও তথ্যাবলী কারু কাছে থাকলে দয়া করে যরূরী ভিত্তিতে জানাবেন। এছাড়া উভয় বাংলা, বিহার, আসাম ও ত্রিপুরা অঞ্চলে আহলেহাদীছ আন্দোলনের 'মারকায' সমূহের পরিচয় সহ এসব এলাকায় অবদান রেখেছেন, এমন যেকোন বিগত আহলেহাদীছ মনীষীর জীবন ও কর্ম বিশ্বস্ত প্রমাণাদি সহ ৩১শে ডিসেম্বর'১৭-এর মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ রইল। তথ্যদাতার স্বাক্ষর সহ নাম-ঠিকানা পূর্ণভাবে পাঠাবেন, যা থিসিসে মুদ্রিত হবে। সম্ভব হ'লে সরাসরি সাক্ষাৎ করবেন।

যোগাযোগের ঠিকানা

গবেষণা বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১।
মোবাইল : ০১৭১৬-০৩৪৬২৫, ০১৭১৭-৮৬৫২১৯।
E-mail : tahreek@ymail.com

৫. 'যোর' বানানই সঠিক। বর্তমানে 'জোর' লেখা হয়। যা ভুল। কেননা এটি ফার্সী শব্দ; যেটি 'যা' হরফ দ্বারা গঠিত (স.স.)।

৬. এটি পত্রটির পূর্ণ অনুবাদ নয় (স.স.)। দ্রঃ ইবনু আবী ইয়া'লা, ত্বাবাক্বাতুল হানাবিলাহ (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, তাবি) ১/৩৪২-৪৩ পৃ.।

Contents

কবিতা

রহীম ও রহমান

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

মহা বিশ্বের পরমাণু সহ সর্ব সৃষ্টি যাঁর,
নির্দেশ বলে অবিরত চলে
তিনি মোদের পরোয়ার।
তিনি তো গফূর তিনি গফ্ফার রহীম ও রহমান,
তনু মন মম সর্ব সত্তা সকলি তোমার দান।
ক্ষমাশীল তুমি ক্ষমা কর মোরে আমি তো পাতকী তাই
সিজদায় পড়ি আঁখি নীর ছাড়ি তব কাছে ক্ষমা চাই।
দয়াবান তুমি দয়া কর মোরে হে গফূর ও গফ্ফার!
জানি আমি জানি তোমার তো সদা মুক্ত ক্ষমার দ্বার।
ভালোবাস তুমি করিতে ক্ষমা তুমি বড় দয়াবান,
তোমাকে সপিনু যা আছে আমার চাহি নাকো প্রতিদান।

আপন ভেবে

এফ,এম, নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

ধন দৌলত যত মানিক রতন
আপন ভেবে যাকে করেছি যতন,
সোনা দানা বিত্ত সবই!
আপন শুধু ছিল আমল মোর
জন্ম হ'তে মৃত্যু অবধি!
দেহে আমার জড়িয়ে কাফন
ঘরের বাহির করলো যখন,
শোকের ছায়ায় কাঁদিলো জগৎ!
ফেললো চোখের জল!
খাদ্য-বস্ত্র বাতাস হীনা
অন্ধকারে আলো বিনা
একলা ঘরে কাটবে জানি
আমার অনন্ত কাল।
সুখ বিলাসী বাড়ী-গাড়ী
এই দুনিয়ার মায়া ছাড়ি,
যাচ্ছি চলে অচিনপুরে
যে দেশেতে যায় সকল মানুষ
আসে না কভু ফিরে।

ভেজালে সয়লাব

ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক
কলেজ বাজার, বিরামপুর, দিনাজপুর।

লাভের আশায় চলছে ভেজাল
ছেয়ে গেছে দেশ,
সব জিনিসেই ঢুকেছে ভেজাল
ভেজালের নাইকো শেষ।
সরিষার তেলে পামঅয়েল ভেজাল
দুধে ভেজাল পানি,
পুরি পরাটায় নিশাদল ভেজাল
গুঁড়ে ভেজাল চিনি।
হলুদ, মরিচের মাঝে ভেজাল
ভুষি, ইটের গুঁড়া,
খাসির গোশতে চলছে ভেজাল
হালুয়ান ছাগল, ভেড়া।
নকল ডাক্তারে সয়লাব দেশ
ধরা পড়ছে কত!
ভুল চিকিৎসা ভেজাল ঔষধে
রোগী মরছে অবিরত।
আসল ভেজাল চেনাই মুশকিল
কমছে না এর রেশ,
আর কতকাল চলবে এসব
নাই কি এসবের শেষ?

কুরবানীর আয়োজন

মুহাম্মাদ লাবীবুর রহমান
হয়বৎপুর, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

উঠলো শশী গগণ মাঝে ফিরলো আবার কুরবানী,
বইছে হাওয়া ঈদ-উৎসবের আমোদমাখা মন খানি।
ছুটছে মানুষ হাটের পানে নিত্য দিনে হাটবেলা,
কষ্ট তাই হাটের সময় পথিকেরই পথ চলা।
সরগরম তাই হাট প্রান্তর কেনা-বেচার আমেজে,
কিনছে কেউ ঐ পশুটি হাটের মাঝে সেরা যে।
পাঞ্জাবী আর টুপি কেনায় ভিড় জমেছে মার্কেটে,
কিনছে আবার সুরমা, আতর মেহেদীটাও তার সাথে।
নিত্য দিনে আয়োজনে মুখরিত বিশ্ব তাই,
বাস-ট্রেন, লঞ্চ-স্টীমারে মাথা গোঁজার নেইকো ঠাঁই।
এমন করে এলো ফিরে দশই যিলহজ্জ দিন খানি,
ছালাত পড়ে জলদি করে করলো সবে কুরবানী।
ধরার যমীন হ'ল রঙ্গিন রক্ত মেখে এই দিনে
ব্যস্ত সবাই রন্ধনশালায় হরেক পাকের আয়োজনে।
অশ্লীলতায় ঢাকলো আলয় ঈদ-আনন্দ উপভোগে,
মিটলো শেষে ঈদের আমোদ এই রূপ সব কর্মযোগে।
রইলো বাকি আসল কাজই 'তাক্বওয়া' লাভ দিলেতে,
নৈকট্য হাছিল আল্লাহ পাকের হ'ত যার মারফতে।

***

কুল্লিয়া (দাওরায়ে হাদীছ) কোর্সে ভর্তি চলছে

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে আলিম/ছানাবিয়াহ পরবর্তী ৩ বছর মেয়াদী কুল্লিয়া (দাওরায়ে হাদীছ) কোর্সে ভর্তি চলছে। উক্ত কোর্সে ছহীহ বুখারী, মুসলিম সহ কুতুবে সিত্তাহ এবং তাফসীর, উছূলে তাফসীর, হাদীছ, উছূলে হাদীছ, আরবী সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা প্রদান করা হয়। আবাসিক/অনাবাসিক আগ্রহী প্রার্থীদেরকে নিম্নোক্ত তারিখে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানানো যাচ্ছে।

ভর্তি পরীক্ষা : আলিম পরীক্ষার ফল প্রকাশের ১ সপ্তাহ পর।

ক্লাস শুরু : ১২ই সেপ্টেম্বর ২০১৭ মঙ্গলবার।

যোগ্যতা : আলিম/ছানাবিয়াহ।

যোগাযোগ

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

ফোন : ০৭২১-৭৬১৩৭৮, ০১৭১৭-৮৬৫২১৯।

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (জান্নাত)-এর সঠিক উত্তর

১. জাহান্নামী *(বুখারী হা/৬৫৬৬; মিশকাত হা/৫৫৮৫)*।
২. দুর্গম পিচ্ছিল। এর উপরে আংটা ও হুক থাকবে শক্ত চওড়া উল্টো কাঁটা বিশিষ্ট, যা নাজদ দেশের সাদান বৃক্ষের কাঁটার মত *(বুখারী হা/৭৪৩৯; মুসলিম হা/১৮৩)*।
৩. মুমিনদের কেউ চোখের পলকে, কেউ বিদ্যুতের গতিতে, কেউ দ্রুতগামী ঘোড় সওয়ারের মত পার হয়ে যাবে *(বুখারী হা/৭৪৩৯; মুসলিম হা/১৮৩)*।
৪. ইয়াতীম প্রতিপালন করলে *(বুখারী হা/৫৩০৪)*, অধিক সিজদা করলে *(মুসলিম হা/৪৮৯)*, কন্যা সন্তান প্রতিপালন করলে *(ছহীহাহ হা/২৯৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৯৭০)*।
৫. জিবরীল (আঃ)-কে *(আবূ দাঊদ হা/৪৭৪৪; মিশকাত হা/৫৬৯৬)*।
৬. দরিদ্ররা *(বুখারী হা/৩২৪১; মিশকাত হা/৫২৩৪)*।
৭. ১২০টি *(তিরমিযী হা/২৫৪৬; মিশকাত হা/৫৬৪৪)*।
৮. ৮০ টি *(ঐ)*।
৯. আবুবকর ও ওমর (রাঃ) বয়স্কদের *(তিরমিযী হা/৩৬৬৪-৬৫)*; হাসান ও হুসাইন যুবকদের *(তিরমিযী হা/৩৭৬৮)*; মারিয়াম, খাদীজা, ফাতিমা ও আসিয়া নারীদের সরদার হবেন *(ছহীহুল জামে' হা/৩৬৭৮; ছহীহাহ হা/১৪২৪)*।
১০. মারিয়াম *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪২৪, ১৫০৮)*।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (উদ্ভিদ জগৎ)-এর সঠিক উত্তর

১. মেহগনি, ইউক্যালিপটাস, রেইনট্রি। ২. অষ্ট্রেলিয়া। ৩. বট ও পাকুড়। ৪. তাল, নারিকেল, খেজুর ও সুপারি গাছ। ৫. সরিষা, তিল, তিসি, নারিকেল, নিম, সূর্যমুখী, ভেন্না প্রভৃতি। ৬. জলপাই, খেজুর, লিচু, নারিকেল, তাল, বরই ইত্যাদি। ৭. আনারস। ৮. বাঁশ। ৯. বাঁশ। ১০. বাঁশের।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (জান্নাত)

১. জান্নাতীদের আকার কেমন হবে?
২. তাদের বয়স কেমন হবে?
৩. জান্নাতীদের চেহারা কিরূপ হবে?
৪. জান্নাতবাসীদের পারস্পরিক অভিবাদন কি হবে?
৫. জান্নাতীদের খাদ্য-পানীয় কিভাবে হজম হবে?
৬. তাদের নিঃশ্বাস ত্যাগ কেমন হবে?
৭. সাধারণ জান্নাতীরা কয়টা স্ত্রী পাবে?
৮. শহীদদের মর্যাদা কি হবে?
৯. জান্নাতী নারীদের বৈশিষ্ট্য কি হবে?
১০. জান্নাতবাসীদের শক্তি কেমন হবে?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম, বংশাল, ঢাকা।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ভৌগলিক প্রশ্ন)

১. হোয়াংহো কি এবং কোথায় অবস্থিত? একে কি বলা হয়?
২. শাত-উল আরব কি ও কোথায়?
৩. মিশরকে কি বলা হয়?
৪. ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত কোন নদীতে অবস্থিত?
৫. আফ্রিকার কোন নদীর মোহনায় চর নেই।
৬. আফ্রিকার কোন নদীকে কুমীর নদী বলা হয়?
৭. পৃথিবীর দীর্ঘতম নদীর নাম কি?
৮. পৃথিবীর বৃহত্তম নদীর নাম কি ও কোথায়?
৯. ইউরোপের বৃহত্তম নদীর নাম কি?
১০. ইউরোপের দীর্ঘতম নদীর নাম কি?

সংগ্রহে : আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্ধাইখাড়া, নওগাঁ।

সোনামণি সংবাদ

বালিয়াডাঙ্গা, পবা, রাজশাহী ৩১শে মে বুধবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৬-টায় 'সোনামণি' বালিয়াডাঙ্গা মক্তব শাখার উদ্যোগে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মক্তবের শিক্ষক আব্দুল আলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম, যয়নুল আবেদীন এবং মারকায এলাকার সহ-পরিচালক রায়হানুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মাহ্ফূযুর রহমান।

করাতকান্দী, কুমারখালী, কুষ্টিয়া ২রা জুন শুক্রবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৯-টায় করাতকান্দী আল-ফুরকান তাহফীযুল কুরআনুল কারীম সেন্টার শাখার উদ্যোগে অত্র সেন্টার এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি কুষ্টিয়া-পূর্ব সংগঠনিক যেলার পরিচালক মুস্তাক্বীম আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'সোনামণি' সহ-পরিচালক জালালুদ্দীন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক এরশাদ হুসাইন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি সাগর আলী ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আলমঙ্গীর হুসাইন।

উত্তর নওদাপাড়া, শাহমখদুম, রাজশাহী ৫ই জুন সোমবার : অদ্য বাদ আছর উত্তর নওদাপাড়া কালুরমোড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার শিক্ষক মাওলানা আফযাল হুসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন ও সোনামণি রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলার পরিচালক আসাদুল্লাহ আল-গালিব। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ফাতেমা খাতুন এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে হাফীযা ও আনিকা।

সিংহমারা, মোহনপুর, রাজশাহী ৭ই জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর সিংহমারা দক্ষিণপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মোহনপুর উপযেলার সভাপতি মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সুহানুর রহমান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সোনালী খাতুন।

বড়কুড়া, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ ৯ই জুন শুক্রবার : অদ্য সকাল সাড়ে ১০-টায় বড়কুড়া মক্তব শাখার উদ্যোগে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি সিরাজগঞ্জ যেলার সহ-পরিচালক শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর দফতর সম্পাদক জামালুদ্দীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি জুবাইর হাসান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে হুসনেয়ারা খাতুন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র শাখার পরিচালক লিয়াকত হুসাইন।

উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম ৯ই জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর শহরের উত্তর পতেঙ্গাস্থ বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ শামীম আহসান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ সেলিম ফরাযী। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ ছিফাত ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে ওয়াসি আলম রাফি।

Contents

স্বদেশ

সংসদে ৪ লাখ ২৬৬ কোটি টাকার বাজেট পাস

গত ৪০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ বাজেট

গত ২৯শে জুন'১৭ বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট পাস হয়েছে। যা ১লা জুলাই'১৭ থেকে কার্যকর হবে। বাজেটের প্রধান দিকগুলি নিম্নরূপ ।-

(১) রাজস্ব আয় ২ লাখ ৮৭ হাযার ৯৯১ কোটি টাকা। (২) অনুন্নয়ন খাতে ব্যয় ২ লাখ ৩৪ হাযার ১৩ কোটি টাকা। (৩) ঘাটতি ১ লাখ ১২ হাযার ২৭৬ কোটি টাকা। (৪) দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৭.৪ শতাংশ। যা গত বাজেটে ছিল ৭.২ শতাংশ। (৫) ব্যাংকে ১ লাখ টাকা পর্যন্ত আমানতের উপর কোন শুল্ক নয়। ১-৫ লাখ পর্যন্ত আমানতের উপর আবগারি শুল্ক ১৫০ টাকা। ৫-১০ লাখ পর্যন্ত ৫০০ টাকা। ১০ লাখ-১ কোটি পর্যন্ত ২৫০০ টাকা। ১-৫ কোটি পর্যন্ত ১২০০০ টাকা। ৫ কোটি টাকার উর্ধ্বে ২৫০০০ টাকা।

(৬) নতুন ভ্যাট (উৎসে কর) আইনে প্রায় সবক্ষেত্রে একক ভ্যাট হার ১৫ শতাংশ নির্ধারণ করার যে প্রস্তাব করা হয়েছিল, সেটি দু'বছরের জন্য পিছিয়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে ২০১২ সাল থেকে কার্যকর ভ্যাট হারই বহাল থাকবে। (৭) তৈরী পোষাক খাতের উপর উৎসে কর ১ শতাংশ বহাল।

মোট বরাদ্দের (১) শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে ১৬.৪ শতাংশ (২) জনপ্রশাসন খাতে ১৩.৬ শতাংশ (৩) পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ১২.৫ শতাংশ (৪) সূদ প্রদান খাতে ১০.৪ শতাংশ (৫) স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাতে ৬.৯ শতাংশ (৬) প্রতিরক্ষা খাতে ৬.৪ শতাংশ (৭) কৃষি খাতে ৬.১ শতাংশ (৮) সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ খাতে ৬ শতাংশ (৯) জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা খাতে ৫.৭ শতাংশ (১০) জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে ৫.৩ শতাংশ (১১) স্বাস্থ্য খাতে ৫.২ শতাংশ (১২) শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস খাতে ১ শতাংশ (১৩) বিবিধ ব্যয় খাতে ২.৭ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

সরকারী দল বাজেটকে স্বাগত জানিয়েছে। বিএনপি বাজেটকে 'প্রতিক্রিয়াশীল' বাজেট বলেছে এবং এটি পাসের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। বাসদ নেতারা একে 'লুণ্ঠনের বৈধতা দেওয়া'র বাজেট বলে আখ্যায়িত করেছে। অর্থনীতিবিদগণ বাজেটের ঘাটতি মোকাবিলা কঠিন হবে বলে আশংকা প্রকাশ করেছেন। তাঁরা ব্যবসায়ীদের চাপের মুখে নতি স্বীকারকে 'রাজনীতির কাছে অর্থনীতির পরাজয়' বলে মন্তব্য করেছেন।

ধনী-গরীবের বৈষম্য ও ঋণখেলাপির সংখ্যা বাড়ছে

আট বছরে ৫০ হাযার নতুন কোটিপতি

দেশে অস্বাভাবিক হারে কোটিপতির সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে গত ৮ বছরে (২০০৯-১৬) কোটিপতির সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৫০ হাযার। ২০০৮ সালের ডিসেম্বর শেষে এ দেশে কোটিপতি ছিলেন ১৯ হাযার জন। ২০১৬ শেষে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬৬ হাযারে। তবে কোটিপতির সংখ্যা বাড়লেও ক্ষুদ্র আমানতকারীদের আমানত বাড়েনি, বরং আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। ২০০৮ সালে ক্ষুদ্র আমানতকারীদের আমানত ছিল মোট আমানতের ৩৬ শতাংশ, গত বছর শেষে তা নেমেছে ৮ শতাংশে। দেশে শুধু কোটিপতির সংখ্যাই বাড়ছে না। বাড়ছে ঋণখেলাপির সংখ্যাও। বর্তমানে দেশে ঋণখেলাপি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২,০২,৬২৩ জন। গত মার্চ শেষে খেলাপি ঋণের পরিমাণ অবলোপনসহ বেড়ে হয়েছে এক লাখ ১৮ হাযার কোটি টাকা।

ব্যাংকাররা জানিয়েছেন, কোটিপতি অ্যাকাউন্টের সংখ্যাই শুধু বাড়েনি, তাদের আকাউন্টে জমার পরিমাণও অস্বাভাবিক হারে বেড়ে গেছে। অর্থনীতিবিদদের মতে, ক্ষুদ্র আমানতকারীদের সংখ্যা না বাড়ার অর্থই হ'ল দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়ে যাচ্ছে। ধনীরা আরো ধনী হচ্ছে। অপর দিকে গরীবরা আরো গরীব হচ্ছে।

[সূদী অর্থনীতির এটাই হ'ল পরিণতি। আখেরাতের পরিণতি আরও ভয়াবহ (স.স.)]

রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র হ'লে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম প্রতিবন্ধী হবে

কয়লাভিত্তিক রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র বাস্তবায়িত হ'লে এ প্রকল্প থেকে প্রতি বছর ২২৩ কেজি পারদ নির্গত হবে। এ পারদ পাশের সংবেদনশীল ভূমিতে অবক্ষেপ ও সঞ্চিত হবে। ফলে সুন্দরবন এলাকার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকাংশই প্রতিবন্ধী হবে।

'সুন্দরবনের জীব ভৌগোলিক বলয়ে রামপাল থেকে নির্গত পারদের প্রভাব' শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সিরাকাস বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রফেসর চার্লস টি ড্রিসকল এ গবেষণা করেছেন। সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলন করে এ গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে যৌথভাবে সুন্দরবন রক্ষা জাতীয় কমিটি, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) ও ডক্টরস ফর হেলথ অ্যাণ্ড এনভায়রনমেন্ট।

গবেষণায় বলা হয়, বিশ্বের উন্নত দেশে পারদ নির্গতকারী প্রতিষ্ঠানে যত উন্নতমানের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হোক না কেন, তা প্রতি বছর ২২৩ কেজির অর্ধেক নির্গতই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। অথচ রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র পারদ নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণে অতটা উন্নতমানের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে না। তাই এর প্রভাব মানুষের ওপর প্রকটভাবে পড়বে।

সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর বদরুল ইমাম বলেন, প্রস্তাবিত কয়লাভিত্তিক রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রে কয়লা প্রজ্বলনের কারণে প্রতি বছর ২২৩ কেজি পারদ নির্গত হবে। যা বিদ্যুৎকেন্দ্রটির আশপাশের অঞ্চলে নদীপথ ও বায়ুপথে জলজ ও বনজ পরিবেশ, যেখানে পশুর নদী ও গাঙেঁষা সুন্দরবনকে আক্রান্ত করবে।

ডক্টরস ফর হেলথ অ্যাণ্ড এনভায়রনমেন্টের ডা. নাজমুন নাহার বলেন, পারদ দূষণ খুবই মারাত্মক। এটি মানুষকে বিকলাঙ্গ করাসহ জীবনে নানা ধরনের জটিল রোগের আবির্ভাব ঘটায়। বিশেষ করে গর্ভবতী মায়েরা এর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে প্রতিবন্ধী শিশু জন্ম দেন। অর্থাৎ এ প্রকল্প বাস্তবায়ন হ'লে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকাংশই হবে প্রতিবন্ধী।

[কর্তৃপক্ষের হটকারিতা বন্ধ হবে কি? (স.স.)]

কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে মাত্র ১০ টাকায় সব রকমের চিকিৎসা

বাইরে থেকে দেখে বুঝার উপায় নেই যে, এটি একটি হাসপাতাল। সব শ্রেণীর মানুষ শারীরিক সমস্যা নিয়ে এখানে হাযির হয় চিকিৎসকদের কাছে। চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানটির নাম কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল। ১০ টাকায় সব চিকিৎসা, বিশেষ এই খেতাব নিয়ে বিশেষ পরিচিতি রয়েছে এ সেবাকেন্দ্রের।

ঢাকা সেনানিবাসের এমইএস এলাকায় আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজের পাশেই অবস্থিত। হোটেল র‍্যাডিসন ব্লু গার্ডেনের ঠিক বিপরীত দিকে চোখে পড়বে চমৎকার দৃষ্টিনন্দন ভবনটি। কাচ দিয়ে ঘেরা এ চিকিৎসাকেন্দ্র কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল। ২০১২ সালের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫০০ শয্যা ও ১২টি কেবিনের ১২ তলাবিশিষ্ট এ হাসপাতালটি উদ্বোধন করেন। অত্যাধুনিক সব প্রযুক্তি ও চিকিৎসা সরঞ্জামে সুসজ্জিত এ হাসপাতালে কম খরচে চিকিৎসাসেবা পাচ্ছে সাধারণ মানুষ।

Contents

সম্পূর্ণ সরকারী অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আর মনোরম পরিবেশে পরিচালিত হচ্ছে।

হাসপাতালের বহির্বিভাগে প্রতিদিন আড়াই হাযারের বেশী রোগী দেখা হয়। ১০ টাকা টিকিটের বিনিময়ে সকাল ৮টা থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত বহির্বিভাগে রোগী দেখা হয়। যরূরী বিভাগ থেকে শুরু করে হাসপাতালটিতে মেডিসিন, অর্থোপেডিকস, গাইনী, চর্ম, নাক-কান-গলা, চক্ষু ও ডেন্টাল বিভাগ চালু আছে।

এখানে সেবা পেতে চাইলে মাত্র ১০ টাকার টিকিট এবং ভর্তি হ'তে ১৫ টাকার টিকিট কাটতে হয়। অন্যদিকে টেস্ট বা অন্যান্য সেবা ব্যয়ও তুলনামূলকভাবে অনেক কম। আল্ট্রাসনোগ্রাম ১১০ টাকা, অ্যাবডোমিনাল এনজিও গ্রাম ১ হাযার ৫০০, ব্রেইন সিটি স্ক্যান ২ হাযার, এমআরআই ৩ হাযার, ব্লাড কালচারে ২০০ টাকা। সব টেস্টের জন্যই সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে।

এখানে ব্যাংকিং সেবা, ক্যাফেটেরিয়া, ফার্মেসীর ব্যবস্থা রাখা আছে। ৩০০ টাকায় সিটি করপোরেশন ও ২০০ টাকায় পৌরসভার মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া নেওয়া যায়। রাজধানীর ক্যান্টনমেন্ট, মিরপুর, বাড্ডা, উত্তরা, টঙ্গী বা গাযীপুর এলাকা থেকে এখানে আসা বেশ সহজ। অন্যান্য এলাকা থেকে আসতে চাইলে হোটেল র‍্যাডিসনের সামনে নামতে হবে।

মাত্র ১১০০ টাকায় কিডনী ডায়ালিসিস

ঢাকার গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে বিশ্বের সর্ববৃহৎ কিডনী ডায়ালিসিস ইউনিট

কিডনী রোগীদের সুলভে ডায়ালিসিস সেবা দিতে রাজধানীর ধানমণ্ডির গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে গড়ে তোলা হয়েছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ডায়ালিসিস ইউনিট। দেশের হাযার হাযার কিডনী রোগীকে স্বল্প খরচে ডায়ালিসিসের সুযোগ করে দিতে এখানে ১শ' টি মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। কিডনী রোগীরা মাত্র ১১০০ টাকায় ডায়ালিসিস করাতে পারবেন এখানে। বর্তমানে প্রতিদিন ৫০০ রোগীকে এখানে ডায়ালিসিস সেবা দেওয়া হচ্ছে।

ডায়ালিসিস সেবার পাশাপাশি যাদের নিবিড় পরিচর্যা দরকার তাদের জন্য কয়েকটি পৃথক শয্যা আছে। হেপাটাইটিস বি ও সি আক্রান্ত রোগীদের জন্যও পৃথক শয্যা আছে।

ময়মনসিংহের জনৈকা নারী কিডনী রোগে আক্রান্ত স্বামীর জন্য এখন ঢাকায় থাকেন। সপ্তাহে তিনদিন ডায়ালিসিস করতে হয়। বেসরকারী হাসপাতালে প্রতিবার ৪৩০০ টাকায় ডায়ালিসিস করাতেন। এখন এর খরচ বহন করা তার জন্য অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সেজন্য এখানে নিবন্ধন করেছেন।

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেন, এই কেন্দ্র সম্পূর্ণ দেশী অর্থে স্থাপন করা হয়েছে। ব্রাক দিয়েছে ১০ কোটি টাকা। আটজন ব্যবসায়ী দিয়েছেন মোটা অঙ্কের টাকা। এক লাখ, ৫০ হাযার টাকার সহায়তাও দিয়েছেন অনেকে। একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এক দিনের বেতন দিয়েছেন। আরও সহায়তা পেলে কেন্দ্র সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে।

দুবাই বিশ্ব কুরআন প্রতিযোগিতায় হাফেয ত্বরীকুল ইসলামের ১ম স্থান লাভ

দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত ২১তম দুবাই হলি কুরআন এ্যাওয়ার্ড প্রতিযোগিতায় ১০৩টি দেশের প্রতিযোগীদের মধ্যে ১ম স্থান অর্জন করেছে হাফেয ত্বরীকুল ইসলাম। সে যাত্রাবাড়ীস্থ মারকাযুত তাহফীয ইন্টারন্যাশনাল মাদরাসার ছাত্র। এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে পুরস্কার হিসাবে সে ৬০ লক্ষ টাকা, আন্তর্জাতিক সনদ ও আরো অনেক উপহার সামগ্রী গ্রহণ করে দুবাইয়ের শাসক শেখ আহমাদ বিন রাশেদ আল-মাকতূম-এর নিকট থেকে।

বিদেশ

৭৩ বছরের বৃদ্ধার কুরআন হিফয

আলজেরিয়ার ৭৩ বছর বয়স্কা খাদীজা নাম্নী এক বৃদ্ধা মহিলা কুরআন মাজীদ হিফয সম্পন্ন করে চমক সৃষ্টি করেছেন। তিনি ৪৯ বছর বয়সে হিফয শুরু করেছিলেন। মজার ব্যাপার হল, তিনি কুরআন মাজীদ দেখেও পড়তে পারতেন না। এজন্য শুনে শুনে প্রথমতঃ কুরআন মাজীদের ছোট ছোট সূরা সমূহ মুখস্থ করেন। এরপর মসজিদে নববীর ইমাম ও খতীব শায়খ আব্দুর রহমান হুযায়ফীর রেকর্ডকৃত তেলাওয়াত শুনে বড় বড় সূরাগুলো মুখস্থ করেন। তাঁর হিফয সমাপন উপলক্ষে স্থানীয় মসজিদে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাচ্চারা। লাঠিতে ভর দিয়ে তিনি মসজিদে পৌঁছলে বাচ্চারা আনন্দে তাঁকে জড়িয়ে ধরে কান্না শুরু করে। তার দেখাদেখি তার স্বামীও কুরআন মাজীদ হিফয শুরু করেছেন *[মাসিক মা'আরিফ, আযমগড়, ইউপি, ভারত, জুন'১৭, পৃঃ ৪৬৩]*

[আল্লাহ তুমি এদেরকে সর্বোত্তম পুরস্কার দাও এবং অন্যদেরকে কুরআন হিফযের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার তাওফীক দাও (স.স.)]

ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার নমুনা!

ভারত তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হওয়ার পরও পশ্চিমবঙ্গের পাঠ্যপুস্তকে মুসলিম লেখকদের গল্প-কবিতা স্থান পায় না। যেমন পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যবইয়ের মোট ২১টি পাঠ্যে লেখক-কবির নাম উল্লেখ আছে, যার ১০০% হিন্দু ধর্মাবলম্বী। অথচ পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যা ৪০%-এর উপরে। মুসলিম কবি-সাহিত্যিকেরও অভাব নেই সেখানে, তারপরও সব বাদ, শুধু হিন্দুদের গল্প-কবিতা থাকবে। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ উল্টো। মুসলিমপ্রধান বাংলাদেশে ২০১৭ সালের ১ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা বইয়ে ১৭৭টি গদ্য-পদ্যের লেখকদের মধ্যে ৭২ জন হিন্দু ৩৮জন নাস্তিক মিলে মোট ১১১ জনই হিন্দু ও নাস্তিক লেখক। যাদের বাংলা বইয়ের শতকরা গড়ে ৬২.৭১ ভাগ দখল দেয়া হয়েছে।

ছিয়াম রাখায় চীনে গ্রেফতার একশ'

জিনজিয়াং প্রদেশের উইঘুর মুসলিমদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিন ধরে ধর্মীয় বিধি-নিষেধ আরোপ করে আসছে চীন সরকার। ওই প্রদেশে এবার পবিত্র রামাযান মাসে ছিয়াম রাখা নিষিদ্ধ করেছে দেশটি। কিন্তু এ নিয়ম ভঙ্গ করে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা ছিয়াম রাখায় ১০০ জনকে গ্রেফতার করেছে স্থানীয় প্রশাসন। জিনজিয়াং প্রদেশটির সঙ্গে মিশে রয়েছে রাশিয়া, মঙ্গোলিয়া, কাজাখস্তান, কিরঘিজিস্তান, পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও ভারত। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে বলা হয়েছে, জিনজিয়াং প্রদেশের উইঘুর সম্প্রদায়ের মধ্যে জঙ্গী নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে দিয়েছে আইএস। বেশ কয়েকটি নাশকতার তদন্তে নেমে এসেছে এমনই তথ্য। বিভিন্ন সময়ে জিনজিয়াং প্রদেশে মুসলিমদের বিরুদ্ধে নাশকতাসহ বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করছে চীন সরকার। এরই জেরে স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে জারি করা হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। সরকারের জারী করা নিয়মের প্রতিবাদে বিক্ষোভে বার বার রক্তাক্ত হয়েছে জিনজিয়াং প্রদেশ।

কাতারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল সঊদী আরব সহ পাঁচটি মুসলিম দেশ

গত ৫ই জুন'১৭ কাতারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিবেশী দেশ সঊদী আরব, মিসর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন ও ইয়ামন। সম্পর্ক ছিন্ন করার কারণ হিসাবে দেশগুলি কাতারের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদে সমর্থন দেওয়ার অভিযোগ এনেছে। কাতার এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

[আমরা দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা কামনা করছি এবং আমেরিকার ধোঁকায় না পড়ার পরামর্শ দিচ্ছি। কারণ আমেরিকা যাদের বন্ধু হয়, তাদের অন্য কোন শত্রুর প্রয়োজন হয় না বলে প্রবাদ রয়েছে। (স.স.)]।

Contents

মুসলিম জাহান

সঊদী আরবের পরবর্তী শাসক হিসাবে পুত্র মুহাম্মাদকে যুবরাজ ঘোষণা করলেন বাদশাহ সালমান

সঊদী বাদশাহ সালমান ক্রাউন প্রিন্স (যুবরাজ) হিসাবে স্বীয় পুত্র মুহাম্মাদ বিন সালমানের নাম ঘোষণা করেছেন। এর মধ্য দিয়ে আগের যুবরাজ মুহাম্মাদ বিন নায়েফের (৫৭) কাছ থেকে ক্রমান্বয়ে ক্ষমতা নিয়ে নেওয়ার কাজ শেষ হ'ল। দেশটির রাজকীয় এক ফরমানে একইসাথে উপ-প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষমন্ত্রী হিসাবে মুহাম্মাদ বিন সালমানের (৩১) নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এসপিএ জানিয়েছে, সঊদী আরবের উত্তরাধিকার নির্ধারণ কমিটির ভোটাভুটিতে ৪৩টি ভোটের মধ্যে ৩১টি পান মুহাম্মাদ।

ফরমানে বলা হয়, মুহাম্মাদ বিন নায়েফকে তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকেও অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। রাজধানী রিয়াদের কিং সঊদ ইউনিভার্সিটি থেকে ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জন করার পর খুব অল্প বয়স থেকেই বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সংস্থায় কাজ করেছেন তিনি। ২০০৯ সালে পিতার বিশেষ উপদেষ্টা হিসাবে, ২০১৩ সালে মন্ত্রীর মর্যাদায় সঊদী রয়্যাল কোর্টের প্রধান হিসাবে এবং সর্বশেষ ২০১৫ সাল থেকে ডেপুটি ক্রাউন প্রিন্স ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। ইয়ামনে সামরিক অভিযান শুরুর পিছনে অন্যতম ভূমিকা ছিল এই মুহাম্মাদের।

এছাড়া দেশটির তেলনীতি বাস্তবায়নে ও ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছেন তিনি। সঊদী আরবের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্যও তাঁর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাও প্রকাশ করেছেন, যা ভিশন ২০৩০ নামে পরিচিত।

সঊদী আরবের রাজনীতিতে মাত্র ৩১ বছর বয়সী মুহাম্মদ বিন সালমানের অতি দ্রুত উত্থান বেশ চমক সৃষ্টি করেছে। এছাড়া সঊদী রাজতন্ত্রের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো কোন বাদশাহ নিজ ছেলেকে যুবরাজ বানালেন।

[আমরা এই তরুণ যুবরাজের সাফল্য কামনা করি। সেই সাথে যুদ্ধনীতি পরিহারের মাধ্যমে সঊদী আরবকে মুসলিম বিশ্বের মুরব্বী দেশ হিসাবে সর্বদা মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালনের মর্যাদায় উন্নীত করার জন্য তার প্রচেষ্টা আশা করি (স.স.)]

বিশ্বের ভয়াবহতম কলেরার শিকার ইয়ামন

ইয়ামন এখন বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহ কলেরা মহামারীর শিকার। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিতে এপর্যন্ত আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা প্রায় আড়াই লাখ। এছাড়া নিহতের সংখ্যা ১,৫০০ ছুঁয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই হিসাব জানিয়েছে। এ বছর এপ্রিল থেকে কলেরা মহামারী আকারে শুরু হয় দেশটিতে। দেশজুড়ে প্রতিদিন প্রায় ৫ হাযার করে লোক নতুনভাবে কলেরায় আক্রান্ত হচ্ছে বলেও জানায় ইউনিসেফ ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। নিত্যপ্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া এখন সেখানে খুবই কষ্টসাধ্য। একই সঙ্গে তীব্র খাদ্য সঙ্কট ও বিশুদ্ধ পানির দারুণ অভাব; সব মিলিয়ে দেশজুড়ে অপুষ্টি দেখা দিয়েছে।

গত দু'বছর ধরে সঊদী জোট সমর্থিত ইয়ামনের সরকারী বাহিনী ও ইরান সমর্থিত হাওছী বিদ্রোহীদের মধ্যকার টানা যুদ্ধে পুরো দেশের স্বাস্থ্য, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। বর্তমানে রাজধানী ছান'আসহ দেশের বড় একটা অংশ বিদ্রোহীদের দখলে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

আরও ১০ পৃথিবীর সন্ধান লাভ

পৃথিবীর মতো আরও ১০টি পৃথিবীর সন্ধান পাওয়ার খবর দিয়েছে নাসার কেপলার স্পেস টেলিস্কোপ (কেএসটি)। সম্প্রতি এক ঘোষণায় প্রতিষ্ঠানটি জানায়, আমাদের পৃথিবী যেমন এই সৌরমণ্ডলে বৃহস্পতি, শনি, নেপচুন, ইউরেনাসের তুলনায় আকারে ছোট, তেমনই চেহারা ঐ ১০টি পৃথিবীর। নাসা বলছে, সদ্য সন্ধান পাওয়া ১০টি পৃথিবী থেকে তাদের নক্ষত্র বা তারা এমন দূরত্বে রয়েছে, যেখানে বাসযোগ্য হ'তে পারে।

নাসার তরফে আরও জানানো হয়, সিগনাস নক্ষত্রপুঞ্জে যে ২ লাখ তারার ওপর নযর রেখেছিল কেএসটি, তার মধ্যে ২১৯টি ভিন গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই ২১৯টি ভিন গ্রহের মধ্যে অন্তত ১০টি একেবারেই আমাদের পৃথিবীর মতো পাথুরে এবং এগুলো রয়েছে গোল্ডিলক্স জোনে। গোল্ডিলক্স জোন বলা হয়, নক্ষত্র থেকে কোন গ্রহের নির্দিষ্ট দূরত্বকে। এ নিয়ে গত ৮ বছরে মোট ৪ হাযার ৩৪টি ভিনগ্রহের সন্ধান পেল কেএসটি। এর মধ্যে সদ্য সন্ধান পাওয়া ১০টিকে নিয়ে পৃথিবীর মতো বাসযোগ্য গ্রহের সংখ্যা দাঁড়াল ৪৯টি।

মাত্র এক লিটার পানিতে বাইক চলবে ৫০০ কিলোমিটার!

যত দিন গড়াচ্ছে ততই উদ্ভাবনের সংখ্যাও বাড়ছে। এবার এমন এক বাইক উদ্ভাবন করা হয়েছে যেটি মাত্র এক লিটার পানিতে চলবে ৫০০ কিলোমিটার। এটি চালাতে বিশেষ কোন ধরনের পানিরও প্রয়োজন হয় না। একেবারে সাধারণ পানিই বাইকের জ্বালানির ট্যাঙ্কে ব্যবহৃত হবে। ওয়াটার ট্যাঙ্ক ও একটি ব্যাটারি; প্রধানতঃ এই দু'টি অংশ নিয়েই এর ইঞ্জিন গঠিত। ব্যাটারির ইলেকট্রিসিটি পানির হাইড্রোজেন মলিকিউলগুলিকে বিশ্লিষ্ট করে দেয়। তারপর একটি পাইপের মাধ্যমে সেই হাইড্রোজেন প্রবাহিত হয় ইঞ্জিনের মধ্যে। এই হাইড্রোজেনই বাইককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপযোগী শক্তি উৎপাদন করতে সমর্থ হয়। ব্রাজিলের পাবলিক অফিসার রিকার্দো আজাভেদোর তৈরী এই বাইকটিতে কোনও রকম খনিজ তেল যেমন খরচ হয় না, তেমনি কোনও রকম ধোঁয়াও উৎপাদন করে না। সে কারণে এটিকে পরিবেশ বান্ধব বাইক বলা হচ্ছে।

[আল্লাহ এমনি করে তার বান্দাদের মাধ্যমে বিশ্ব জগতের কল্যাণ করে থাকেন। বাংলাদেশে এই প্রকল্প যতদ্রুত সম্ভব আমদানীর জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি আবেদন রইল (স.স.)]

সভাপতি : আব্দুর রশীদ আখতার
সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

প্রধান অতিথি :
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

বক্তব্য রাখবেন : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর নেতৃবৃন্দ

২০ অক্টোবর, শুক্রবার সকাল ৯-টা
ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তন, ঢাকা

কর্মী সম্মেলন ২০১৭

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২, মোবা : ০১৭৪০-৭৯১৩১৭

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

মাহে রামাযান উপলক্ষে দেশব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল

পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** -এর উদ্যোগে দেশব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ, আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল সমূহ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল সমূহে 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং মনোনীত দায়িত্বশীলগণ সফর করেন। মোট ৩৩ জন সফরকারীর মাধ্যমে ৫০টি যেলাতে কেন্দ্রীয় সফর ও প্রশিক্ষণ বাস্তবায়িত হয়। এছাড়া ৪৩টি সাংগঠনিক যেলায় স্ব স্ব উদ্যোগে মোট ৪৪২টি প্রোগ্রাম বাস্তবায়িত হয়। কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ।-

১. পাঁজরভাঙ্গা, নওগাঁ-পূর্ব ৩১শে মে ৪ঠা রামাযান বুধবার : অদ্য সকাল ৯-টায় পাঁজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম এবং গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ। সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাষ্টার ফারুক ছিদ্দীকী।

২. সাপাহার, নওগাঁ-পশ্চিম ১লা জুন ৫ই রামাযান বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর সাপাহার বায়তুন নূর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। গোপালপুর ফাযিল মাদরাসার সহকারী অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল হক সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ। সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামীদ।

৩. কুষ্টিয়া-পূর্ব ২রা জুন ৬ই রামাযান শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ শহরের ১০০ ঝিনাইদহ রোডস্থ রিযিয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টারের ৩য় তলায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে সকাল ১০টা থেকে কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার হাশিমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য তরীকুয্যামান, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ডাঃ আমীনুদ্দীন। প্রশিক্ষণে দু'শোর অধিক কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

৪. কালাই, জয়পুরহাট, ২রা জুন ৬ই রামাযান শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ কালাই জুম্মাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জয়পুরহাট যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম আযাদ ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক হাবীবুর রহমান। সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি নাজমুল হক।

৫. ধর্মদহ, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া ৪ঠা জুন ৮ই রামাযান বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ধর্মদহ মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ গোলাম যিল-কিবরিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাষ্টার আমীরুল ইসলাম।

৬. বামুন্দী, মেহেরপুর ৬ই জুন ১০ই রামাযান মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ১০-টায় বামুন্দী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ, সমাজ কল্যাণ সম্পদাক সা'দ আহমাদ, ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল নূরুল ইসলাম। সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তরীকুয্যামান।

৭. সন্তোষপুর, রাজশাহী ৬ই জুন ১০ই রামাযান মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার শাহ মখদুম থানাধীন সন্তোষপুর-পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ কমিটির সাবেক সভাপতি আলহাজ্জ মকবূল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহমান। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন রাজশাহী সদর যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম।

৮. নওদাপাড়া, রাজশাহী ৭ই জুন ১১ই রামাযান বুধবার : অদ্য বাদ আছর প্রস্তাবিত দারুল হাদীছ (প্রাঃ) বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী কলেজ ও রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলা এবং স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা 'আল-'আওন' -এর যৌথ উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী সদর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হায়দার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, আল-'আওন এর সভাপতি ডা. আব্দুল মতীন ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ' রাজশাহী কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক তরীকুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল হোসাইন।

Contents

৯. বাঁকাল, সাতক্ষীরা ৮ই জুন ১২ই রামাযান বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় বাঁকাল দারুল হাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ মাদরাসা মসজিদে সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য আলহাজ্জ আব্দুর রহমান ও অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা মুহীদুল ইসলাম, কাকডাঙ্গা এলাকা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা শামসুল আলম প্রমুখ। প্রশিক্ষণে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক শহীদুযযামান ফারূক।

১০. বিরামপুর, দিনাজপুর ৮ই জুন ১২ই রামাযান বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার বিরামপুর থানাধীন চাঁদপুর ফাযিল মাদরাসা মিলনায়তনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব শাহ -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ মুখতারুল ইসলাম ও 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহমান।

১১. মৈশালা, রাজবাড়ী ৮ই জুন ১২ই রামাযান বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় মৈশালা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রাজবাড়ী যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মকবুল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ। সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ আলী।

১২. শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-দক্ষিণ ৮ই জুন ১২ই রামাযান বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার শিবগঞ্জ থানাধীন কানসাট আব্বাস বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে চাঁপাইনবাবগঞ্জ-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইসমাঈল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী। সঞ্চালক যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি ইয়াসীন আলী।

১৩. রহনপুর, চাঁপাই-উত্তর ৯ই জুন ১৩ই রামাযান শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ ডাক বাংলাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে চাঁপাইনবাবগঞ্জ-উত্তর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক্বীম আহমাদ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আনোয়ার হোসাইন।

১৪. বিরল, দিনাজপুর ৯ই জুন ১৩ই রামাযান শুক্রবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার বিরল বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব তোফায্যল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ মুখতারুল ইসলাম ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহমান।

১৫. কুমিল্লা ৯ই জুন ১৩ই রামাযান শুক্রবার : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলা শহরের শাসনগাছাস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী কমপ্লেক্স জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুমিল্লা যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম আযাদ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ।

১৬. উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম ৯ই জুন ১৩ই রামাযান শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার উত্তর পতেঙ্গাস্থ বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চট্টগ্রাম যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ শামীম আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ ও শূরা সদস্য অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

১৭. খোকশাবাড়ী, সিরাজগঞ্জ সদর ৯ই জুন ১৩ই রামাযান শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ খোকশাবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সিরাজগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তাযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য জনাব আব্দুর রহীম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি শামীম আহমাদ।

১৮. নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ ৯ই জুন ১৩ই রামাযান শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর হবিগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে নবীগঞ্জ থানা সদরের পার্শ্ববর্তী গেন্দা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মামুনুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর।

১৯. মেকিয়ারকান্দা, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ ১০ই জুন ১৪ই রামাযান শনিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ময়মনসিংহ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মেকিয়ারকান্দা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক আব্দুল আযীযের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী, 'যুবসংঘ'-এর ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান

ইলাহী যহীর ও মাওলানা মোখলেছুর রহমান (নওগাঁ)।

২০. কক্সবাজার ১০ই জুন ১৪ই রামাযান শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের পাহাড়তলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কক্সবাজার যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এডভোকেট শফীউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম।

২১. সখিপুর, টাঙ্গাইল ১০ই জুন ১৪ই রামাযান শনিবার : অদ্য বাদ যোহর স্থানীয় জসীমবাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে টাঙ্গাইল যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার আব্দুল ওয়াজেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন' -এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য আব্দুর রহীম ও সিরাজগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি শামীম আহমাদ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাসঊদুর রহমান।

২২. মণিপুর, গাযীপুর ১০ই জুন ১৪ই রামাযান শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন মণিপুর বাজার কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

২৩. সাঘাটা, গাইবান্ধা ১১ই জুন ১৫ই রামাযান রবিবার : অদ্য বাদ যোহর সাঘাটা ডিগ্রী কলেজ মাঠ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মিনারুল ইসলাম।

২৪. মণিরামপুর, যশোর ১১ই জুন ১৫ই রামাযান রবিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার মণিরামপুর থানাধীন চণ্ডিপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যশোর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আ. ন. ম. বযলুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

২৫. অলহরী, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ ১১ই জুন ১৫ই রামাযান রবিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ময়মনসিংহ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলার ত্রিশাল থানাধীন অলহরী খারহর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আব্দুল কাদের -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা মোখলেছুর রহমান (নওগাঁ) ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী হাফেয সফীরুদ্দীন।

২৬. মোহাম্মদপুর, ইসলামপুর, জামালপুর ১২ই জুন ১৬ই রামাযান সোমবার : অদ্য বাদ আছর জামালপুর-উত্তর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে ইসলামপুর থানাধীন মুহাম্মাদপুর (পূবের চর) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাসঊদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী, 'যুবসংঘে'র ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর ও মাওলানা মুখলেছুর রহমান (নওগাঁ)। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি এস.এম. এরশাদ আলম।

২৭ গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ১২ই জুন ১৬ই রামাযান সোমবার : অদ্য বাদ যোহর গোবিন্দগঞ্জ টিএন্ডটি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গাইবান্ধা-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ আওনুল মা'বূদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মিনারুল ইসলাম।

২৮. রংপুর, ১২ই জুন ১৬ই রামাযান সোমবার : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলা শহরের খামারবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রংপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যক্ষ হেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম।

২৯. কাঁকনহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী ১২ই জুন সোমবার : অদ্য বাদ আছর কাঁকনহাট খড়িপট্টি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গোদাগাড়ী উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তোফাযযল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর দাঈ ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহমান।

৩০. সোহাগদল, স্বরূপকাঠি, পিরোজপুর, ১২ই জুন ১৬ই রামাযান সোমবার : অদ্য বাদ আছর সোহাগদল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পিরোজপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রেযাউল করীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন' -এর সাধারণ সম্পাদক ওয়ালিউল্লাহ তালুকদার।

৩১. নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৩ই জুন ১৭ই রামাযান মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর রাজশাহী সদর ও রাজশাহী-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন' -এর যৌথ উদ্যোগে প্রস্তাবিত দারুল হাদীছ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী সদর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ নাযিমুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যের মধ্যে

বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম, সদর যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শামসুল হুদা প্রমুখ। উল্লেখ্য, সকাল ১০টা থেকে আছর পর্যন্ত একই স্থানে কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

৩২. মহিষখোচা, আদিতমারী, লালমণিরহাট ১৩ই জুন ১৭ই রামাযান মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার আদিতমারী থানাধীন মহিষখোচা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' লালমণিরহাট যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মিনারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আযহারুল ইসলাম।

৩৩. কৈমারী বাজার, নীলফামারী ১৩ই জুন ১৭ই রামাযান মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার জলঢাকা থানাধীন কৈমারী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নীলফামারী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম।

৩৪. মোনারপাড়া, সরিষাবাড়ী, জামালপুর ১৩ই জুন ১৭ই রামাযান মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে স্থানীয় মোনারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর ও মাওলানা মোখলেছুর রহমান (নওগাঁ)।

৩৫. উলানিয়া, বরিশাল-পূর্ব ১৩ই জুন ১৭ই রামাযান মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর উলানিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বরিশাল-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ।

৩৬. নওহাটা, রাজশাহী ১৪ই জুন ১৮ই রামাযান বুধবার : অদ্য বাদ আছর নওহাটা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পবা উপযেলার উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা আব্দুল্লাহ সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদ ঢাকার খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, রাজশাহী সদর যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শামসুল হুদা।

৩৭. উজিরপুর, বরিশাল-পশ্চিম ১৪ই জুন ১৮ই রামাযান বুধবার : অদ্য বাদ আছর স্থানীয় যুগিহাটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বরিশাল-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ।

৩৮. নীলফামারী ১৪ই জুন ১৮ই রামাযান বুধবার : অদ্য বাদ যোহর যেলা সদরে অবস্থিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নীলফামারী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ মুস্তাফীযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম।

৩৯. নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম ১৪ই জুন ১৮ই রামাযান বুধবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার নাগেশ্বরী থানাধীন বোর্ডেরহাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কুড়িগ্রাম-উত্তর যেলা 'আন্দোলন' উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হামীদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মিনারুল ইসলাম।

৪০. ডাকবাংলা, ঝিনাইদহ ১৪ই জুন ১৮ই রামাযান বুধবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন ডাকবাংলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ঝিনাইদহ যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার ইয়াকূব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন' -এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহমান।

৪১. সিলেট ১৪ই জুন ১৮ই রামাযান বুধবার : অদ্য বাদ আছর শহরের মীরের ময়দানস্থ কিউসেট ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন' -এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন অত্র ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আবু তাহের, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ও মাওলানা মাহবূবুর রহমান প্রমুখ।

৪২. যোগিপাড়া, বাগাতিপাড়া, নাটোর ১৪ই জুন ১৮ই রামাযান বুধবার : অদ্য বাদ আছর নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যোগিপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ, 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন ও রাজশাহী মহানগরীর পরিচালক আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

৪৩. ছোট বেলাইল, বগুড়া ১৫ই জুন ১৯শে রামাযান

বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১১-টা হ'তে শহরের ছোট বেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম আযাদ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি আব্দুর রাযযাক।

৪৪. দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ১৫ই জুন ১৯শে রামাযান বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার দামুড়হুদা থানাধীন জয়রামপুর দারুস সুন্নাহ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর চুয়াডাঙ্গা যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহমান।

৪৫. উলিপুর, কুড়িগ্রাম ১৫ই জুন ১৯শে রামাযান বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার উলিপুর থানাধীন পাঁচপীর মাষ্টাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মিনারুল ইসলাম।

৪৬. চাঁদমারী, পাবনা ১৫ই জুন ১৯শে রামাযান বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পাবনা যেলার উদ্যোগে চাঁদমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হাসান আলী।

৪৭. সিলেট ১৫ই জুন ১৯ শে রামাযান বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিলেট যেলার উদ্যোগে জৈন্তাপুর থানাধীন সেনগ্রাম দাখিল মাদরাসা মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ফায়যুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ' মাদরাসা শাখার সভাপতি আব্দুর রাযযাক। উল্লেখ্য, বাদ যোহর হ'তে আছর পর্যন্ত মাদরাসা কক্ষে কর্মীদের নিয়ে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

৪৮. বাখরপুর, চাঁদপুর ১৫ই জুন ১৯শে রামাযান বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর প্রস্তাবিত চাঁদপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সদর থানাধীন বাখরপুর কবিরাজপাড়া (উত্তর) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা আলহাজ্জ আব্দুল মুত্তালেব মাষ্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন' -এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, কুমিল্লা যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, এলাকা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক হোসাইন মুহাম্মাদ রাসেল, অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা আব্দুস সোবহান, বাখরপুর কবিরাজপাড়া (দক্ষিণ) আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম জনাব ওয়াক্কাছ আলী প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ হেমায়েত হোসাইন। অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ শরীফ।

৪৯. কালদিয়া, বাগেরহাট ১৫ই জুন ১৯শে রামাযান বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর আল-মারকাযুল ইসলামী কালদিয়াতে বাগেরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সরদার আশরাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম ও সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা যুবায়ের ঢালী।

৫০. নবীপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা ১৬ই জুন ২০শে রামাযান শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মুরাদনগর থানাধীন নবীপুরস্থ ইমাম বুখারী (রহঃ) সালাফিইয়াহ মাদরাসার উদ্যোগে অত্র মাদরাসা মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন কুমিল্লা যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, অত্র মাদরাসার সহকারী প্রধান শিক্ষক আইনুদ্দীন আল-'আইন প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক জনাব আতাউল্লাহ বিন জমশেদ। অনুষ্ঠানে অত্র প্রতিষ্ঠান থেকে হিফয সমাপনকারী দু'জন ছাত্রকে পাগড়ী প্রদান করা হয় এবং ইসলামী সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

৫১. মৌলভীবজার ১৬ই জুন ২০শে রামাযান শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মৌলভীবাজার যেলার উদ্যোগে কুলাউড়া থানা সদরের দক্ষিণ মাগুড়াস্থ মসজিদুত তাওহীদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ছাদেকুন নূর-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আবু মুহাম্মাদ সোহেল।

৫২. হরিপুর, ঠাকুরগাঁও ১৬ই জুন ২০শে রামাযান শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার হরিপুর থানাধীন খিরাইচণ্ডি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঠাকুরগাঁও যেলার উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন' -এর আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমানের সভাপতিত্বে উক্ত সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মিনারুল ইসলাম।

৫৩. গোবরচাকা, খুলনা, ১৬ই জুন ২০শে রামাযান শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ শহরের গোবরচাকা মুহাম্মাদিয়া আহলেহাদীছ জামে

মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' খুলনা যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম ও সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুয্যাম্মিল হক।

৫৪. বোদা, পঞ্চগড় ১৭ই জুন ২১শে রামাযান শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলা বোদা থানাধীন ডাঙ্গাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন' -এর সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মিনারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি শামীম প্রধান।

রামাযানে আল্লাহ্র পথে অধিকহারে সময় দিন!

-আমীরে জামা'আত

৫৫. নরসিংদী ৮ই জুন ১২ই রামাযান বৃহস্পতিবার: অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নরসিংদী যেলার উদ্যোগে সদর থানাধীন পশ্চিম বাগহাটা আল-আক্বছা জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, যদি বাংলাদেশের ব্যাংকার ও ব্যবসায়ীগণ সূদমুক্ত অর্থনীতি চালুর জন্য সরকারের প্রতি চাপ সৃষ্টি করতেন, তাহ'লে অতি দ্রুত দেশ সূদের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেত। তিনি সবাইকে হালাল রূযী ভক্ষণের আহ্বান জানান।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি কাযী আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত উপচে পড়া ইফতার মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, অর্থ সম্পাদক কাযী মুহাম্মাদ হারূণুর রশীদ, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, নরসিংদী যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ দেলোয়ার হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা ইকবাল কবীর, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুস সাত্তার প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ মাহফূযুল ইসলাম।

উল্লেখ্য যে, বাদ মাগরিব মুহতারাম আমীরে জামা'আত অত্র মসজিদের জমিদাতা অসুস্থ জনাব মুহাম্মাদ আলাউদ্দীন মাষ্টারকে (৭০) দেখতে যান এবং তার সুস্থতার জন্য দো'আ করেন। অতঃপর যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ মাহফূযুল ইসলামের বাড়ীতে আতিথেয়তা গ্রহণ শেষে পূর্ব বাগহাটা খন্দকারবাড়ী জামে মসজিদের মুছল্লীদের অনুরোধে সেখানে গিয়ে এশার ছালাত আদায় করেন এবং সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার পরিদর্শন: রাজশাহী হ'তে বিমান যোগে ঢাকা পৌঁছে আমীরে জামা'আত সরাসরি নরসিংদীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে পাঁচদোনা বাজারের নিকটবর্তী চৌয়া গ্রামে সদ্য প্রতিষ্ঠিত **চৌয়া হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার** পরিদর্শন করেন। পাঠাগারের পরিচালক ও চৌয়া শাখা আহলেহাদীছ যুবসংঘের সভাপতি আব্দুল বারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা ও শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন। উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. সাখাওয়াত হোসাইন সহ আমীরে জামা'আতের সফরসঙ্গীগণ সকলে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তুলে ধরেন এবং সকলকে মাসিক আত-তাহরীক সহ হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রকাশিত বই-পুস্তক নিজেরা পাঠ করার পাশাপাশি সেগুলি ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রসারের আহ্বান জানান।

সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে গড়ে তুলুন!

-আমীরে জামা'আত

৫৬. মাদারটেক, ঢাকা ৯ই জুন ১৩ই রামাযান শুক্রবার: অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ইসলামী অর্থনীতির রূহ হ'ল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধনীদের কাছ থেকে ছাদাক্বা নিয়ে তা গরীবদের মধ্যে বণ্টন করা। নিজ হাতে নয়, বরং ইসলামী আমীরের 'বায়তুল মাল ফাণ্ডে' জমা করে সেখান থেকে সুশৃংখলভাবে তা বণ্টিত হবে। তাহ'লে ব্যক্তি রিয়া ও শ্রুতির পাপ থেকে বেঁচে যাবেন। সেই সাথে সুপরিকল্পিতভাবে সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব হবে।

মসজিদ কমিটির সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ তমীযুদ্দীন মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী মুহাম্মাদ হারূণুর রশীদ।

মহিলা বৈঠক : একই দিন সকাল ১০-টায় মসজিদ কমিটির সদস্য মুহাম্মাদ জালালুদ্দীনের বাসায় এক মহিলা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পর্দার অন্তরালে সমবেত মা-বোনদের উদ্দেশ্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, আপনারা ইচ্ছা করলে সমাজ সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। এক্ষেত্রে পরিবার যদি বাধা হয়, তাহ'লে তাদের বুঝিয়ে স্ব স্ব পরকালীন মুক্তির স্বার্থে কাজ করতে হবে।

এসময়ে তিনি মহিলাদের লিখিত প্রশ্ন সমূহের উত্তর দেন। মহিলা বৈঠকের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম ও 'সোনামণি' ঢাকা যেলার পরিচালক মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান।

জুম'আর খুৎবা: মুহতারাম আমীরে জামা'আত অদ্য মাদারটেক দো'তলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। জুম'আর খুৎবায় সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আসুন আমরা সবাই আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেই! আমাদের ছালাত-ছিয়াম, যাকাত ও ছাদাক্বা সবই আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য তাঁরই দেখানো পথে সম্পাদন করি। তিনি বলেন, আল্লাহ যদি বাঁচিয়ে রাখেন, তাহ'লে আগামী বছর এসে যেন এই মসজিদকে তার পূর্ণরূপে দেখতে পাই এবং যেন মুছল্লীদের স্থান সংকট দূরীভূত হয়।

তৃণমূল জনগণের নিকট আন্দোলন-এর দাওয়াত পৌঁছে দিন!

-আমীরে জামা'আত

৫৭. জিরানী, সাভার, ঢাকা ১০ই জুন ১৪ই রামাযান শনিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাভার-আশুলিয়া উপযেলা সংগঠনের উদ্যোগে জিরানী পুকুরপাড় ফাতেমাতুয যাহরা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, জিরানী সহ সাভার শিল্পাঞ্চলে দেশের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে অগণিত শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী ভাই-বোনেরা কর্মরত আছেন। তাদের কাছে দাওয়াত নিয়ে যাওয়া আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। হক-এর সন্ধান পেলেই সত্যিকারের দ্বীনদার ভাই-বোন হক লুফে নিবেন। আমাদের দায়িত্ব পৌঁছে দেওয়া। তিনি চরমপন্থী ও জঙ্গীবাদের ফিৎনা হ'তে সাবধান থাকার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

অত্র মসজিদের মুতাওয়াল্লী আলহাজ্জ মুহাম্মাদ ফযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান, মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন সাভার-আশুলিয়া উপযেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আখতারুযযামান।

মাগরিবের ছালাতের পর আমীরে জামা'আত দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। অতঃপর ঢাকা ফেরার পথে তিনি চক্রবর্তী বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক সংলগ্ন ডাঃ আব্দুল কুদ্দূস-এর আমন্ত্রণে তাঁর নিজস্ব অর্থায়নে নব নির্মিত মসজিদ কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেন এবং সেখানে সাংগঠনিক পরিবেশ তৈরীর জন্য স্থানীয় দায়িত্বশীলদের পরামর্শ দেন।

আসুন জামা'আতবদ্ধভাবে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হই!

-আমীরে জামা'আত

৫৮. কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ ১১ই জুন ১৫ই রামাযান রবিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নারায়ণগঞ্জ যেলার উদ্যোগে স্থানীয় ভরতচন্দ্র উচ্চবিদ্যালয় ময়দানে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। বৃষ্টির মধ্যেও দু'হাযারের উপরে সমবেত মুছল্লীদের ধন্যবাদ দিয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, যে আবেগ ও ভালোবাসা নিয়ে আপনারা সব বাধা অতিক্রম করে এখানে এসেছেন, একই আবেগ ও ভালবাসা নিয়ে যদি আমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য জামা'আতবদ্ধভাবে সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করি, তাহ'লে ইনশাআল্লাহ খুব শীঘ্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক এম.এ. কেরামত প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মাহফূযুর রহমান।

ইফতার শেষে কাঞ্চন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাগরিবের ছালাত আদায় করে মুহতারাম আমীরে জামা'আত কাঞ্চন বাজারস্থিত 'আন্দোলন' অফিসে গমন করেন। অতঃপর সেখানে সমবেত কর্মীদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন।

প্রথম ১২ তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায়

মোমিনপুর, সরিষাডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা ২৬শে জুন মঙ্গলবার : অদ্য সকাল পৌনে ৯-টায় যেলার সদর থানাধীন মোমিনপুর সরিষাডাঙ্গা জামে মসজিদ সংলগ্ন ময়দানে প্রথমবারের মত ছহীহ হাদীছ মোতাবেক ১২ তাকবীরে ঈদুল ফিতরের ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। ছালাতে ইমামতি করেন স্থানীয় মাওলানা আব্দুস সাত্তার। ঈদের জামা'আতে তিন শতাধিক মুছল্লী উপস্থিত ছিলেন।

বালিয়াশিশা, মীরপুর, কুষ্টিয়া ২৬শে জুন মঙ্গলবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৮-টায় যেলার মীরপুর থানাধীন বালিয়াশিশা ঈদগাহ ময়দানে ছহীহ হাদীছ মোতাবেক প্রমথবারের মত ১২ তাকবীরে ঈদুল ফিতরের ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। ছালাতে ইমামতি করেন স্থানীয় মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-মামূন। ঈদের জামা'আতে শতাধিক মুছল্লী উপস্থিত ছিলেন।

[আমরা মুছল্লীদের সর্বান্তকরণে ধন্যবাদ জানাই এবং ভবিষ্যতে ছহীহ আক্বীদার উপর দৃঢ় থাকার তাওফীক দানের জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা জানাই (স.স.)।]

তাবলীগী সভা

পানিশাইল, নিয়ামতপুর, নওগাঁ ২৪শে জুন শনিবার : অদ্য বাদ যোহর পানিশাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা আন্দোলন-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠান সঞ্চালক ছিলেন অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা আব্দুল আউয়াল।

ফুলশো, মোহনপুর, রাজশাহী ৭ই জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব ফুলশো আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। মোহনপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। উল্লেখ্য যে, উক্ত অনুষ্ঠানে পর্দার অন্তরালে মহিলারাও উপস্থিত ছিলেন।

মৃত্যু সংবাদ

মাসিক আত-তাহরীক-এর প্রবীণ লেখক ও এজেন্ট জনাব আব্দুর রহমান এম.এ. (৮৫) দীর্ঘদিন যাবত শয্যাশায়ী থাকাবস্থায় গত ২৭শে জুন মঙ্গলবার বিকাল ৫-টায় রাজশাহী শহরের সাধুর মোড়স্থ নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৫ পুত্র, ৩ কন্যা সহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে যান। রাত ১০-টায় স্থানীয় টিকাপাড়া গোরস্থান ময়দানে তাঁর জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও মাসিক আত-তাহরীক -এর সম্পাদক মণ্ডলীর মাননীয় সভাপতি **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। জানাযা শেষে টিকাপাড়া কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। জানাযায় 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন'-এর গবেষণা সহকারী আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব, যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীল বৃন্দ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ বহু মুছল্লী যোগদান করেন।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।- সম্পাদক]

Contents

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪০১) : রামাযান মাসে ইফতারীর কিছু পূর্বে নারীদের ঋতু শুরু হ'লে ঐদিনের ছিয়ামটি রাখা যাবে কি?

-উম্মে হাবীবা, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : ইফতারীর সামান্য পূর্বে হ'লেও ছিয়াম ভেঙ্গে ফেলতে হবে এবং পরবর্তীতে এর ক্বাযা আদায় করতে হবে *(মুসলিম হা/৩৩৫; মিশকাত হা/২০৩২)*।

প্রশ্ন (২/৪০২) : দুনিয়াবী চাপমুক্তির জন্য আল্লাহ্র নিকটে মৃত্যু কামনা করা যাবে কি?

-আল-আমীন, ঢাকা।

উত্তর : যাবে না। রাসূল (ছাঃ) মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কারণ সে নেককার হ'লে হয়তো অধিক নেকী অর্জন করবে এবং বদকার হ'লে সম্ভবত তওবা করে আল্লাহ্র সন্তোষ লাভে সমর্থ হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৫৯৮ 'জানাযা' অধ্যায়, 'মৃত্যু কামনা ও মৃত্যুর স্মরণ' অনুচ্ছেদ)*। তবে নিতান্তই কেউ যদি মৃত্যু কামনা করতে চায়, তবে সে বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যেন তার নিকটে বিপদ পৌঁছার কারণে মৃত্যু কামনা না করে। তবে সে যদি মৃত্যু কামনা করতেই চায়, তবে যেন বলে, হে আল্লাহ! আমাকে জীবিত রেখ যে পর্যন্ত আমার জীবন কল্যাণকর হয় এবং আমাকে মৃত্যু দান কর, যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হয়' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৬০০)*।

প্রশ্ন (৩/৪০৩) : বর্তমানে অনেক সালাফী আলেম তারাবীহ্র ছালাত ৮ রাক'আত পড়া উত্তম এবং ২০ রাক'আত বা তার বেশী পড়া জায়েয বলছেন। এক্ষণে আমাদের করণীয় কি?

-মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম
দিঘলিয়া, খুলনা।

উত্তর : উত্তমটিই পালনযোগ্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীন থেকে এবং রাসূল (ছাঃ)-এর অন্য কোন স্ত্রী ও ছাহাবী থেকে ১১ বা ১৩ রাক'আতের ঊর্ধ্বে তারাবীহ বা তাহাজ্জুদের কোন বিশুদ্ধ প্রমাণ নেই *(বুখারী হা/১১৪৭; মুসলিম হা/৭৩৮; মুওয়াত্ত্বা, ৭১ পৃঃ, টীকা-৮ দ্রষ্টব্য)*। বর্ধিত রাক'আত সমূহ পরবর্তীকালে সৃষ্ট। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাত্রির ছালাত ১১ বা ১৩ রাক'আত আদায় করতেন। পরবর্তীকালে মদীনার লোকেরা দীর্ঘ ক্বিয়ামে দুর্বলতা বোধ করে। ফলে তারা রাক'আত সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে, যা ৩৯ রাক'আত পর্যন্ত পৌঁছে যায়' *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৩/১১৩)*। খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) বলেন, একথা না মেনে উপায় নেই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তারাবীহ ৮ রাক'আত ছিল *(আল-'আরফুশ শাযী শরহ তিরমিযী হা/৮০৬-এর আলোচনা দ্রঃ ২/২০৮ পৃঃ; মির'আত ৪/৩২১)*।

আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে, *(আহযাব ৩৩/২১)*। আর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন 'তোমরা ছালাত আদায় কর সেভাবে, যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ'... *(বুখারী হা/৬৩১)*। আলবানী বলেন, খাছ হাদীছ চলে আসার পর আম হাদীছের উপর নির্ভর করে অতিরিক্ত (তারাবীহ) ছালাত আদায় করা জায়েয হবে না।... যেমন ফজর, যোহর ইত্যাদি ছালাতের সুন্নাত সমূহের রাক'আত সংখ্যায় কম-বেশী করা জায়েয নয়' *(তামামুল মিন্নাহ ১/২৫৩)*। অতএব তিন রাক'আত বিতরসহ ১১ বা ১৩ রাক'আত তারাবীহ্র ছালাত আদায় করাই তাক্বওয়াশীল মুমিনের কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন 'সৃষ্টিজগতের প্রতি রহমত স্বরূপ' *(আম্বিয়া ২১/১০৭)* এবং বেশী না পড়াটা ছিল উম্মতের প্রতি তাঁর অন্যতম রহমত। সুতরাং রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণের মধ্যেই কল্যাণ ও সকল বিতর্কের সমাধান রয়েছে *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল ১৭১-১৮১ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৪/৪০৪) : ইমাম হিসাবে আমি তারাবীহর ছালাত ২ রাক'আত করে ১০ রাক'আত ছালাত আদায় করে ১ রাক'আত বিতর পড়াই। এ পদ্ধতি সঠিক কি?

-বেলালুদ্দীন, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত পদ্ধতি সঠিক। তারাবীহ্র ছালাত রাসূল (ছাঃ) এভাবেও আদায় করেছেন *(বুখারী হা/৬২৬; মুসলিম হা/৭৩৬; মিশকাত হা/১১৮৮)*। তবে এভাবে নিয়মিত করা ঠিক নয়।

প্রশ্ন (৫/৪০৫) : আমাদের মসজিদের জমি ওয়াকফকৃত। কিন্তু যারা ওয়াকফ করেছেন তারা কমিটিতে ভালো পদ না পাওয়ায় মাঝে মাঝে কটু কথা বলে থাকেন। এক্ষণে উক্ত মসজিদে ছালাত শুদ্ধ হবে কি?

-আব্দুল বাসেত
মেলান্দহ, জামালপুর।

উত্তর : এখানে ছালাত আদায় করায় কোন বাধা নেই। তবে ওয়াকফকারীর ওয়াকফের জন্য কমিটিতে ভালো পদ পাওয়া বা অন্য কোন স্বার্থ হাছিলের ইচ্ছা করা নিতান্তই অন্যায় ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। এরূপ করলে তাকে তওবা করতে হবে। নতুবা কেবল নিয়তে গরমিলের কারণে ওয়াকফের প্রভূত নেকী থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন *(বুখারী হা/১)*। স্মর্তব্য যে, ওয়াকফকৃত জমিতে কারো অধিকার থাকে না *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৩০০৮)*।

প্রশ্ন (৬/৪০৬) : ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বীর্যপাত করলে কাফফারা দিতে হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

উত্তর : রামাযান মাসে ইচ্ছাকৃত বীর্যপাত করালে ছিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে। তবে এতে স্ত্রী সহবাসের ন্যায় কাফফারা দিতে হবে না। বরং সেই দিনের ক্বাযা আদায় করতে হবে এবং অধিকহারে তওবা-ইস্তিগফার করতে হবে। আর স্ত্রী সহবাসের সাথে এর তুলনা করা যাবে না *(ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ৩/১২৭; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১০/২৫৬, ২২/৬১; উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৬/৩৭৪-৭৫)*। কারণ স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হ'লে বীর্যপাত হৌক বা না হৌক ছিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং কাফফারা হিসাবে একাধারে ষাটটি ছিয়াম পালন বা গোলাম মুক্তকরণ অথবা ৬০ জন মিসকীনকে খাওয়াতে হবে' *(বুখারী হা/১৯৩৬; মুসলিম হা/১১১১; মিশকাত হা/২০০৪; মওসূ'আতুল ফিক্বহিইয়াহ ৩৫/৫৫)*।

প্রশ্ন (৭/৪০৭) : মাথা ব্যথার কারণে ডাক্তার আমাকে গরম পানিতে ঔষধ মিশিয়ে নাকে ভাপ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এতে আমার ছিয়াম ভঙ্গ হবে কি?

-সাইফুল ইসলাম
ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : ভঙ্গ হবে না ইনশাআল্লাহ। এগুলি খাদ্য বা পানীয় নয় *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১০/২৭৫; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/১৫৫)*।

প্রশ্ন (৮/৪০৮) : ঈদের খুৎবা একটি না দু'টি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-তৈয়েবুর রহমান
নাচোল আল-জামে'আহ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : ঈদায়নের খুৎবা ১টি। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদগাহে বের হ'লেন এবং সর্বপ্রথম ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর খুৎবা দিলেন। তারপর তিনি মহিলাদের কাছে আসলেন, তাদেরকে ওয়ায-নছীহত করলেন এবং দান-ছাদাক্বার নির্দেশ দিলেন... *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৪২৯, 'ঈদায়নের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। জাবির (রাঃ) বলেন, আমি ঈদের দিনে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছালাতে উপস্থিত ছিলাম। আমি দেখলাম যে, তিনি আযান ও ইক্বামত ছাড়াই খুৎবার পূর্বে ছালাত শুরু করলেন। যখন তিনি ছালাত শেষ করলেন তখন বেলালের গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। অতঃপর আল্লাহ্র প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করলেন এবং লোকদের উপদেশ দিলেন, পরকালের কথা স্মরণ করালেন এবং আল্লাহ্র আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন। অতঃপর মহিলাদের দিকে অগ্রসর হ'লেন। এমতাবস্থায় তাঁর সাথে বেলাল ছিল। তাদেরকে তিনি আল্লাহভীতির উপদেশ দিলেন এবং আখেরাতের কথা স্মরণ করালেন *(নাসাঈ, মিশকাত হা/১৪৪৬ 'ঈদায়নের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। উক্ত হাদীছ দু'টি থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের খুৎবার মাঝে বসতেন না এবং তাঁর খুৎবা ছিল একটি *(উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৫/১৪৬)*। দুই খুৎবার পক্ষে কোন ছহীহ হাদীছ নেই, বরং যা আছে তা যঈফ ও মুনকার *(ইবনু মাজাহ হা/১২৮৯, মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৩২৩৯, যঈফাহ হা/৫৭৮৯; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩২২ পৃঃ)*।

ইমাম বায়হাক্বী, ছান'আনী ও ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, প্রচলিত দুই খুৎবার নিয়মটি মূলতঃ জুম'আর দুই খুৎবার উপরে ক্বিয়াস করেই চালু হয়েছে। খুৎবা শেষে বসে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করার রেওয়াজটিও হাদীছ সম্মত নয়। বরং এটাই প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদায়নের ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র একটি খুৎবা দিয়েছেন। যার মধ্যে আদেশ-নিষেধ, উপদেশ, দো'আ সবই ছিল *(বায়হাক্বী ৩/২৯৯ পৃঃ হা/৬০০৬-এর পরের আলোচনা; মির'আত ২/৩৩০-৩৩১; ৫/৩১; সুবুলুস সালাম ১/৪৩২)*।

উল্লেখ্য, যারা ঈদায়নের দু'টি খুৎবা সমর্থন করেন, তারা মূলত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেন। যেমন সিমাক (রাঃ) বলেন, আমি জাবির (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন? তিনি বলেন, তিনি দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। তারপর অল্প বসতেন, অতঃপর পুনরায় দাঁড়াতেন *(নাসাঈ হা/১৫৮৩-৮৪, ১৪১৮)*। অত্র হাদীছে দু'খুৎবার মাঝে বসা প্রমাণিত হয়। কিন্তু সেটি জুম'আর খুৎবা না ঈদের খুৎবা তা প্রমাণিত হয় না। কিন্তু জাবের (রাঃ) বর্ণিত অন্য হাদীছে সরাসরি জুম'আর কথা বলা হয়েছে *(নাসাঈ হা/১৪১৭; আবুদাঊদ হা/১০০৩)*। এছাড়া হাদীছটি কুতুবে সিত্তাহসহ প্রায় সকল মুহাদ্দিছ 'জুম'আর খুৎবা' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। কেউই ঈদের ছালাত অধ্যায়ে বর্ণনা করেননি। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এটা জুম'আর জন্য খাছ।

আলবানী (রহঃ) বলেন, দু'খুৎবার মাঝে বসার বিষয়টি জুম'আর সাথে সংশ্লিষ্ট, ঈদের সাথে নয় *(যঈফাহ হা/৫৭৮৯)*। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, দু'খুৎবার মাঝে বসার বিষয়টি জুম'আর সাথে সংশ্লিষ্ট। অতএব ঈদায়নের জন্য একটি খুৎবাই সুন্নাত। *(বিস্তারিত দ্রঃ 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' ২০৪ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৯/৪০৯) : যাকাত ও ট্যাক্সের মধ্যে পার্থক্য কি? বর্তমানে মোটা অংকের অর্থ সরকার আরোপিত ট্যাক্সের পিছনে ব্যয় হয়। যা যাকাতের চেয়ে অনেক বেশী হয়ে যায়। এক্ষণে ট্যাক্স দিলে যাকাতের ফরযিয়াত আদায় হবে কি?

-আবিদ আঞ্জুম
মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : যাকাত ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম। যা আল্লাহ্র ওয়াস্তে প্রদান করলে সম্পদ পবিত্র হয় এবং বৃদ্ধি পায় *(তওবা ৯/১০৩; বাক্বারাহ ২/২৭৬)*। এটি প্রত্যেক মুমিনের জন্য আর্থিক ফরয ইবাদত। অন্যদিকে ট্যাক্স হ'ল সরকারী কর। এর সাথে যাকাতের কোন সম্পর্ক নেই। রাষ্ট্রকে যে পরিমাণ ট্যাক্সই দেওয়া হোক না কেন, তাতে যাকাত আদায় হবে না। বরং ট্যাক্স পরিশোধের পর সম্পদ নিছাব পরিমাণ থাকলে এবং তা এক বছর অতিবাহিত হ'লে তাতে যাকাত দিতে হবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৯/২৮৫)*।

প্রশ্ন (১০/৪১০) : জনৈক ব্যক্তির স্টক ব্যবসার জন্য ১০০০ মণ ধান কেনা রয়েছে। এক্ষণে তিনি ওশর দিবেন না যাকাত দিবেন?

-খায়রুল ইসলাম, পঞ্চগড়।

উত্তর : এতে তিনি যাকাত দিবেন, ওশর নয়। উক্ত ধানের

বাজার মূল্য হিসাব করে নিছাব পরিমাণ হ'লে এবং তার উপর এক বছর অতিক্রান্ত হ'লে তাতে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত প্রদান করতে হবে। আর নিজের উৎপাদিত হ'লে ফসল কাটার পর পরই ওশর দিবেন।

প্রশ্ন (১১/৪১১) : সূরা ওয়াক্বি'আহ পাঠ করলে অভাব-অনটন দূর হয় কি?

-ফয়ছাল মাহমূদ, মীরপুর, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত মর্মে বেশ কিছু বর্ণনা রয়েছে, যার কোনটি যঈফ কোনটি জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮৯-২৯১; মিশকাত হা/২১৮১)*।

প্রশ্ন (১২/৪১২) : আমি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে ইহূদী, খ্রিষ্টান ও হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থসমূহ পাঠ করতে চাই। এটা করা যাবে কি?

-রাহাত হোসাইন, উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর : পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে পূর্বের সমস্ত আসমানী কিতাবের বিধান রহিত হয়ে গেছে *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*। তাই জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে কুরআন ব্যতীত অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা জায়েয নয়। জাবের (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, একদিন যখন ওমর (রাঃ) তাঁর কাছে এসে বললেন, আমরা ইহূদীদের নিকটে তাদের অনেক পুরানো ধর্মীয় কাহিনী শুনি, যা আমাদের নিকটে চমৎকার বোধ হয়, অতএব তার কিছু কিছু লিখে রাখার জন্য আপনি আমাদের অনুমতি দিবেন কি? তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা কি দিকভ্রান্ত হয়েছ, যেমন ইহূদী-নাছারারা দিকভ্রান্ত হয়েছে? অথচ আমি তোমাদের কাছে এসেছি উজ্জ্বল ও পরিচ্ছন্ন দ্বীন নিয়ে। যদি আজকে মূসাও বেঁচে থাকতেন, তাহ'লে তাঁর পক্ষেও আমার অনুসরণ ব্যতীত গত্যন্তর থাকতো না' *(আহমাদ হা/১৫১৫৬; মিশকাত হা/১৭৭, সনদ হাসান)*। তবে অমুসলিমদের ইসলামবিরোধী বক্তব্য সমূহের জবাবদানের উদ্দেশ্যে শরী'আত অভিজ্ঞ আলেমদের জন্য এগুলি পাঠ করা সাময়িকভাবে জায়েয *(আলে ইমরান ৩/১৯৩; বুখারী হা/৪৫৫৬; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৪/১০৯-১০)*।

প্রশ্ন (১৩/৪১৩) : ফরয ও সুন্নাত ছালাতের জন্য পৃথক পৃথক ছানা আছে কি? ফরয ছালাতের ছানা সুন্নাতে পাঠ করা যাবে কি?

-আযহারুদ্দীন
হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : ফরয ও সুন্নাত ছালাতের জন্য পৃথক কোন ছানা বর্ণিত হয়নি। অতএব হাদীছে বর্ণিত যেকোন ছানা ফরয ও সুন্নাত উভয় ছালাতে পাঠ করা যাবে *(মিশকাত হা/৮১২-১৫, ৮২০; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা প্রশ্নোত্তর নং ১৮৫৯১)*।

প্রশ্ন (১৪/৪১৪) : ই'তিকাফ করার সময় কারো যদি মসজিদে খাবার দেওয়ার কেউ না থাকে, তবে সে সামান্য দূরে বাড়ি থেকে সাহারী ও ইফতার করে আসতে পারবে কি?

*-ফাতেহ উল হোসাইন**
মীরপুর, ঢাকা।

**[নাম সঠিক করুন। আব্দুল ফাত্তাহ রাখতে পারেন (স.স.)]*

উত্তর : উপরোক্ত অবস্থায় উপায়ান্তর না থাকলে খাবার আনার জন্য বাড়িতে যাওয়া যাবে। খাবার এনে মসজিদে বসে খাবে। অথবা বাড়ীতে গিয়ে খেয়ে চলে আসবে। কোনরূপ অপ্রয়োজনীয় কথা বলা যাবে না। এটি একান্ত প্রাকৃতিক প্রয়োজন হিসাবে গণ্য হবে ইনশাআল্লাহ। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ই'তিকাফে থাকা অবস্থায় প্রাকৃতিক প্রয়োজন (পেশাব-পায়খানা ইত্যাদি) ব্যতীত গৃহে প্রবেশ করতেন না' *(বুখারী হা/২০২৯; মুসলিম হা/২৯৭; মিশকাত হা/২১০০)*। তিনি বলেন, ই'তিকাফকারীর জন্য সুন্নাত হ'ল, সে কোনো রোগী দেখতে যাবে না, জানাযায় অংশগ্রহণ করবে না, স্ত্রীকে স্পর্শ করবে না, তার সাথে সহবাস করবে না এবং বাধ্যগত প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যাবে না'... *(আবুদাঊদ হা/২৪৭৩; মিশকাত হা/২১০৬; ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ৩/১৯২)*।

প্রশ্ন (১৫/৪১৫) : তিন রাক'আত বিশিষ্ট বিতর ছালাতের দ্বিতীয় রাক'আতে বৈঠক করা যাবে কি?

-মামূনুর রশীদ, দামপাড়া, চট্টগ্রাম।

উত্তর : যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মাগরিবের ছালাতের ন্যায় (মাঝখানে বৈঠক করে) বিতর ছালাত আদায় করো না' *(দারাকুৎনী হা/১৬৩৪-৩৫, সনদ ছহীহ)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) তিন রাক'আত বিতর পড়তেন। তিনি শেষের রাক'আতে ব্যতীত বসতেন না' *(হাকেম হা/১১৪০; বায়হাক্বী হা/৪৮০৩, সনদ ছহীহ)*। তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বিতর ছালাত পাঁচ রাক'আত আদায় করলেও শেষের রাক'আত ব্যতীত বসতেন না *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৪৩৯, সনদ ছহীহ)*। ইবনু ত্বাঊস তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ছাঃ) তিন রাক'আত বিতর পড়তেন। মাঝে বসতেন না *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৪৬৬৯, ৩/২৭ পৃঃ)*।

অতএব 'এক রাক'আত বিতর সঠিক নয় এবং এক রাক'আতে কোন ছালাত হয় না'। 'বিতর তিন রাক'আতে সীমাবদ্ধ'। 'বিতর ছালাত মাগরিবের ছালাতের ন্যায়'। 'তিন রাক'আত বিতরের উপরে উম্মতের ইজমা হয়েছে' বলে যেসব কথা সমাজে চালু আছে, শরী'আতে এর কোন ভিত্তি নেই' *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৬৫ পৃ.)*।

প্রশ্ন (১৬/৪১৬) : পেশায় নাবিক হওয়ায় আমাকে এক বছরের জন্য জাহাযে যেতে হয় এবং বিভিন্ন দেশে মালামাল পরিবহন করতে হয়। প্রত্যেক বন্দরে সর্বোচ্চ পাঁচদিন অবস্থান করা যায়। জাহাযে ছিয়াম পালন আমার জন্য খুবই কষ্টকর হয়। এক্ষণে ফরয ছিয়াম পালন থেকে বিরত থাকা যাবে কি? এছাড়া নিয়মিতভাবে ছালাত ক্বছর করা যাবে কি?

-হোসাইন মুহাম্মাদ মোরশেদ, মালয়েশিয়া।

উত্তর : ফরয ছিয়াম সাধ্যপক্ষে পালন করার চেষ্টা করতে হবে। কষ্টকর হ'লে ছেড়ে দিবে এবং পরবর্তীতে ক্বাযা আদায় করবে। আল্লাহ বলেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পীড়িত হবে অথবা সফরে থাকবে, সে যেন এটি অন্য সময় পালন করে *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*। একবার সফরে থাকা অবস্থায় রাসূল

(ছাঃ) এক স্থানে লোকের ভীড় দেখলেন এবং দেখলেন যে এক ব্যক্তির উপর ছায়া দেয়া হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? লোকেরা বলল, এ ছিয়ামপালনকারী। রাসূল (ছাঃ) বললেন, সফরে ছিয়াম রাখা নেকীর কাজ নয় *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/২০২১)*।

আর ছালাত ক্বছর করাতে শরী'আতে কোন বাধা নেই। আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) আযারবাইজান সফরে গেলে পুরো বরফের মৌসুম সেখানে আটকে যান ও ছয় মাস যাবৎ ক্বছর করেন *(বায়হাক্বী ৩/১৫২ পৃঃ ইরওয়া হা/৫৭৭, সনদ ছহীহ)*। অনুরূপভাবে হযরত আনাস (রাঃ) শাম বা সিরিয়া সফরে গিয়ে দু'বছর সেখানে থাকেন ও ক্বছর করেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১৩-১৪ পৃঃ; মিরক্বাত ৩/২১১ পৃঃ)*। সুতরাং স্থায়ী মুসাফির যেমন জাহায, বিমান, ট্রেন, বাস ইত্যাদির চালক ও কর্মচারীগণ সফর অবস্থায় সর্বদা ছালাতে ক্বছর করতে পারেন *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৮৭ পৃঃ)*। তবে মনে রাখতে হবে যে, ক্বছর করা ওয়াজিব নয়। তিনি পুরা ছালাতও পড়তে পারেন।

প্রশ্ন (১৭/৪১৭) : এক্সিডেন্টে দাঁত পড়ে গেলে কৃত্রিম দাঁত সংযোজনে বাধা আছে কি?

-রাসেল আহমাদ, তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : চিকিৎসার্থে বা কোন দোষ-ত্রুটি দূরীকরণার্থে এরূপ করায় শরী'আতে কোন বাধা নেই *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৪০০, সনদ হাসান; নববী, আল-মাজমূ' ১/২৫৬; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২৪/৫৬)*।

প্রশ্ন (১৮/৪১৮) : জীবিত বা মৃত পিতা-মাতার নামে উন্মুক্ত পাঠাগার করা যাবে কি? যাতে মানুষ সেখান থেকে সঠিক জ্ঞানার্জন করতে পারে?

-তাহের আলী
উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : যাবে এবং এটি ছাদাক্বায়ে জারিয়া হিসাবে গণ্য হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, কেবল ৩টি আমল ব্যতীত। (১) ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ (২) এমন ইলম, যার দ্বারা জনগণের কল্যাণ সাধিত হয় এবং (৩) সুসন্তান, যে তার জন্য দো'আ করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩)*।

প্রশ্ন (১৯/৪১৯) : আমাদের পাশে একদল যুবক-যুবতী প্রতিদিন রাতে অসামাজিক কর্মকাণ্ড করে। আমাদের কিছু দ্বীনী ভাই তাদেরকে পিটিয়ে তাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটা ঠিক হবে কি?

-গালিব, নূর আহমাদ রোড, চট্টগ্রাম।

উত্তর : এরূপ করা ঠিক হবে না। তাতে হিতে বিপরীত হ'তে পারে। বরং প্রথমে তাদেরকে বুঝানোর মাধ্যমে বিরত রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে এবং সামাজিকভাবে চাপ সৃষ্টি করতে হবে। এতে ব্যর্থ হ'লে প্রশাসনের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। আইন নিজে হাতে তুলে নিলে কেবল বিপর্যয়ই সৃষ্টি হবে। আল্লাহ বলেন, 'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর সুন্দর পন্থায়' *(নহল ১৬/১২৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, অন্যায় কিছু দেখলে (ক্ষমতা থাকলে) তা হাত দিয়ে প্রতিরোধ করবে। নইলে যবান দিয়ে। নইলে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করবে' *(মুসলিম হা/৪৯; মিশকাত হা/৫১৩৭)*।

প্রশ্ন (২০/৪২০) : হাদীছে বর্ণিত নিষিদ্ধ তিন সময়ে জানাযার ছালাত আদায় ও লাশ দাফন করা যাবে কি?

-মুজাহিদুল ইসলাম
রেহাইর চর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : যাবে না। উক্ববা বিন 'আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) তিনটি সময়ে আমাদেরকে জানাযার ছালাত আদায় ও মৃত ব্যক্তিকে দাফন করতে নিষেধ করতেন (১) যখন সূর্যোদয় আরম্ভ হয়, তখন থেকে সূর্য উপরে উঠা পর্যন্ত; (২) ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়, পশ্চিম আকাশে সূর্য ঢলে না পড়া পর্যন্ত এবং (৩) যখন সূর্য অস্তমিত হওয়ার উপক্রম হয়, তখন থেকে সূর্য অস্তমিত না যাওয়া পর্যন্ত *(মুসলিম হা/৮৩১; মিশকাত হা/১০৪০)*। তবে একান্ত প্রয়োজনে যেমন লাশ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে এই তিন সময়েও জানাযার ছালাত আদায় বা লাশ দাফন করা যাবে *(আলবানী, তামামুল মিন্নাহ ১/১৪৩; আহকামুল জানায়েয ১/১৩০)*।

প্রশ্ন (২১/৪২১) : আমার বৃদ্ধ পিতা-মাতা নিজস্ব অর্থ দ্বারা কাফনের কাপড় ক্রয় করে রাখতে চান। এটা শরী'আতসম্মত হবে কি?

-জাহাঙ্গীর আলম, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : মৃত্যুর পূর্বে কাফনের কাপড় কিনে রাখায় শারঈ কোন বাধা নেই। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, যখন তাঁর মৃত্যু উপস্থিত হ'ল তখন তিনি নতুন কাপড় আনালেন এবং পরিধান করে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'মৃত ব্যক্তিকে ক্বিয়ামতের দিন সেই কাপড়ে উঠানো হবে, যে কাপড়ে সে মৃত্যুবরণ করবে' *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৬৪০, 'মৃতের গোসল ও কাফন দান' অনুচ্ছেদ)*। জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে কাফনের কাপড় বানানোর জন্য একটি চাদর উপহার হিসাবে চেয়ে নেয়। অতঃপর সে মারা গেলে সেটি দ্বারাই তার কাফন হয় *(আহমাদ হা/২২৮৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৩৫৫৫)*।

প্রশ্ন (২২/৪২২) : রামাযান ব্যতীত অন্য মাসে তাহাজ্জুদ ছালাত নিয়মিতভাবে জামা'আতের সাথে আদায় করা যাবে কি?

-আমানুল্লাহ, ওয়ান ব্যাংক, ঢাকা।

উত্তর : রামাযানের বাইরে নিয়মিতভাবে জামা'আতের সাথে রাত্রির নফল ছালাত আদায় করা বিদ'আত। তবে মাঝে মাঝে করা যেতে পারে। যেমন রাসূল (ছাঃ) কখনো ইবনু আব্বাস *(বুখারী হা/১৩৮; মুসলিম হা/৭৬৩; মিশকাত হা/১১৯৫)*, কখনো ইবনু মাসঊদ *(বুখারী হা/১১৩৫)*, কখনো হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান *(আহমাদ হা/২৩৪২৩)*-কে সাথে নিয়ে নিজ বাড়িতে রাতের নফল ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করেছেন।

Contents

প্রশ্ন (২৩/৪২৩) : ঈদের মাঠে সামিয়ানা টাঙানো বা মাঠ পাকা করা যাবে কি?

-আহমাদ, নয়াপাড়া, গাযীপুর।

উত্তর : ঈদগাহের জন্য মেঝে পাকা করা, ছায়ার জন্য সামিয়ানা টাঙানো, ফ্যান ঝুলানো, এসি করা বা ছাদ করা কোনটাই আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বা খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল থেকে প্রমাণিত নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমার মৃত্যুর পরে তোমরা অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমাদের উপর আবশ্যিক হবে আমার ও আমার খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত আঁকড়ে ধরা এবং তা মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরা' *(আহমাদ, আবুদাঊদ; মিশকাত হা/১৬৫; ছহীহাহ হা/২৭৩৫)*। রাসূল (ছাঃ) মসজিদে নববীর মাত্র ৫০০ গজ পূর্বে 'বাত্বহান' সমতলভূমিতে খোলা ময়দানে ঈদের ছালাত আদায় করতেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৭, মির'আত ৫/২২ পৃঃ)*। আমাদেরও সেটাই করা কর্তব্য।

প্রশ্ন (২৪/৪২৪) : ছহীহ মুসলিম ২৬১ নং হাদীছে গোফ খাটো করা, দাড়ি ছেড়ে দেওয়া, বগলের লোম উপড়ানো ও নাভীর নীচের লোম কাটা ফিৎরাতের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে। এক্ষণে এগুলি কি মুস্তাহাব আমল হিসাবে গণ্য হবে?

-আব্দুস সালাম
ইসলামপুর, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : না। বরং চল্লিশ দিনের মধ্যে গোফ খাটো করা, বগলের লোম উপড়ানো ও নাভীর নীচের লোম কাটা রাসূল (ছাঃ) নির্দেশিত সুন্নাত *(মুসলিম, মিশকাত হ/৪৪২২)*। নির্ধারিত সময়সীমা হওয়ায় এটা ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করা জায়েয নয় *(নায়লুল আওত্বার ১/১৪৩)*।

আর দাড়ি রাখা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা কর। দাড়ি লম্বা কর, গোঁফ ছোট কর' *(বুখারী হা/৫৮৯২; মিশকাত হা/৪৪২১)*। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, দাড়ি বিষয়ে হাদীছে পাঁচ ধরনের শব্দ এসেছে, যার সবগুলি একই অর্থ বহন করে যে, দাড়িকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেয়া *(শরহ মুসলিম ৩/১৫১)*। উছায়মীন (রহঃ) বলেন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করতে চায়, তারা যেন অবশ্যই দাড়ির কোন অংশ না কাটে। কেননা শেষনবী (ছাঃ) এবং তার পূর্বের কোন নবী দাড়ি কাট- ছাঁট করতেন না *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/৮২)*।

প্রশ্ন (২৫/৪২৫) : কেউ যদি আইয়ামে তাশরীকের শেষ দিনে কুরবানী করতে চায়, তবে সে ঈদের দিন নখ-চুল কর্তন করতে পারবে কি?

-আলমগীর হোসেন
রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট, রাজশাহী।

উত্তর : না। যেদিন কুরবানী করবে সেদিনই নখ ও চুল কাটাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানী দেওয়ার এরাদা রাখে, তারা যেন যিলহাজ্জ মাসের চাঁদ ওঠার পর হ'তে কুরবানী করা পর্যন্ত স্ব স্ব চুল ও নখ কর্তন করা হ'তে বিরত থাকে' *(মুসলিম হা/১৯৭৭; মিশখাত হা/১৪৫৯)*। অত্র হাদীছে কুরবানী করাকে শেষ সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে *(উছায়মীন, শারহু রিয়াযিছ ছালেহীন হা/১৭০৬-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (২৬/৪২৬) : সিজদায়ে তেলাওয়াতের নিয়ম কি? ওযূবিহীন অবস্থায় সিজদায়ে তেলাওয়াতের আয়াত পাঠ করলে সিজদা দেওয়া যাবে কি? এসময় নারীদের পর্দার পোষাক পরিধান করতে হবে কি?

-রফীকুল ইসলাম, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : সিজদায়ে তেলাওয়াতের নিয়ম হ'ল- প্রথমে তাকবীর দিয়ে সিজদায় যাবে। অতঃপর দো'আ পড়বে এবং পুনরায় তাকবীর দিয়ে মাথা উঠাবে *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৫৯৩০; বায়হাক্বী ২/৩২৫, সনদ ছহীহ; আলবানী, তামামুল মিন্নাহ ২৬৯ পৃঃ)*। সিজদা মাত্র একটি হবে। এতে তাশাহ্হুদ নেই, সালামও নেই *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৬৪)*।

এটি ছালাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। সেকারণ এর জন্য ওযূ, ক্বিবলা বা নারীদের পর্দা কোনটিই শর্ত নয়। ইবনু ওমর (রাঃ) ওযূ ছাড়াই তেলাওয়াতের সিজদা দিয়েছেন *(বুখারী ৪/৩০৩; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৪৩৫৪)*। শাওকানী বলেন, সিজদায়ে তেলাওয়াতের হাদীছগুলো প্রমাণ করে না যে, সিজদাকারীকে ওযূ অবস্থায় থাকা যরূরী। রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে উপস্থিত সকলে তেলাওয়াতের সিজদা করতেন। কিন্তু কোথাও বর্ণিত হয়নি যে, তিনি কাউকে ওযূ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন *(নায়লুল আওতার ৩/১২৫; ফাতাওয়া লাজনাহ দায়েমাহ ৭/২৬২-৬৩; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/৩১২)*।

প্রশ্ন (২৭/৪২৭) : খেলাধুলার সামগ্রী বিক্রয়ের দোকান দেওয়া শরী'আতসম্মত হবে কি?

-আব্দুস সালাম, মহাখালী, ঢাকা।

উত্তর : সাধারণভাবে খেলা-ধুলার সামগ্রী বিক্রয়ে শরী'আতে বাধা নেই। তবে যদি কোন খেলা মানুষকে হারামের দিকে প্রলুব্ধ করে, সেসব খেলার দ্রব্যাদি বিক্রি করা হারাম। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে একে অপরকে সাহায্য করো না' *(মায়েদাহ ৫/২)*।

প্রশ্ন (২৮/৪২৮) : আযান দেওয়ার সময় কানে হাত রাখলেই চলবে না ছিদ্রের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিতে হবে?

-রোকনুযযামান
আযীযুল হক কলেজ, বগুড়া।

উত্তর : কানের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিতে হবে। এসময় মাথা ঘুরবে, দেহ নয়। আবু জুহায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি বেলাল (রাঃ)-কে আযান দিতে দেখলাম এবং তাকে মুখ ঘুরাতে দেখলাম। এসময় তার (দুই হাতের) দুই আঙ্গুল উভয় কানের মধ্যে ছিল *(তিরমিযী হা/১৯৭; ইরওয়া হা/২৩০)*।

প্রশ্ন (২৯/৪২৯) : আমাদের মসজিদে মহিলাদের ছালাতে ব্যবস্থা রয়েছে মসজিদের উত্তর পাশে। ফলে পুরুষের দ্বিতীয় কাতার বরাবর মহিলাদের কাতার হয়। এতে ছালাতে কোন বাধা আছে কি?

Contents

-আব্দুল বাসেত
নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : সাধারণভাবে মহিলারা পুরুষদের পিছনের কাতারে দাঁড়াবে *(বুখারী হা/৩৮০; মুসলিম হা/৬৫৮)*। এরপরেও ব্যবস্থাপনা না থাকলে ওযরবশতঃ পুরুষদের কাতারের ডানে বা বামে পর্দা বা দেওয়াল দ্বারা ঘেরা স্থানে মহিলারা দাঁড়াতে পারে *(নববী, আল-মাজমূ' ৩/২৫২; আল-মাবসূত্ব ১/১৮৩)*।

প্রশ্ন (৩০/৪৩০) : আমার কেবল দুই মেয়ে। আমি আমার সমস্ত সম্পদ তাদের নামে লিখে দিয়েছি। এরূপ করা সঠিক হয়েছে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, এরুলিয়া, বগুড়া।

উত্তর : সঠিক হয়নি। কারণ পিতার মৃত্যুর পর তার স্ত্রী, কন্যা, ভাই-বোন সহ অন্যান্যদের অংশ শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত *(নিসা ৪/১১)*। যার ব্যত্যয় ঘটানো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লংঘনের শামিল *(নিসা ৪/১৩)*। বিবরণ অনুযায়ী মোট সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ দুই মেয়ে পাবে এবং বাকী অংশ অন্য ওয়ারিছগণ পাবে। অতএব উক্ত সম্পদ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া আবশ্যক।

প্রশ্ন (৩১/৪৩১) : ঘরের বিভিন্ন স্থানে কুরআনের আয়াত, দো'আ, আয়াতুল কুরসী ইত্যাদির ক্যালিগ্রাফী টানিয়ে রাখা যাবে কি?

-সিরাজুল ইসলাম, সাহেবগঞ্জ, রংপুর।

উত্তর : যাবে না। কারণ (১) অধিকাংশ ক্ষেত্রে সৌন্দর্যবর্ধনের উদ্দেশ্যে কুরআনের আয়াত, দো'আ ইত্যাদি দ্বারা বিভিন্ন রঙের ডিজাইনে নকশা করা হয়। অথচ কুরআন নাযিল হয়েছে মানুষকে হেদায়াতের জন্য, সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য নয়। অতএব এরূপ কাজ কুরআনকে তাচ্ছিল্য করার শামিল। (২) কেউ ঝুলিয়ে রাখে বরকত হাছিলের জন্য, যা স্পষ্ট বিদ'আত। (৩) কেউ টাঙিয়ে রাখে নানা বিপদাপদ বা শয়তানের অনিষ্টকারিতা হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্য। যা স্পষ্ট শিরক। বস্তুতঃ রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণের যামানায় এরূপ কার্যকলাপের কোন অস্তিত্ব ছিল না। অতএব এসব বিদ'আতী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা আবশ্যক *(উছায়মীন, লিকাউল বাবিল মাফতূহ ১৩/১৯৭)*।

বর্তমানে কুরআনের আয়াতসমূহ ক্যালিগ্রাফিক ডিজাইনে লিখে মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হচ্ছে, যা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৫/১৯০)*।

প্রশ্ন (৩২/৪৩২) : পিতা-মাতা উভয়েই নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক ছিলেন এবং উভয়ে পৃথকভাবে যাকাত আদায় করতেন। কিন্তু বর্তমানে পিতার সম্পদ নিছাব পরিমাণ নেই। এক্ষণে মা কি এককভাবে না পিতার সম্পদ সহ যাকাত আদায় করবেন?

-রেযওয়ানুল হক
তাহেরপুর, রাজশাহী।

উত্তর : যাকাত পরিবারের উপর নয়, বরং ব্যক্তির উপর ফরয। অতএব উক্ত অবস্থায় মা কেবল তার নিজস্ব সম্পদের যাকাত প্রদান করবেন *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৭৭২; আবুদাঊদ হা/১৫৭৩, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৩৩/৪৩৩) : শরী'আত সম্পর্কে মূর্খ ও অজ্ঞ লোকদের আমল আল্লাহ্র নিকটে গ্রহণযোগ্য হয় কি?

-ডা. আযীয আলী
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর : ইবাদত কবুল হওয়ার মৌলিক শর্ত ৩টি : (১) আক্বীদা ছহীহ হওয়া *(কাহফ ১১০)* (২) তরীকা ছহীহ হওয়া *(মুসলিম হা/১৭১৮)*। (৩) আমল ইখলাছপূর্ণ হওয়া *(যুমার ৩৯/১১)*। এই শর্তগুলি পূরণ হ'লে আমল কবুল হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, আমরা তার পুরষ্কার বিনষ্ট করি না' *(কাহফ ১৮/৩০)*। তিনি আরো বলেন, অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সে দেখতে পাবে *(যিলযাল ৯৯/৭)*। তবে দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করা ফরযে আইন, যা সকল মুসলমানের জন্য আবশ্যিক। সেগুলি হ'ল- ঈমান ও তা বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ, বিশুদ্ধ ও বাতিল আক্বীদা, তাওহীদ-শিরক, হালাল-হারাম, ছালাত-ছিয়াম, হজ্জ-যাকাত ইত্যাদি যাবতীয় ফরয ইবাদত পালনের নিয়ম-পদ্ধতি সমূহ *(আল-ফাক্বীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ হা/১৬৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক মুসলিমের উপর দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা ফরয' *(ইবনু মাজাহ হা/২২৪; মিশকাত হা/২১৮)*।

প্রশ্ন (৩৪/৪৩৪) : বীমা কোম্পানীতে চাকুরী করা হারাম জেনে চাকুরী ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। এক্ষণে ১০ বছর চাকুরীর ফলে প্রাপ্ত প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্রাচুইটি, লভ্যাংশ ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত অর্থের ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি?

-কামরুন নাহার, ঢাকা।

উত্তর : এক্ষেত্রে চাকুরী পরিত্যাগ করে খালেছ নিয়তে তওবা করতে হবে এবং পরবর্তীতে প্রাপ্ত সমস্ত অর্থ নেকীর আশা ব্যতীত দান করে দিতে হবে। কারণ যে সূদী অর্থ থেকে বাঁচার জন্য উক্ত চাকুরী ছাড়া হচ্ছে, তা থেকে প্রাপ্য সকল অর্থই তার অন্তর্ভুক্ত।

তবে তওবাকারী যদি স্বীয় দরিদ্রতার কারণে পরিত্যক্ত সম্পদের মুখাপেক্ষী হন বা অন্য কোন বৈধ কাজ শুরু করার জন্য উক্ত অর্থ ব্যতীত কিছু না থাকে, সেক্ষেত্রে বাধ্যগত অবস্থায় সেখান থেকে প্রয়োজন মত কিছু সম্পদ গ্রহণ করা যাবে' *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৯/৩০৯ ; ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ৫/৬৯১-৯২)*।

অতএব তওবা পরবর্তী প্রাপ্ত সম্পদ সম্ভবপর পরিত্যাগ করে বৈধ রূযীর পথ তালাশ করতে হবে। আল্লাহ বলেন, যারা আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তাদেরকে একটি পথ বের করে দেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হন' *(তালাক ২-৩)*।

প্রশ্ন (৩৫/৪৩৫) : ছালাতে সিজদারত অবস্থায় দু'পা কিভাবে রাখতে হবে? দু'পা মিলিয়ে না ফাঁকা রাখবে?

-আব্দুল লতীফ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'এক রাত্রিতে আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বিছানায় না পেয়ে আমার

হাত দিয়ে খুঁজতে থাকলাম। অতঃপর আমার হাত তাঁর দু'পায়ের উপর পতিত হয়। তখন তিনি সিজদারত ছিলেন এবং তাঁর পা দু'টি খাঁড়া ছিল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৩, 'সিজদা ও সিজদার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, 'এ সময় তাঁর গোড়ালীদ্বয় মিলানো ছিল এবং পায়ের অঙ্গুলি সমূহ কিবলার দিকে ছিল' *(মুস্তাদরাক হাকেম ১/৩৪০ পৃঃ, হা/৮৩২; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৬৫৪, ইবনু হিব্বান হা/১৯৩৩)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি সাত অঙ্গের উপর সিজদা করতে আদিষ্ট হয়েছি। নাকসহ চেহারা, দু'হাত, দু'হাটু এবং দু'পায়ের আঙ্গুলসমূহের অগ্রভাগ' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৮৮৭)*। এখানে 'দু'পায়ের আঙ্গুলসমূহের অগ্রভাগ'-এর ব্যাখ্যায় ছাহেবে মির'আত বলেন, দু'পায়ের আঙ্গুলগুলি ক্বিবলামুখী থাকবে এবং দু'গোড়ালি খাড়া থাকবে' *(মির'আত ৩/২০৪)*। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, দু'গোড়ালীর মাঝে এক বিঘত ফাঁক থাকবে *(নায়ল ৩/১২১)*। মূলতঃ দাঁড়ানো অবস্থায় যেমন দু'পা ফাঁক থাকে, সিজদা অবস্থায়ও সেভাবে থাকবে এবং এটাই স্বাভাবিক অবস্থা। এক্ষণে ইবনু হিব্বান, ইবনু খুযায়মা ও হাকেম বর্ণিত আয়েশা (রাঃ)-এর দু'গোড়ালি মিলানো সম্পর্কে যে বর্ণনাটি এসেছে, সে সম্পর্কে ইমাম হাকেম বলেন, 'এই হাদীছ ব্যতীত অন্য কোথাও কেউ গোড়ালী মিলানোর কথা বর্ণনা করেছেন বলে আমি জানি না *(হাকেম ১/৩৫২)*। তাই ছহীহ মুসলিম ও অন্যান্য হাদীছে আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত দু'গোড়ালি খাড়া রাখার হাদীছই অগ্রাধিকারযোগ্য। সর্বোপরি বিষয়টি মুস্তাহাব। অতএব খাড়া বা মিলানো যেভাবে সহজ হবে সেভাবেই রাখবে। এতে কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

প্রশ্ন (৩৬/৪৩৬) : জনৈক নারীকে তার মা ও ভাই-বোন জোরপূর্বক বিবাহ দিয়েছিল। তিনি বিবাহের সময় সম্মতি দেননি এবং কাবিননামাতেও স্বাক্ষর করেননি। ৮ বছরের সংসারে তার ১টি সন্তান রয়েছে। বর্তমানেও তিনি উক্ত বিবাহের ব্যাপারে নারায। এক্ষণে উক্ত বিবাহ কি সঠিক হয়েছে? না হ'লে করণীয় কি?

-ফাতেমা, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

উত্তর : সে আট বছর সংসার করেছে এবং তার সন্তান হয়েছে। এটাই তার সম্মতির প্রমাণ। অতএব বিবাহ সঠিক বলে গণ্য হবে *(নববী, শরহ মুসলিম ৯/২০৪, হা/১৪১৯-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। এক্ষণে দু'জনে চাইলে সংসার করতে পারে। নইলে 'খোলা' বা 'তালাকে'র মাধ্যমে উভয়ে পৃথক হ'তে পারে।

প্রশ্ন (৩৭/৪৩৭) : আমাদের এলাকায় প্রচলিত আছে, ক্বদরের রাতে সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহকে সিজদা করে। এসময় জাগ্রত থেকে ইবাদতকারীগণই কেবল এদৃশ্য দেখতে পায়। একথার কোন সত্যতা আছে কি?

-আব্দুর রহমান, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : একথা ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। বরং সকল সৃষ্টি সর্বাবস্থায় আল্লাহকে সিজদা করে। আল্লাহ বলেন, তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে... সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু ও বহু মানুষ? *(হজ্জ ২২/১৮)*। অবিশ্বাসী কাফেররা আল্লাহকে সিজদা না করলেও তাদের জড় দেহ আল্লাহ্র আনুগত্য করে। আর সেজন্যেই তারা তাদের বার্ধক্য ও জ্বরাকে প্রতিরোধ করতে পারে না। সৃষ্টি সমূহের সিজদা করার দৃশ্য 'ক্বদর রাত্রিতে আল্লাহ্র ইবাদতকারীগণই দেখতে পান' কথাটি স্থূল দৃষ্টিতে আদৌ সম্ভব নয়। তবে জ্ঞানজগতে অনুভব করা যায়। প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিই সর্বাবস্থায় তা বুঝতে পারেন। কেবল ক্বদর রাত্রিতে নয়।

প্রশ্ন (৩৮/৪৩৮) : জুম'আর ছালাতের পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব না ওয়াজিব?

-রূহুল আমীন, ঢাকা।

উত্তর : ফরয গোসল ব্যতীত সকল গোসলই নফল। গুরুত্ব বিবেচনায় এসব গোসল কখনো মুবাহ, কখনো মুস্তাহাব, কখনো ওয়াজিব হিসাবে গণ্য হয়। যারা দৈনিক গোসল করেন এবং যারা সপ্তাহে একদিন গোসল করেন, তারা সমান নন। জুম'আর দিনের বিবেচনায় এদিনের গোসলকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেউ মুস্তাহাব, কেউ সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ, কেউ ওয়াজিব বলেছেন। ইবনু দাক্বীকুল ঈদ বলেন, অধিকাংশ বিদ্বান 'মুস্তাহাব' বলেছেন। সাইয়েদ সাবেক্ব একে মুস্তাহাব গোসল সমূহের মধ্যে শামিল করেছেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৫৩-৫৫)*। ছাহেবে মির'আত একে 'ওয়াজিব' বলেছেন *(মির'আত হা/৫৪০-এর ব্যাখ্যা)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, জুম'আর দিনে প্রত্যেক সাবালকের জন্য গোসল করা ওয়াজিব' *(বুখারী হা/৮৭৯; মিশকাত হা/৫৩৮)*। তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি জুম'আয় যাবে সে যেন গোসল করে *(বুখারী হা/৮৮২; মুসলিম হা/৮৪৫)*। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন শুধু ওযূ করল সেটাই তার জন্য যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি গোসল করল, গোসল করাই উত্তম' *(তিরমিযী হা/৪৯৭; মিশকাত হা/৫৪০)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, জুম'আর দিন গোসল করা ওয়াজিব নয়; তবে উত্তম। তাতে গোসলকারীর অধিকতর পবিত্রতা অর্জিত হয়' *(আবুদাঊদ হা/৩৫৩; মিশকাত হা/৫৪৪)*। উপরোক্ত হাদীছগুলি থেকে বুঝা যায় যে, জুম'আর দিনে গোসল করা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যে সকল হাদীছে ওয়াজিব শব্দটি এসেছে তার অর্থ ফরয নয় বরং গুরুত্ব বুঝানোর জন্য রাসূল (ছাঃ) এরূপ শব্দ ব্যবহার করেছেন *(শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/১৭১)*। তবে কোন ব্যক্তি যদি ঘর্মাক্ত হয় এবং শরীরের দুর্গন্ধ অন্য মুছল্লীদের জন্য কষ্টকর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে তার জন্য গোসল করা ওয়াজিব হবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, ফাতাওয়া কুবরা ৫/৩০৭)*।

প্রশ্ন (৩৯/৪৩৯) : কুরবানীর পশু ক্রয়ের কয়েকদিন পর কোন ত্রুটি প্রকাশ পেলে তা দ্বারা কুরবানী করা যাবে কি?

- আওলাদ মিয়াঁ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : কোন পশুকে কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করা বা ক্রয় করার পর যদি কোন ত্রুটি প্রকাশ পায়, তাহ'লে তা দ্বারা কুরবানী করা যাবে। আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ)-এর নিকট

হজ্জের হাদ্ঈ সমূহ আনা হ'লে তার মধ্যে একটি এক চক্ষুহীন ট্যারা উট পাওয়া যায়। তখন তিনি বলেন, ক্রয়ের পর এরূপ হ'লে এটা দিয়েই কাজ সম্পন্ন কর। আর ক্রয়ের পূর্বে এরূপ পেলে তা পাল্টে নাও' *(বায়হাক্বী হা/১০৫৪৬; নববী, আল-মাজমূ' ৮/৩৬৩, সনদ ছহীহ; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৬/৩০৪; মির'আত ৫/৯৯)*।

প্রশ্ন (৪০/৪৪০) : কাউকে দান করার পর তার নিকটে দো'আ চাওয়া যাবে কি?

-লতীফুল ইসলাম, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : কাউকে কোন কিছু দান করার পর দো'আ চাওয়া অনুচিৎ। কেননা এটি দানের বিনিময়ে প্রতিদান চাওয়ার মত হয়ে যায়। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন যে সাত শ্রেণীর লোক আল্লাহ্র ছায়ার নিচে আশ্রয় পাবে, তাদের অন্যতম হ'ল, যে ব্যক্তি ডান হাতে দান করে, অথচ বাম হাত টের পায় না' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৭০১)*। অন্যদিকে জান্নাতী বান্দাদের দুনিয়াবী বৈশিষ্ট্য বলতে গিয়ে আল্লাহ বলেন, 'তারা কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য মিসকীন, ইয়াতীম ও কয়েদীদের খাদ্য দান করে থাকে'। 'তারা বলে, আমরা কেবল আল্লাহ্র চেহারা অন্বেষণের জন্য তোমাদের খাদ্য দান করে থাকি। আমরা তোমাদের নিকট থেকে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না' *(দাহর ৭৬/৮-৯)*।

তবে যাকে বা যে প্রতিষ্ঠানে ছাদাক্বা করা হ'ল, তাদের উচিৎ দানকারীর জন্য দো'আ করা *(তওবাহ ৯/১০৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তোমাদের কোন উপকার করল, তোমরা তাকে উত্তম বিনিময় প্রদান কর। সক্ষম না হ'লে অন্ততঃপক্ষে তার জন্য দো'আ কর। যাতে সে বুঝতে পারে যে, তোমরা তাকে উপযুক্ত উপঢৌকন প্রদান করেছ' *(আবুদাঊদ হা/৫১০৯; মিশকাত হা/১৯৪৩)*। যেমন রাসূল (ছাঃ) দো'আ করে বলতেন, *বা-রাকাল্লা-হু লাকা ফী আহলিকা ওয়া মা-লিকা'* অথবা বহুবচনে 'কুম' (আল্লাহ আপনার জন্য আপনার পরিবারে ও সম্পদে বরকত দান করুন)' *(বুখারী হা/৩৭৮০; ইবনু মাজাহ হা/১৯০৬-০৭)*।

আর মুমিনগণ পরস্পরের নিকট দো'আ চাওয়া জায়েয। যেমন ছাফওয়ান (রাঃ) বলেন, আমি শামে গেলাম আবুদ্দারদা (রাঃ)-এর সাক্ষাতের জন্য। কিন্তু তিনি ঐসময় বাড়িতে ছিলেন না। তখন উম্মুদ্দারদা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি হজ্জে যাবে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, আমাদের জন্য কল্যাণের দো'আ করো। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন, 'কোন মুসলমান কারু জন্য তার পিছনে খালেছ মনে দো'আ করলে, সে দো'আ কবুল হয়। সেখানে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত থাকে। যখনই ঐ ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য দো'আ করে, তখনই উক্ত ফেরেশতা বলে 'আমীন'। তোমার জন্যও অনুরূপ হৌক' *(মুসলিম হা/২৭৩৩)*। এ ব্যাপারে ইমাম নববী মুসলিম উম্মাহ্র ইজমা' উদ্ধৃত করেছেন *(নববী, আল-আযকার 'উত্তম ব্যক্তির নিকট দো'আ চাওয়া' অনুচ্ছেদ)*। তবে যদি এই দো'আ কোন মৃত ব্যক্তির নিকট চাওয়া হয়, তবে সেটি হারাম হবে। আর যদি কোন জীবিত ব্যক্তির নিকট দো'আ চাওয়ার মধ্যে তার উপরেই ভরসা করা হয়, তবে সেটাও নিষিদ্ধ। যদি এই বিশ্বাস করা হয় যে, তার দো'আ কবুল হবেই, সেটাও নিষিদ্ধ। সর্বাবস্থায় ভরসা ও প্রার্থনা কেবলমাত্র আল্লাহ্র নিকটেই করতে হবে।

কর্মী সম্মেলন ২০১৭

তারিখ : ১৭ ও ১৮ই আগস্ট'১৭
রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার।

উদ্বোধন : ১ম দিন বাদ আছর।

স্থান : নওদাপাড়া, রাজশাহী।

সভাপতিত্ব করবেন :

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৬০৫২৫, মোবা : ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর বালক ও বালিকা শাখার জন্য নিম্নোক্ত পদসমূহে শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যক।

(১) সহকারী শিক্ষক, আরবী (২ জন)। যোগ্যতা : দাওরায়ে হাদীছ/কামিল/এম.এ।
(২) সহকারী শিক্ষিকা, আরবী (২ জন)। যোগ্যতা : দাওরায়ে হাদীছ/কামিল/এম.এ।
(৩) জুনিয়র সহঃ শিক্ষিকা, আরবী (১ জন)। যোগ্যতা : আলিম/ছানাবিয়াহ (অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী অগ্রাধিকার পাবেন)।
(৪) হাফেয (১ জন)। (অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীগণ অগ্রাধিকার পাবেন)।
(৫) হাফেযা/ক্বারী (১ জন)। (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীগণ অগ্রাধিকার পাবেন)।

নিম্নোক্ত ঠিকানায় প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করার শেষ তারিখ ১০ই সেপ্টেম্বর ২০১৭।

যোগাযোগ : সেক্রেটারী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (আম চত্বর), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১১-৩৫৯৪৭৫, ০১৭১৭-৮৬৫২১৯।